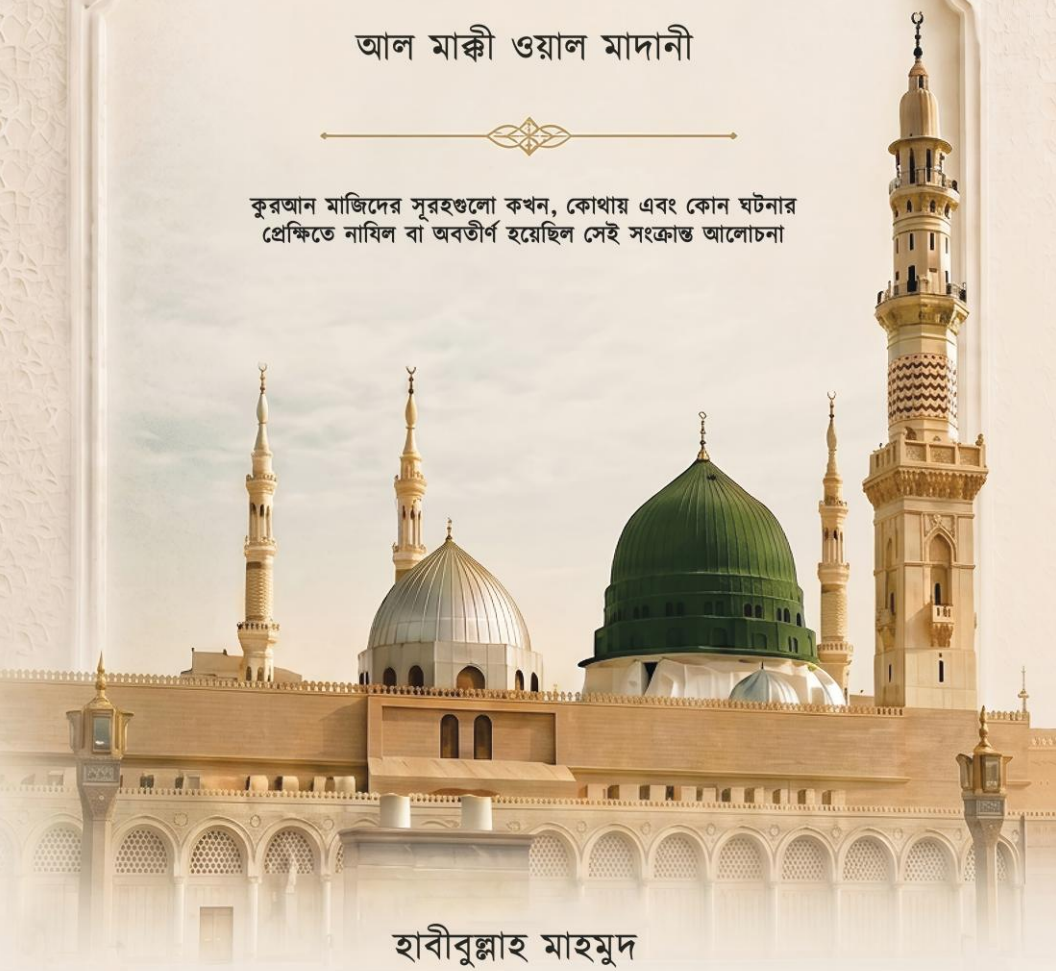
نُزُوْلُ سُوَرِ الْقُرْآنِ
(الْمَكِّيَّةُ وَالْمَدَنِيَّةُ)

নুযুলু সুওয়ারিল কুরআন

আল মাক্কী ওয়াল মাদানী

কুরআন মাজিদের সূরহগুলো কখন, কোথায় এবং কোন ঘটনার প্রেক্ষিতে নাযিল বা অবতীর্ণ হয়েছিল সেই সংক্রান্ত আলোচনা



হাবীবুল্লাহ মাহমুদ

نُزُوْلُ سُوَرِ الْقُرْآنِ

(الْمَكِّيَّةُ وَالْمَدَنِيَّةُ)

নুযুলু সুওয়ারিল কুরআন

আল মাক্কী ওয়াল মাদানী

কুরআন মাজিদের সূরহগুলো কখন, কোথায় এবং কোন ঘটনার প্রেক্ষিতে নাযিল বা অবতীর্ণ হয়েছিল সেই সংক্রান্ত আলোচনা

হাবীবুল্লাহ মাহমুদ

নুযুলু সুওয়ারিল কুরআন

লেখকঃ	হাবীবুল্লাহ মাহমুদ
সম্পাদকঃ	খালিদ হাসান
গ্রন্থস্বত্বঃ	অন্তিম প্রকাশনী
প্রথম প্রকাশঃ	১লা রবিউস সানি, ১৪৪৮ হিজরি ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ ঈসায়ী
দ্বিতীয় প্রকাশঃ	১৩ জমাদিউল আউয়াল, ১৪৪৮ ২৫ অক্টোবর, ২০২৬ ঈসায়ী
মুদ্রণঃ	অন্তিম প্রেস
প্রকাশনায়ঃ	অন্তিম প্রকাশনী
নির্ধারিত মূল্যঃ	১৪০ টাকা
ওয়েবসাইটঃ	https://gazwatulhind.site
কাফেলাঃ	https://linktr.ee/kafela_official
যোগাযোগঃ	backup.2024@hotmail.com
অন্যান্য বইগুলোঃ	https://cutt.ly/kafelabooks https://dl.gazwatulhind.site
বই কিনুনঃ	https://fb.com/OntimProkashoni

NUZULU SUWAREEL KURAAN WRITTEN BY HABIBULLAH MAHMUD BIN ABDUL QADIR, EDITED BY KHALID HASAN. PUBLISHED BY ONTIM PROKASHONI. COPYRIGHT: PUBLISHER. 1ST PUBLISHED ON : 1 RABI US-SANI, 1448 HIJRI, 14 SEPTEMBER 2026 ISAYI.

সূচিপত্র

লেখক পরিচিতি	১০
ভূমিকা	১১
শান-ই নুযূল বা ছাবাবুন নুযূলের পরিচয়	১৫
সূরহগুলো মাক্কী ও মাদানী হওয়া সম্পর্কে আলোচনা	২৫
মাক্কী ও মাদানী সূরহগুলো সহজভাবে চেনার নিয়ম	২৯
মাক্কী সূরহগুলোর কিছু বৈশিষ্ট্য	২৯
মাদানী সূরহগুলোর বৈশিষ্ট্য	৩০
আছবাবুন নুযূল জানার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা	৩১
আছবাবুন নুযূলের ইলম না থাকায় যেই সমস্যা	৩৪
আছবাবুন নুযূলের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ	৩৬
সাহাবী ﷺ দের যুগে আছবাবুন নুযূলের ইলম	৩৬
তাবেঈগণের যুগে আছবাবুন নুযূলের ইলম	৪০
আছবাবুন নুযূলের ইলম অর্জনের উৎস	৪১
সূরহ – ১ : আল-ফাতিহা	৪৩
সূরহ – ২ : আল-বাকারহ	৪৫
সূরহ – ৩ : আলে ইমরান	৪৬
সূরহ – ৪ : আন-নিসা	৪৯
সূরহ – ৫ : আল-মায়্যিদাহ	৪৯
সূরহ – ৬ : আল-আনআম	৫০
সূরহ – ৭ : আল-আরাফ	৫১
সূরহ – ৮ : আল-আনফাল	৫২
সূরহ – ৯ : আত-তাওবাহ	৫২
সূরহ – ১০ : ইউনুস	৫৩
সূরহ – ১১ : হুদ	৫৩
সূরহ – ১২ : ইউসুফ	৫৪
সূরহ – ১৩ : আর-রাদ	৫৭

সূরহ – ১৪ : ইবরাহিম	৫৯
সূরহ – ১৫ : আল-হিজর	৫৯
সূরহ – ১৬ : আন-নাহল	৬০
সূরহ – ১৭ : আল-ইসরা	৬১
সূরহ – ১৮ : আল-কাহফ	৬৬
সূরহ – ১৯ : মারইয়াম	৬৭
সূরহ – ২০ : ত্ব-হা	৬৮
সূরহ – ২১ : আল-আম্বিয়া	৬৯
সূরহ – ২২ : আল-হাজ্জ	৬৯
সূরহ – ২৩ : আল-মুমিনূন	৭০
সূরহ – ২৪ : আন-নূর	৭১
সূরহ – ২৫ : আল-ফুরকান	৭৩
সূরহ – ২৬ : আশ-শু'আরা	৭৩
সূরহ – ২৭ : আন-নামল	৭৪
সূরহ – ২৮ : আল-কাসাস	৭৪
সূরহ – ২৯ : আল-আনকাবুত	৭৬
সূরহ – ৩০ : আর-রুম	৭৬
সূরহ – ৩১ : লুকমান	৭৮
সূরহ – ৩২ : আস-সাজদাহ	৭৯
সূরহ – ৩৩ : আল-আহযাব	৮০
সূরহ – ৩৪ : সাবা	৮০
সূরহ – ৩৫ : আল-ফাতির	৮১
সূরহ – ৩৬ : ইয়াসিন	৮১
সূরহ – ৩৭ : আস-সফফাত	৮৩
সূরহ – ৩৮ : ছ্বদ	৮৩
সূরহ – ৩৯ : আয-যুমার	৮৪
সূরহ – ৪০ : আল-মুমিন	৮৪

সূরহ – ৪১ : হা-মীম আস-সাজদাহ	৮৫
সূরহ – ৪২ : আশ-শুরা	৮৬
সূরহ – ৪৩ : আয-যুখরুফ	৮৮
সূরহ – ৪৪ : আদ-দুখান	৮৮
সূরহ – ৪৫ : আল-জাসিয়া	৮৯
সূরহ – ৪৬ : আল-আহকাফ	৯১
সূরহ – ৪৭ : মুহাম্মাদ	৯৩
সূরহ – ৪৮ : আল-ফাতহ	৯৩
সূরহ – ৪৯ : আল-হুজরাত	৯৪
সূরহ – ৫০ : ক্বফ	৯৫
সূরহ – ৫১ : আয-যারিয়াত	৯৬
সূরহ – ৫২ : আত-তূর	৯৬
সূরহ – ৫৩ : আন-নাজম	৯৭
সূরহ – ৫৪ : আল-ক্বমার	৯৯
সূরহ – ৫৫ : আর-রহমান	১০০
সূরহ – ৫৬ : আল-ওয়াক্বিয়াহ	১০২
সূরহ – ৫৭ : আল-হাদীদ	১০৪
সূরহ – ৫৮ : আল-মুজাদালাহ	১০৪
সূরহ – ৫৯ : আল-হাশর	১০৬
সূরহ – ৬০ : আল-মুমতাহানা	১০৭
সূরহ – ৬১ : আস-সফ	১০৯
সূরহ – ৬২ : আল-জুমআহ	১১১
সূরহ – ৬৩ : আল-মুনাফিকূন	১১২
সূরহ – ৬৪ : আত-তাগাবুন	১১৩
সূরহ – ৬৫ : আত-ত্বলাক	১১৪
সূরহ – ৬৬ : আত-তাহরীম	১১৪
সূরহ – ৬৭ : আল-মুলক	১১৬

সূরহ – ৬৮ : আল-ক্বলাম	১১৬
সূরহ – ৬৯ : আল-হাক্কাহ	১১৭
সূরহ – ৭০ : আল-মা'আরিজ	১১৮
সূরহ – ৭১ : নূহ	১১৮
সূরহ – ৭২ : আল-জ্বিন	১১৯
সূরহ – ৭৩ : আল-মুযযাম্মিল	১২০
সূরহ – ৭৪ : আল-মুদ্দাসসির	১২১
সূরহ – ৭৫ : আল-ক্বিয়ামাহ	১২২
সূরহ – ৭৬ : আদ-দাহর	১২২
সূরহ – ৭৭ : আল-মুরসালাত	১২৫
সূরহ – ৭৮ : আন-নাবা	১২৬
সূরহ – ৭৯ : আন-নাযিয়াত	১২৭
সূরহ – ৮০ : আবাসা	১২৮
সূরহ – ৮১ : আত-তাকউইর	১২৯
সূরহ – ৮২ : আল-ইংফিতার	১৩০
সূরহ – ৮৩ : আল-মুতাফফিফীন	১৩০
সূরহ – ৮৪ : আল-ইংশিক্বক্ব	১৩১
সূরহ – ৮৫ : আল-বুরুজ	১৩১
সূরহ – ৮৬ : আত-ত্বরিক	১৩৬
সূরহ – ৮৭ : আল-আ'লা	১৩৬
সূরহ – ৮৮ : আল-গশিয়াহ	১৩৭
সূরহ – ৮৯ : আল-ফজর	১৩৮
সূরহ – ৯০ : আল-বালাদ	১৩৮
সূরহ – ৯১ : আশ-শামস	১৩৯
সূরহ – ৯২ : আল-লাইল	১৩৯
সূরহ – ৯৩ : আদ-দুহা	১৪২
সূরহ – ৯৪ : আল-ইংশিরহ	১৪৩

সূরহ – ৯৫ : আত-ত্বীন	১৪৩
সূরহ – ৯৬ : আল-আলাক	১৪৩
সূরহ – ৯৭ : আল-ক্বদর	১৪৯
সূরহ – ৯৮ : আল-বায়্যিনাহ	১৫০
সূরহ – ৯৯ : আয-যিলযাল	১৫১
সূরহ – ১০০ : আল-আদিয়াত	১৫১
সূরহ – ১০১ : আল-ক্বরিয়াহ	১৫২
সূরহ – ১০২ : আত-তাকাছূর	১৫২
সূরহ – ১০৩ : আল-আছ্বর	১৫৩
সূরহ – ১০৪ : আল-হুমাযাহ	১৫৪
সূরহ – ১০৫ : আল-ফীল	১৫৪
সূরহ – ১০৬ : আল-কুরইশ	১৫৪
সূরহ – ১০৭ : আল-মাঊন	১৫৫
সূরহ – ১০৮ : আল-কাউসার	১৫৬
সূরহ – ১০৯ : আল-কাফিরুন	১৫৭
সূরহ – ১১০ : আন-নাছ্বর	১৫৮
সূরহ – ১১১ : আল-লাহাব	১৫৯
সূরহ – ১১২ : আল-ইখলাস	১৬০
সূরহ – ১১৩ : আল-ফালাক	১৬০
সূরহ – ১১৪ : আন-নাস	১৬২

লেখক পরিচিতি

নাম মাহমুদ। ডাকনাম জুয়েল মাহমুদ, তাঁর স্বজনদের অনেকে তাকে সোহেল নামেও ডাকে এবং বাংলাদেশসহ ভারতবর্ষের অনেক অঞ্চলের মানুষই তাকে ‘ হাবীবুল্লাহ মাহমুদ ’ নামে চিনে। পিতা আব্দুল ক্বদীর বিন আবুল হোসেন এবং জননী সাহারা বিনতে রিয়াজ উদ্দিন।

পিতা-মাতার দিক থেকে কয়েকজন ঊর্ধ্বতন পুরুষের নাম:

- পিতার দিক হতে - আব্দুল ক্বদীর বিন আবুল হোসেন বিন আব্দুল গফুর বিন খাবীর বিন আব্দুল বাকী বিন মাওলানা নজির উদ্দিন আল-যোবায়েরী ﵀ বিন মোল্লা আব্দুছ ছাত্তার মুর্শিদাবাদী বিন শাইখ আবদে হাকিম ইউসুফী ﵀ । যিনি ১৭৮৪ খ্রিষ্টাব্দে ইংরেজদের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষের কিছু সংখ্যক মুসলিম যোদ্ধাদের নিয়ে ‘বদরী কাফেলা’ নামে একটি সংগঠন তৈরী করেন এবং তাঁর মাধ্যমে ইংরেজদের সাথে লড়াই করেন। অতঃপর ১৭৯৩ খ্রিষ্টাব্দে মার্চের ৩ তারিখে তিনি ইংরেজদের হাতে বন্দী হন এবং কলিকাতায় ইংরেজদের কারাগারে বন্দী থাকেন। পরিশেষে তিনি ইংরেজদের নির্যাতনের শিকার হয়ে ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে ২৮শে জুলাই বাদ আসর কারাগারে ইন্তেকাল করেন। ১
- মাতার দিক হতে - সাহারা বিনতে রিয়াজ উদ্দিন বিন ইব্রাহীম বিন কাসেম মোল্লা ওরফে কালু মোল্লা বিন বাহলুল বিন নূর উদ্দিন হেরা পাঠান, যিনি পাকিস্তানের বেলুচিস্তানের অধিবাসী ছিলেন।

শিক্ষা জীবন: তিনি স্থানীয় সালিমপুর মালিগাছা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত পড়া-লেখা করেন। অতঃপর তাঁর নানার সহযোগিতায় স্থানীয় গাঁওপাড়া হাফেজিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হন এবং সেখান থেকে কুরআনের নাজরানা শেষ করে তিনি কিছু অংশ মুখস্থও করেন। অতঃপর বাঘা মাদরাসায় ভর্তি হয়ে সেখান থেকে তিনি ইসলামের প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন। (উল্লেখ: ‘গাঁওপাড়া’ গ্রামটি নাটোর জেলার আওতাধীন বাগাতিপাড়া উপজেলাধীন, পাঁকা ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত। আর সেখানেই তিনি জন্মগ্রহণ করেন।)

---

১. ভারতবর্ষের মুসলিমদের ইতিহাস (মুসলিম শাসন), লেখক: আব্দুল করিম মোতেম, (পৃষ্ঠা ৩০৬)।

ভূমিকা

নাহমাদুহু ওয়া নুছল্লি আ'লা রসূলিহিল কারীম, আম্মাবাদ। একদিন আমি আমার পরিচালিত তালিমুল ইসলাম শিক্ষা বোর্ডের অধিভুক্ত মাদ্রাসাগুলোর শিক্ষার্থীদের জন্য প্রকাশনীগুলো থেকে কুরআন মাজীদ ক্রয়ের জন্য এক ভাইকে দায়িত্ব দিলাম। সাথে কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করে বললাম,

১। যে কুরআন ক্রয় করবো অবশ্যই সেইগুলোতে কুরআন শরীফ লেখা থাকা যাবে না। কেননা মহান আল্লাহ তা'য়ালা আল কুরআনের অনেক সুন্দর সুন্দর নাম দিয়েছেন। যেমন, কুরআনুল কারীম, কুরআনুম মাজিদ, আল ফুরক্বন, আল কুরআনুল হাকীম। কিন্তু কুরআন শরীফ কোথাও উল্লেখ হয়নি। এবং আল্লাহর রসূল ﷺ , সাহাবীগণ رضي الله عنهم , তাবেঈগণ رحمه الله এবং তাবে-তাবেঈগণ رحمه الله গণ সহ সালফে-সলেহীন এবং মুজতাহিদ ইমামগণের কেউ আল কুরআন কে কুরআন শরীফ বলেননি। অতএব, এটা মানুষের মনগড়া তৈরিকৃত নাম এবং ভিন্ন আকিদার ইঙ্গিত বহন করে।

২। নূরানী কুরআনঃ যে কুরআনগুলোতে নূরানী কুরআন লেখা আছে। সেগুলোও ক্রয় করা যাবে না। কেননা নূরানী কুরআন ও মানুষের মন গড়া তৈরিকৃত কুরআন মাজিদের নাম, যা পরিত্যাজ্য।

৩। সহীহ কুরআন বা সহিহ কুরআন শরীফঃ যেই কুরআনগুলোতে সহিহ কুরআন বা সহিহ কুরআন শরীফ লেখা আছে। সেই কুরআনগুলো ক্রয় করা যাবে না। কেননা, সহিহ কুরআন আরো একটি ভয়াবহ নাম। কারণ কোন কিতাবকে তখনই সহিহ বলা যায়, যখন কারো আক্বিদাহ থাকে যে, বাতিল, জঈফ কোন কিতাবও আছে। অথচ আল কুরআনের কোন বাতিল বা জঈফ অংশ নেই যে, তা থেকে সহিহগুলো পৃথক করে সহিহ কুরআন বা সহীহ কুরআন শরিফ লিখতে হবে। বরং সহিহ কুরআন লেখার দ্বারা মহান আল্লাহ তা'য়ালার ঐ বাণীকে অস্বীকার করা হয়। যেখানে মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

নিশ্চয় আমিই কুরআন নাযিল করেছি আর অবশ্যই আমি তার সংরক্ষক। (সূরহ হিজর, আঃ ৯)

৪। কুরআনের পৃষ্ঠাগুলো রঙ্গিনঃ যেই কুরআনের পাতাগুলো রঙিন করা হয়েছে। এমন কুরআনগুলো ক্রয় করা যাবে না। কেননা সেইগুলো স্পষ্ট হাদিস বিরোধী। কারণ কুরআনের পাতাগুলো রঙিন করতে স্পষ্টই নিষেধ রয়েছে। এই বিষয়ে বর্ণিত হাদিসগুলোঃ

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَيَجِىءُ اَقْوَامٌ يُزَخْرِفُوْنَ الْمَصَاحِفَ وَلَا يُقِيْمُوْنَ حُرُوْفَهُ وَلَا يَعْمَلُوْنَ بِمَا فِيْهِ

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ ﵁ বলেছেন : "এমন কিছু সম্প্রদায় আসবে যারা মুসহাফকে রঙিন-চাকচিক্যময় করবে (সোনা-রূপা ও রং দিয়ে সাজাবে), কিন্তু তার হারফগুলো সঠিকভাবে পড়বে না এবং এর মধ্যে যা রয়েছে তার উপর আমল করবে না।" (হাদীস নং ৩০০৩৫; শুআবুল ঈমান লিল-বায়হাকী, হাদীস নং ২০১৮, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, বৈরুত)

قَالَ الْإِمَامُ ابْنُ الْجَوْزِيّ رَحِمَهُ اللّٰهُ مِنْ عَلَامَاتِ السَّاعَةِ اَنْ يُزَخْرَفَ الْقُرْآنُ وَتُزَيَّنَ الْمَصَاحِفُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَا يُتْلَى وَلَا يُعْمَلُ بِهِ

ইমাম ইবনুল জাওযী ﵀ বলেছেন : "কিয়ামতের আলামতের মধ্যে একটি হলো- কুরআনকে রঙিন ও চাকচিক্যময় করা হবে, মুসহাফকে সোনা-রূপা দিয়ে সজ্জিত করা হবে; কিন্তু তা তিলাওয়াত করা হবে না, তার উপর আমলও করা হবে না।" (আল-মাওযুআত, ইবনুল জাওযী দারুল ফিকর, বৈরুত)

عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اِذَا زَخْرَفْتُمْ مَسَاجِدَكُمْ وَحَلَّيْتُمْ مَصَاحِفَكُمْ فَالدَّمَارُ عَلَيْكُمْ

আবুদ দারদা ﵁ বলেছেন : যখন তোমরা তোমাদের মসজিদ রঙিন-চাকচিক্যময় করবে এবং তোমাদের মুসহাফ সোনা-রূপায় সাজাবে, তখন তোমাদের উপর ধ্বংস নেমে আসবে।

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ سَعِيْدٍ مُرْسَلًا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهُ قَالَ اِذَا زَوَّقْتُمْ مَسَاجِدَكُمْ وَحَلَّيْتُمْ مَصَاحِفَكُمْ فَالدَّمَارُ عَلَيْكُمْ

সাঈদ ইবনু আবী সাঈদ ﵁ বর্ণনা করেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন : "যখন তোমরা তোমাদের মসজিদ অলঙ্কৃত করবে এবং তোমাদের মুসহাফ সাজাবে তখন তোমাদের উপর ধ্বংস নেমে আসবে।" (সিলসিলাতুস সহিহাহ, হাদীস নংঃ ১৩৫১, মাকতাবাতুল মাআরিফ, রিয়াদ)

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ اَبِىْ عُثْمَانَ الْقُرَشِيّ عَنْ عَلِيّ بْنِ اَبِىْ طَلْحَةَ عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ قَالَ اِذَا حَلَّيْتُمْ مَصَاحِفَكُمْ وَزَخْرَفْتُمْ مَسَاجِدَكُمْ فَالدَّبَارُ عَلَيْكُمْ

আব্দুর রাযযাক ﵀ বর্ণনা করেছেন ইসমাঈল ইবনে আইয়াশ থেকে, তিনি আবু উসমান আল-কুরাশী থেকে, তিনি আলী ইবনে আবী তালহা থেকে, তিনি আবুদ দারদা ﵁ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন : যখন তোমরা তোমাদের মুসহাফগুলো (কুরআন) সোনা-রূপা দিয়ে অলংকৃত করবে এবং

মাসজিদগুলো সাজাবে, তখন ধ্বংস তোমাদের উপর নেমে আসবে। (আব্দুর রাযযাক ইবনে হাম্মাম আস-সান'আনী, আল-মুসান্নাফ, হাদীস নংঃ ৫১৩২, ইবনুল মুবারক, কিতাবুয যুহদ, হাদীস নং ৭৯৭)

اَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ اَيُّوْبَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ قَالَ : اِذَا حَلَّيْتُمْ مَصَاحِفَكُمْ وَزَوَّقْتُمْ مَسَاجِدَكُمْ فَالدَّمَارُ عَلَيْكُمْ

আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন ইয়াহইয়া ইবনে আইয়ূব, তিনি আমর ইবনুল হারিস থেকে, তিনি বাকর ইবনে সাওয়াদা থেকে, তিনি আবুদ দারদা ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন : যখন তোমরা তোমাদের মুসহাফগুলো (কুরআন) অলংকৃত করবে এবং মসজিদগুলো রঙ-চিত্রে সজ্জিত করবে, তখন ধ্বংস তোমাদের উপর নেমে আসবে। (আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক, কিতাবুয যুহদ ওয়ার রাকাইক, হাদীস নংঃ ৭৯৭)

অতঃপর সেই ভাই কয়েকদিন তার পরিচিত প্রকাশনীগুলোতে কুরআন মাজীদ ক্রয়ের জন্য সন্ধান করে জানালেন, সব বিষয়গুলো মেনে কোন কুরআন মাজীদ পাওয়া যাচ্ছে না। তাতে উল্লেখিত চারটির কোন না কোন একটি সমস্যা রয়েছে।

অতঃপর পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিলাম, তালিমুল ইসলাম শিক্ষা বোর্ডের পক্ষ থেকে একটি কুরআন মাজীদ প্রকাশিত করব ইংশাআল্লাহ। যাতে উল্লেখিত চারটি সমস্যা থাকবে না। অতঃপর কুরআন মাজীদের প্রকাশের কাজটি করতে গিয়ে দেখলাম তাতে রয়েছে আরো জটিল সমস্যা। কোন সূরহ মাক্কী আর কোন সূরহ মাদানী তা বিশুদ্ধভাবে উল্লেখ নেই। প্রায় সবগুলো কুরআন মাজিদেই অর্থাৎ যারা ইতিপূর্বে কুরআন মাজীদ প্রকাশ করেছে তারা শুধু একে অপরেরটি কপি বা অনুলিপি করেছে। যার জন্য প্রথমে কুরআন ছাপায় যারা ভুলটা করেছে, পরপর একই ধারার ভুল প্রায় সব কপিকারী করেছে। তা থেকে বাদ যায়নি মাযহাবী বা সালাফীও। যদিও পরবর্তীতে সন্ধান পেয়েছিলাম কিছু সালাফী প্রকাশনীগুলো এ চারটি বিষয় বাদ দিয়েই কুরআন মাজীদ ছাপিয়েছে। কিন্তু সূরহ মাক্কায় নাযিল হয়েছে নাকি মাদীনায় নাযিল হয়েছে তার বিশুদ্ধতা ছাড়াই তারা তা ছাপিয়েছে। ফলে আমি সূরহগুলো মাক্কী মাদানী সংস্করণের লক্ষ্যে আরো জোর কদমে কুরআন মাজীদ প্রকাশিত করার প্রচেষ্টা করলাম। যখন কুরআন মাজিদের কম্পিউটার কম্পোজ এর সকল কাজ হয়ে গেল। এবং তার নাজরে সানিও হয়ে গেল। তখন যেই ভাই কে প্রথম কুরআন ক্রয়ের কাজ দিয়েছিলাম, তিনি বললেন, ভাই এই আল কুরআন প্রকাশের সাথে সাথে উত্তম হবে যেই সূরহগুলোর মাক্কী মাদানী হওয়ার ব্যাপারে সংস্করণ করেছেন। সেইগুলোর দলিল ভিত্তিক একটি ছোট কিতাব

লেখা। অতঃপর আমি মহান আল্লাহ তা'য়ালার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে মুসলিম উম্মাহর কল্যাণের লক্ষ্যে সূরহগুলোর নাযিলের প্রেক্ষাপট, মাক্কী না মাদানী সেই বিষয়ে ছোট এবং বিশুদ্ধ একটি কিতাব লিখলাম।

আমি যার নামকরণ করেছি – **"নুযূলু সুওয়ারিল কুরআনি আল মাক্কিয়্যাতী ওয়াল মাদানীয়্যাহ"**। আশা করি কিতাবটি পাঠ করে সকলেই কুরআন নাযিলের সঠিক ইতিহাস জানতে পারবেন এবং তা হতে উপকৃত হবেন ইংশাআল্লাহ। অত্র কিতাবটিতে বানান বা শব্দগত কোন ভূল পাঠকের নজরে পড়লে তা অবগত করবেন। পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করা হবে ইংশাআল্লাহ।

নিবেদক
লেখক
মাহমুদ বিন আব্দুল ক্বদির
২৯ রবিউল আউয়াল, ১৪৪৮ হিজরি

শান-ই নুযূল বা ছাবাবুন নুযূলের পরিচয় :

“শান-ই নুযূল কথাটির পরিবর্তে আরবিতে অধিক হারে ‘ছাবাবি নুযূল’ শব্দ ব্যবহৃত হয়।”

ছাবাবুন এর পরিচয়ঃ

ইমাম যামাখশারী ﵀ বলেন, ছাবাব হলো এমন রশি, যার দ্বারা কোনো বস্তুর দিকে আরোহণ করা হয়। আর এটি এমন প্রতিটি জিনিসের অভিব্যক্তি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যার মাধ্যমে অন্য কোনো জিনিসের কাছে পৌঁছা যায়, চাই তা দৃশ্যমান কোনো বস্তু হোক বা কোনো অর্থগত বিষয়। (আছাছুল বালাগাহ, ইমাম যামাখশারী ﵀, খন্ডঃ ১, পৃঃ ৪১৭)

আর ‘ছাবাব’ এর বহুবচন হল আছবাব।

ইমাম ইবনে কুদাইমা ﵀ বলেন, নুযূল হলো উপর থেকে নিচে নামা বা অবতরণ করা। আর কুরআনুল কারীম এর বর্ণনায় নুযূল দ্বারা ঐ আভিধানিক অর্থটিই উদ্দেশ্য। এটি সেই সকল প্রবৃত্তি পূজারী ও বিদাতীদের মতের পরিপন্থি। যারা মনে করে যে, এই অর্থটি প্রকৃত অর্থে কুরআনের অবতরণের জন্য শোভনীয় নয় কারণ এটি আল্লাহর ক্ষেত্রে দেহ বিশিষ্ট হওয়া, স্থান দখল করা এবং স্থানান্তরের দাবী রাখে। (ইসবাতু সিফাতিল উলূ, ইবনে কুদাইমা ﵀ , পৃঃ ৮৬-৮৭)

আর এই আছবাবুন নুজুল বা শান-ই নুজুল হলো তাফসীর শাস্ত্রের একটি ইলমের মান। আর তা এমন ইলম, যা দ্বারা সূরহ ও আয়াত নাযিলের কারণ, সময় ও স্থানের বিবরণ সম্পর্কে জানা যায়।

ইমাম সুয়ূতী ﵀ বলেন, আছবাবুন নুযূলের ব্যাপারে যা মূল বিষয় আসে তা হলো, যে ঘটনার সম-সাময়িক সময়ে আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছিল। (আল ইতকান ফি উলূমিল কুরআন, খন্ডঃ ১, পৃঃ ১০১)

শায়েখ মান্নাউল কাত্তান ﵀ বলেন, কোনো ঘটনা বা প্রশ্নের প্রেক্ষিতে সেই সময়কালের যেই কুরআন (সূরহ ও আয়াত) অবতীর্ণ হয়, তাকেই আছবাবুন নুযূল বলে। (মাবাহিস ফি উলূমিল কুরআন, পৃঃ৭৮)

আছবাবুন নুযূল মূলত ৫ প্রকার। আছবাবুন নুযূল বা শান-ই নুযূল সহজভাবে বোঝার জন্য বিদ্বানগণ তা পাঁচ প্রকারে উল্লেখ করেছেন।

১ম প্রকার : একাধিক কারণেও একটিই আয়াত নাযিল।

نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوْا حَرْثَكُمْ اَنّٰى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْا اِنَّكُمْ مُّلٰقُوْهُ وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۲۲۳

“ তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের শস্যক্ষেত্র। সুতরাং তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেত্রে যে প্রকারে ইচ্ছে গমন কর এবং নিজেদের জন্য ভবিষ্যতের বন্দোবস্ত কর এবং আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রেখ যে, তোমাদেরকে তাঁর কাছে হাজির হতে হবে। আর বিশ্বাসীদেরকে সুসংবাদ শুনিয়ে দাও। ” (সূরহ বাকারহ, আ : ২২৩)

শান-ই নুযূল : ইবনে আব্বাস ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার উমর ইবনুল খাত্তাব ﷺ আল্লাহর রসূলের নিকট এসে বললেন, আমি ধ্বংস হয়ে গেছি! এর দ্বারা তিনি পশ্চাৎদ্বারে সঙ্গম বুঝিয়েছেন। এই প্রেক্ষাপটে আয়াতটি নাযিল হয় এবং সামনের রাস্তায় সঙ্গমের আদেশ করা হয়। (মাফাতিহুল গইব, খন্ডঃ ২৩, পৃঃ ১৮৭)

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ يَحْيَى اَبُو الأَصْبَغ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدٌ يَعْنِى ابْنَ سَلَمَةَ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ عَنْ اَبَانَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اِنَّ ابْنَ عُمَرَ وَاللّٰهُ يَغْفِرُ لَهُ اَوْهَمَ اِنَّمَا كَانَ هَذَا الْحَىُّ مِنَ الْأَنْصَارِ وَهُمْ اَهْلُ وَثَن مَعَ هَذَا الْحَى مِنْ يَهُوْدَ وَهُمْ اَهْلُ كِتَابٍ وَكَانُوا يَرَوْنَ لَهُمْ فَضْلاً عَلَيْهِمْ فِى الْعِلْمِ فَكَانُوا يَقْتَدُوْنَ بِكَثِيْرٍ مِنْ فِعْلِهِمْ وَكَانَ مِنْ اَمْرِ اَهْلِ الْكِتَابِ اَنْ لَا يَأْتُوا النِّسَاءَ اِلَّا عَلَى حَرْفٍ وَذَلِكَ اَسْتَرُ مَا تَكُونُ الْمَرْاَةُ فَكَانَ هَذَا الْحَىُّ مِنَ الأَنْصَارِ قَدْ اَخَذُوا بِذَلِكَ مِنْ فِعْلِهِمْ وَكَانَ هَذَا الْحَىُّ مِنْ قُرَيْشٍ يَشْرَحُوْنَ النِّسَاءَ شَرْحًا مُنْكَرًا وَيَتَلَذَّذُوْنَ مِنْهُنَّ مُقْبِلاتٍ وَمُدْبِرَاتٍ وَمُسْتَلْقِيَاتٍ فَلَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُوْنَ الْمَدِيْنَةَ تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنْهُمُ امْرَاَةً مِنَ الْأَنْصَارِ فَذَهَبَ يَصْنَعُ بِهَا ذَلِكَ فَاَنْكَرَتْهُ عَلَيْهِ وَقَالَتْ اِنَّمَا كُنَّا نُؤْتَى عَلَى حَرْفٍ فَاصْنَعْ ذَلِكَ وَاِلا فَاجْتَنِبْنِى حَتَّى شَرِىَ اَمْرُهُمَا فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ { نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ اَنّٰى شِئْتُمْ } اَىْ مُقْبِلَاتٍ وَمُدْبِرَاتٍ وَمُسْتَلْقِيَاتٍ يَعْنِىْ بِذَلِكَ مَوْضِعَ الْوَلَدِ

ইবনু আব্বাস ﷺ বলেন, আনসারদের এই জনপদের লোকেরা মূর্তিপূজারী ছিল। তারা আহলে কিতাব ইহুদিদের সাথে বসবাস করত এবং ইহুদিরা জ্ঞানের দিক দিয়ে মূর্তিপূজারীদের ওপর নিজেদের মর্যাদা দিত। সুতরাং তারা নিজেদের কাজকর্মে ইহুদিদের অনুসারী ছিল। আহলে কিতাবদের নিয়ম ছিল, তারা স্ত্রীদেরকে কেবল চিৎ করে শুইয়ে সঙ্গম করত এবং বলত, মহিলাদের সতর এ নিয়মে অধিক সংরক্ষিত। আনসার সম্প্রদায়ও তাদের এ কাজে আহলে কিতাবদের নিয়ম অনুসরণ করত। কিন্তু কুরাইশরা নারীদেরকে সম্পূর্ণ উলঙ্গ করে সঙ্গম করত এবং তাদেরকে সামনাসামনি, পেছনের দিকে এবং চিৎ করে শুইয়ে বিভিন্নভাবে সঙ্গম করত। অতঃপর যখন মুহাজিরগণ মাদিনায় আসলেন তখন তাদের এক ব্যক্তি জনৈক আনসারী নারীকে বিয়ে করে তার সাথে ঐভাবে সঙ্গম করতে চাইল, যেভাবে তারা মাক্কার নারীদের সাথে করত। কিন্তু মহিলাটি তাতে অস্বীকৃতি জানিয়ে বলল, আমরা শুধু এক অবস্থায়ই সঙ্গম করি। সুতরাং তোমাকেও সেভাবেই সঙ্গম করতে হবে অন্যথায় আমার থেকে দূরে থাকো। একপর্যায়ে তাদের মধ্যে ঝগড়া শুরু হয়ে গেল। অতঃপর আল্লাহর রসূল এর নিকট এ খবর পৌঁছলে মহান আল্লাহ এ আয়াত অবতীর্ণ করলেন – 'তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের ক্ষেতস্বরূপ, সুতরাং যেভাবে ইচ্ছা করো তোমাদের ক্ষেতে গমন করো।' অর্থাৎ সামনের দিক থেকে, পিছনের দিক থেকে বা চিৎ করে শুইয়ে তার লজ্জাস্থানেই সঙ্গম করো। (সূনানে আবু দাউদ, হাঃ ২১৬৫)

২য় প্রকার : ভিন্ন ভিন্ন কারণে একই আয়াত বারবার নাযিল হওয়ার।

وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّيْ وَمَا اُوْتِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيْلًا ٨٥

" তোমাকে তারা রূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বল, রূহ হচ্ছে আমার প্রতিপালকের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত (একটি হুকুম)। এ সম্পর্কে তোমাকে অতি সামান্য জ্ঞানই দেয়া হয়েছে।" (সূরহ ইসরা, আ : ৮৫)

শান-ই নুযূল : একবার কুরাইশরা ইহুদিদেরকে বলল, তোমরা আমাদেরকে এমন একটি বিষয় শিখিয়ে দাও, যে বিষয়ে আল্লাহর রসূল ﷺ কে প্রশ্ন করে (তাঁকে আটকাতে) পারি। তখন ইহুদিরা তাঁর

কাছে রুহ, অতীতের হারিয়ে যাওয়া সাত যুবক এবং ওই বাদশা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার পরামর্শ দিল, যিনি পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিম দিগন্তে পরিভ্রমণ করেছেন। তারা আরও বলল, যদি তিনি সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন তবে তিনি নাবী নন, যদি কোনো প্রশ্নেরই উত্তর দিতে না পারেন তবেও নাবী নন। আর যদি কিছু প্রশ্নের উত্তর দেন আর কিছু প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারেন তবে তিনি সঠিক নাবী। ইহুদিদের পরামর্শ অনুযায়ী কুরাইশরা আল্লাহর রসূল এর নিকট উক্ত তিনটি বস্তু সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে রুহ সম্পর্কে আলোচ্য আয়াতটি নাযিল হয়। আর বাকি দুটি বিষয় সম্পর্কে সূরহ কাহাফের দুটি আয়াত নাযিল হয়। (আল কাশফুল বায়ান, খন্ডঃ ৬, পৃঃ ১৩০)

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ ﵁ বলেন, আমি একবার মাদিনায় আল্লাহর রসূল ﷺ এর সঙ্গে ছিলাম। তিনি তখন খেজুরের একটি গাছের সঙ্গে হেলান দিয়ে বসা ছিলেন। সে সময় তাঁর পাশ দিয়ে ইহুদিরা পথ অতিক্রম করতে লাগল। আল্লাহর রসূল ﷺ কে দেখে তারা বলল, তাঁকে রুহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করো। তখন অপরজন বলল, প্রশ্ন করো না, কেননা তিনি এমন কোনো জবাব দিতে পারেন, যা তোমাদের জন্য অপছন্দের কারণ হবে। এরপর কিছু লোক এসে আল্লাহর রসূল ﷺ কে জিজ্ঞাসা করল, হে আবুল কাসেম! আপনি রুহ সম্পর্কে কী বলেন? প্রশ্ন শুনে আল্লাহর রসূল ﷺ কিছুক্ষণ চুপ থাকলেন। এরপর দাঁড়ালেন এবং কপাল থেকে ঘাম মুছলেন। আমি তখন বুঝতে পারলাম, এসম্পর্কে কুরআনের আয়াত নাযিল হচ্ছে। এরপর আল্লাহর রসূল ﷺ আলোচ্য আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন। আয়াতে রুহ সম্পর্কে মানুষের কোনো ধারণা নেই এবং এর প্রকৃত অবস্থা একমাত্র আল্লাহ তা'য়ালার ইলমে আছে বলে অবহিত করলেন। (যাদুল মাসির, খন্ডঃ ৫, পৃঃ ১০৮)

৩য় প্রকার : একক কারণে একাধিক আয়াত নাযিল হওয়া।

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ اَنِّیْ لَا اُضِیْعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰی بَعْضُكُمْ مِّنْۢ بَعْضٍ فَالَّذِیْنَ هَاجَرُوْا وَاُخْرِجُوْا مِنْ دِیَارِهِمْ وَاُوْذُوْا فِیْ سَبِیْلِیْ وَقٰتَلُوْا وَقُتِلُوْا

لَاُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَلَاُدْخِلَنَّهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الثَّوَابِ ١٩٥

“তখন তাদের প্রতিপালক তাদের ডাকে সাড়া দিয়ে বললেন, তোমাদের মধ্যে পুরুষ হোক কিংবা নারীই হোক কোন কর্মীরই কর্মফল আমি নষ্ট করি না, তোমরা একে অপরের অংশ। সুতরাং যারা হিজরাত করবে এবং স্বীয় গৃহ হতে বিতাড়িত হবে ও আমার পথে নির্যাতিত হবে, যুদ্ধ করবে ও নিহত হবে, নিশ্চয় আমি তাদের গুনাহসমূহ দূর করে দেব এবং নিশ্চয়ই তাদেরকে এমন জান্নাতে দাখিল করবো, যার নীচ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে নদ-নদী, আল্লাহর নিকট হতে পুরস্কার হিসেবে, বস্তুতঃ আল্লাহর নিকটেই উত্তম বিনিময়।” (সূরহ আলে-ইমরান, আ : ১৯৫)

শান-ই নুযূল : উম্মুল মুনিনীন উম্মে সালামা ﵂ একদিন আল্লাহর রসূল ﷺ কে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! কুরআনে তো হিজরত সম্পর্কে নারীদের কোনো আলোচনা দেখতে পাই না! তাঁর এই প্রশ্নের জবাবে আল্লাহ তা’য়ালা এই আয়াতটি নাযিল করেন। (মুস্তাদরাকে হাকেম, হাঃ ৩১৭৩)

মুজাহিদ ﵀ থেকে বর্ণিত, উম্মুল মুমিনীন উম্মে সালামা ﵂ বললেন, আমাদেরকে সাক্ষী গ্রহণ করা হয় না। জিহাদে অংশগ্রহণ করতে পারি না, আমাদের জন্য মিরাছও বরাদ্দ নেই (মিরাছ বরাদ্দ হওয়ার আগে)! তিনি আফসোস করে কথাগুলো বললে আল্লাহ তা’য়ালা আয়াতটি নাযিল করেন। (আল উজাব ফি বায়ানিল আসবাব, খন্ডঃ ২, পৃঃ ১৪৯, মুস্তাদরাকে হাকেম, হাঃ ৩১৭৩)

اِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمٰتِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ وَالْقٰنِتِيْنَ وَالْقٰنِتٰتِ وَالصّٰدِقِيْنَ وَالصّٰدِقٰتِ وَالصّٰبِرِيْنَ وَالصّٰبِرٰتِ وَالْخٰشِعِيْنَ وَالْخٰشِعٰتِ وَالْمُتَصَدِّقِيْنَ وَ الْمُتَصَدِّقٰتِ وَالصَّآئِمِيْنَ وَالصّٰٓئِمٰتِ وَالْحٰفِظِيْنَ فُرُوْجَهُمْ وَالْحٰفِظٰتِ وَالذّٰكِرِيْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّ الذّٰكِرٰتِ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَّغْفِرَةً وَّاَجْرًا عَظِيْمًا ٣٥

“ নিশ্চয় মুসলিম পুরুষ ও নারী, মুমিন পুরুষ ও নারী, অনুগত পুরুষ ও নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও নারী, বিনয়াবনত

পুরুষ ও নারী, দানশীল পুরুষ ও নারী, সিয়ামপালনকারী পুরুষ ও নারী, নিজেদের লজ্জাস্থানের হিফাযতকারী পুরুষ ও নারী, আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও নারী, তাদের জন্য আল্লাহ মাগফিরাত ও মহান প্রতিদান প্রস্তুত রেখেছেন।" (সূরহ আহযাব, আ : ৩৫)

শান-ই নুযূল : আব্দুল্লাহ ইবনে রাফে ﵁ বর্ণনা করেন, উম্মে সালামা ﵂ বলেন, আমি একদিন আল্লাহর রসূল ﷺ কে বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমাদের কথা কুরআনে জিজ্ঞাসা করার একদিন পরেই আল্লাহর রসূল ﷺ মিম্বারে বসলেন এবং يَا اَيُّهَا النَّاسُ বলে মহিলা সাহাবীগণের উল্লেখ করা হয় না কেন, যেভাবে পুরুষদের কথা উল্লেখ করা হয়? তিনি বলেন, এই কথাটি মনোযোগ আকর্ষণ করলেন। তাঁর কথা শুনে আমিও কান খাড়া করলাম এবং দরজার কাছাকাছি হলাম। আমি তখন শুনতে পেলাম, আল্লাহর রসূল ﷺ اِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ আয়াতটি তিলাওয়াত করছেন। অর্থাৎ আমার উক্ত দাবি ও জিজ্ঞাসার প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'য়ালা আয়াতটি নাযিল করেছেন। (মুসনাদে আহমাদ, হাঃ ২৬৫৭৫)

৪র্থ প্রকার : আদেশ নাযিল হওয়ার আগে আয়াত নাযিল হওয়া।

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى ۝١٤

" সাফল্য লাভ করবে সে যে নিজেকে পরিশুদ্ধ করে।" (সূরহ আ'লা, আয়াতঃ ১৪)

ইমাম ইবনে কাছীর ﵀ বলেন, এমনিভাবে আমাদের কাছে আমীরুল মুমিনীন উমর ইবনে আবদুল আযীয ﵀ থেকে বর্ণিত আছে, তিনি ঈদের দিন মানুষদের সদকায়ে ফিতর দিতে আদেশ করতেন এবং এ আয়াত দু'টি তিলাওয়াত করতেন,

قَدْ افلح مَنْ تَزَكَّى - وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى

আবুল আহওয়াস ﵀ বলেন, কেউ তোমাদের কাছে নামাযের মাসয়ালা জিজ্ঞেস করতে আসলে সঙ্গে যাকাতের কথাও বলে দিও। কেননা আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন,

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى - وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى

কাতাদা رحمه الله قَدْ اَفْلَحَ مَن تَزَكّٰى - وذكر اسم ربه فصلى আয়াত দু'টির ব্যাখ্যায় বলেন, যে ব্যক্তি তার সম্পদকে পবিত্র করলো এবং তার স্রষ্টাকে সন্তুষ্ট করলো। অতপর আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا কিন্তু তোমরা তো দুনিয়ার জীবনকেই প্রাধান্য দিয়ে থাকো।

অর্থাৎ তোমরা পার্থিব জীবনকে আখেরাতের উপর প্রাধান্য দিচ্ছো। আর দুনিয়াকে এভাবে প্রকাশ করছো যে, তার মধ্যে তাদের জীবনের ও পরকালের কল্যাণ ও উপকার রয়েছে।

সূরহ আল কাউসার প্রথমে মাক্কায় নাযিল হলেও সেখানে ঈদ-উল আযহার ছলাতও কুরবানীর বিধান প্রতিষ্ঠিত হয়নি। শেষবার যখন তা মাদিনায় নাযিল হলো তারপর থেকে ঈদের ছলাত ও কুরবানীর বিধান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ اَخْبَرَنَا الْمُخْتَارُ بْنُ فُلْفُلٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَحَدَّثَنَا اَبُو بَكْرِ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْمُخْتَارِ عَنْ اَنَسٍ قَالَ بَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ بَيْنَ اَظْهُرِنَا فِي الْمَسْجِدِ اِذْ اَغْفَى اِغْفَاءَةً ثُمَّ رَفَعَ رَاسَهُ مُتَبَسِّمًا فَقُلْنَا مَا اَضْحَكَكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ ' اُنْزِلَتْ عَلَيَّ آنِفًا سُورَةٌ " . فَقَرَاَ ' بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ (اِنَّآ اَعْطَيْنٰاكَ الْكَوْثَرَ * فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ * اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الاَبْتَرُ) " ثُمَّ قَالَ: هَلْ تَدْرُونَ مَا الْكَوْثَرُ قُلْنَا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ اَعْلَمُ. قَالَ : فَإِنَّهُ نَهْرٌ وَعَدَنِيهِ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ خَيْرٌ كَثِيرٌ هُوَ حَوْضٌ تَرِدُ عَلَيْهِ أُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ آنِيَتُهُ عَدَدُ النُّجُومِ فَيُخْتَلَجُ الْعَبْدُ مِنْهُمْ فَأَقُولُ: رَبِّ إِنَّهُ مِنْ أُمَّتِي فَيَقُولُ: مَا تَدْرِي مَا أَحْدَثَتْ بَعْدَكَ

আনাস উবনু মালিক رضي الله عنه বলেন, " আল্লাহর রসূল ﷺ মাসজিদে আমাদের সাথেই অবস্থান করেছিলেন। এসময় তিনি কিছুটা তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েন, এরপর তিনি মুচকি হাসা অবস্থায় মাথা উঠালেন। আমরা বল্লাম, হে আল্লাহর রছূল! আপনার হাসার কারণ কি? তিনি বললেন, " এইমাত্র আমার উপর একটি সূরহ নাযিল হলো।" অতঃপর তিনি পাঠ করলেন:

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اِنَّآ اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ ، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ، اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ

অর্থঃ “ আল্লাহর নামে শুরু করছি, যিনি পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু। নিশ্চয়ই আমি আপনাকে কাওসার (প্রচুর কল্যাণ/জান্নাতের নদী) দান করেছি। অতএব আপনার রবের উদ্দেশ্যে ছলাত আদায় করুন ও কুরবানী করুন। নিশ্চয়ই আপনার শত্রু লেজকাটা বা নির্বংশ)।”

এরপর তিনি ﷺ সাহাবীদের জিজ্ঞাসা করলেন, “ তোমরা কি জানো কাউসার কী? ” সাহাবীগণ বললেন, “ আল্লাহ ও তাঁর রসূলই ভালো জানেন।” তিনি বললেন, “ এটি জান্নাতের একটি নদী, যা আমার রব আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এতে প্রচুর কল্যাণ রয়েছে। এটি এমন একটি হাউজ, যেখানে কেয়ামতের দিন আমার উম্মতেরা আসবে। এর পানপাত্রের সংখ্যা তারকারাজির মতো।” (মুসলিম, হা: নং: ৪০০; নাসাঈ, হা: নং: ৯০৪, কিতাবুল উযহিয়্যাহ, পৃঃ ৩৩-৩৪)

৫ম প্রকার : একই ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে একাধিক আয়াত নাযিল হওয়া।

وَاِنْ جَاهَدٰكَ عَلٰٓى اَنْ تُشْرِكَ بِىْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِى الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا وَّاتَّبِعْ سَبِيْلَ مَنْ اَنَابَ اِلَىَّ ثُمَّ اِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ فَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝

পিতা-মাতা যদি তোমাকে আমার সাথে এমন বিষয়কে শরীক স্থির করতে পীড়াপীড়ি করে, যার জ্ঞান তোমার নেই; তবে তুমি তাদের কথা মানবে না এবং দুনিয়াতে তাদের সাথে সদ্ভাবে সহ-অবস্থান করবে। (সূরহ লুকমান, আয়াতঃ ১৫)

আয়াতটি সাদ বিন ওয়াক্কাস ﷺ এর শান-ই নাযিল হয়েছে। তিনি

ইসলাম গ্রহণ করার পর তাঁর মা তাঁকে বললেন, হে সাদ! আমি শুনতে পেলাম তুমি ধর্মত্যাগী হয়েছ? আল্লাহর কসম! তুমি যতক্ষণ পর্যন্ত মুহাম্মাদ ﷺ কে অমান্য না করবে এবং তোমার পূর্বের ধর্মে ফিরে না আসবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি পানাহার করব না, ঘরের ছায়ায়

আশ্রয়ও গ্রহণ করব না। তার মা আরও বলল, তুমি না বলো, আল্লাহ সন্তানকে পিতামাতার আদেশ পালন করার নির্দেশ দিয়েছেন? যদি তা মানো তবে আমি তোমার মা হয়ে তোমাকে উক্ত আদেশ করছি, তুমি তা পালন করো।

কিন্তু সাদ ﵁ মায়ের কথা মানলেন না। তিনি বললেন, আপনি সারাজীবন না খেলেও আমি ইসলাম ত্যাগ করব না। ফলে মা তিনদিন কোনোকিছু পানাহার না করে এবং কোনো ঘরের ছায়ায় আশ্রয় না নিয়েই অতিবাহিত করল। তিনদিন পর সে বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেল। তার উমারা (عمارة) নামের আরেকজন সন্তান ছিল, সে এসে তাকে পানি পান করালো। জ্ঞান ফিরে আসার পর উক্ত মহিলা সন্তান সাদ ﵁ কে অভিশম্পাত দিতে লাগল। এই পরিস্থিতিতে সাদ ﵁ আল্লাহর রসূল ﷺ এর নিকট এসে মায়ের পুরো ঘটনাটা বর্ণনা করলেন। তখন আল্লাহ তা'য়ালা এই আয়াত নাযিল করে পিতামাতা শিরক করার আদেশ করলে তা প্রত্যাখ্যান করার আদেশ করলেন। (সহিহ মুসলিম, হাঃ ৬৩৯১)

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ؕ وَاِنْ جَاهَدٰكَ لِتُشْرِكَ بِیْ مَا لَـيْسَ لَـكَ بِهٖ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا اِلَیَّ مَرْجِعُكُمْ فَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝

আমি মানুষকে পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করার জোর নির্দেশ দিয়েছি। যদি তারা তোমাকে আমার সাথে এমন কিছুকে শরীক করার জন্য জোর প্রচেষ্টা চালায়, যার সম্পর্কে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, তবে তাদের আনুগত্য করো না। আমারই দিকে তোমাদের প্রত্যাবর্তন। অতঃপর আমি তোমাদেরকে বলে দেব যা কিছু তোমরা করতে। (সূরহ আনকাবুত, আয়াতঃ ৮)

আয়াতটি সাদ বিন ওয়াক্কাস ﵁ এর শান-ই নাযিল হয়েছে। ইসলাম

গ্রহণ করার পর তাঁর মা তাঁকে বললেন, হে সাদ! আমি শুনতে পেলাম তুমি ধর্মত্যাগী হয়েছ? আল্লাহর তোমার পূর্বের ধর্মে ফিরে না আসবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি পানাহার করব না, ঘরের ছায়ায় আশ্রয়ও গ্রহণ করব না। তার মা আরও বলল, 'তুমি না বলো, আল্লাহ সন্তানকে

পিতামাতার আদেশ পালন করার নির্দেশ দিয়েছেন? যদি তা মানো, তবে আমি তোমার মা হয়ে তোমাকে যা আদেশ করছি, তুমি তা পালন করো।'

কিন্তু সাদ ﷺ মায়ের কথা মানলেন না। ফলে মা তিনদিন কোনোকিছু পানাহার না করে এবং কোনো ঘরের ছায়ায় আশ্রয় না নিয়েই অতিবাহিত করল। তিনদিন পর সে বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেল। উক্ত মহিলার উমারা (عمارة) নামের আরেকজন সন্তান ছিল, সে এসে তাকে পানি পান করালো। জ্ঞান ফিরে আসার পর উক্ত মহিলা সন্তান সাদ ﷺ কে অভিশম্পাত দিতে লাগল। এই পরিস্থিতিতে সাদ ﷺ আল্লাহর রসূল ﷺ এর নিকট এসে মায়ের পুরো ঘটনাটা বর্ণনা করলেন। তখন আল্লাহ তা'য়ালা এই আয়াত এবং লুকমান ﷺ ও আহকাফ সম্পর্কিত ঘটনাগুলোও নাযিল করলেন। (সহিহ মুসলিম,হাঃ ৬৩৯১, আল-ইস্তিআব, খন্ডঃ ২, পৃঃ ১০৫)

একই আয়াতের একাধিক শান-ই নুযূল হওয়ার কারণ প্রসঙ্গে ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ ﷺ বলেন,

فقول أحدهم: نزلت فى كذا لا يُنافى قول الآخر: نزلت فى كذا إذا كان اللفظ يتناولهما كما ذكرناه فى التفسير بالمثال وإذا ذكر أحدهم لها سببًا نزلت لأجله وذكر الآخر سببا فقد يمكن صدقهما بأن تكون نزلتُ عَقِبَ تلك الأسباب أو تكون نزلت مرتين مرة لهذا السبب ومرة لهذا السبب

কারো একথা বলা যে, 'আয়াতটি অমুক ব্যাপারে নাযিল হয়েছে' এই কথাটি অপরজনের এই দাবির বিপরীত নয়, যিনি বলেন, 'আয়াতটি উক্ত ব্যাপারে নাযিল হয়েছে।' কেননা তাদের উভয়ের দাবি সঠিক হতে পারে। কারণ হতে পারে আয়াতটি উক্ত সকল ঘটনার পরেই নাযিল হয়েছে। কিংবা হতে পারে একই আয়াত একাধিক ঘটনার প্রেক্ষিতে নাযিল হয়েছে। একবার এক ঘটনার প্রেক্ষিতে, আরেকবার অন্য ঘটনার প্রেক্ষিতে নাযিল হয়েছে। (তাফসীরে ইবনে তাইমিয়্যাহ, খন্ডঃ ২, পৃঃ ২১৮)

সূরহগুলো মাক্কী ও মাদানী হওয়া সম্পর্কে আলোচনাঃ

আল কুরআনের সূরহগুলো মাক্কী ও মাদানী হওয়া নিয়ে তাফসীর বিদগণের মধ্যে তিনটি মত রয়েছে। আর এই তিনটি মত তৈরি হওয়ার কারণ হলো, তাদের কেউ আল কুরআনের সূরহ বা আয়াত নাযিলের সময়কে বিবেচনা করে সংজ্ঞা দিয়েছেন। আবার কেউ স্থান অনুযায়ী বিবেচনা করে সংজ্ঞা দিয়েছেন। তাদের মধ্যে আবার কেউ সম্বোধিত ব্যক্তির অর্থাৎ যাকে উদ্দেশ্য করে সূরহ বা আয়াত নাযিল হয়েছে, সেই ব্যক্তির বিবেচনায় সংজ্ঞা দিয়েছেন।

প্রথম মতঃ

ইমাম সুয়ূতী ﵀ বলেন, মাক্কী হলো কুরআনের ঐ অংশ, যা আল্লাহর রসূল ﷺ এর হিজরতের আগে নাযিল হয়েছে। যদিও তা মাক্কা ছাড়াও অন্য কোন স্থানে নাযিল হয়ে থাকে।

আর মাদানী হলো, যা হিজরতের পরে নাযিল হয়েছে। যদিও তা মাক্কায় নাযিল হয়ে থাকে। এই সংজ্ঞায় মূলত সময়কে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। (আল ইতকান ফী উলূমিল কুরআন, ইমাম সুয়ূতী ﵀, খন্ডঃ ১, পৃঃ ২৬-২৭)

শায়েখ আব্দুল আজিজ আল-জামযামী ﵀ বলেন, মাক্কী সেটাই, যা হিজরতের পূর্বে নাযিল হয়েছে। আর মাদানী হলো হিজরতের পরেরগুলো। (আত-তাইসীর শারহু মানযূমাতিত তাফসীর, আব্দুল আজিজ আল জামযামী ﵀ , পৃঃ ৩৭)

দ্বিতীয় মতঃ

মাক্কী হলো কুরআনের ঐ অংশ যা মাক্কায় নাযিল হয়েছে। যদিও তা হিজরতের পরেও হয়। আর মাদানী হলো যা মাদিনায় নাযিল হয়েছে। আর এই মতের বক্তাগণ মাক্কার অন্তর্ভূক্ত করেন তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল

গুলোকে ও যেমনঃ মিনা, আরাফাত, এবং হুদায়বিয়া। আর মাদিনার অন্তর্ভূক্ত করেন তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলোকে যেমনঃ বদর, উহুদ এবং ছানা।

উপরে উল্লেখিত সংজ্ঞায় মূলত স্থানকে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে।

তৃতীয় মতঃ

শায়েখ যারকাশি ﵀ বলেন, মাক্কী হলো যা মাক্কা বাসীদের প্রতি সম্বোধন, আর মাদানী হলো যা মাদিনা বাসীদের প্রতি সম্বোধন। (আর বুরহান ফী উলূমিল কুরআন, শায়েখ যারকাশি ﵀ , খন্ডঃ ১, পৃঃ১৮৭)

উল্লেখিত সংজ্ঞায় মূলত সম্বোধিত ব্যক্তিকে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। শায়েখ আব্দুর রাজ্জাক হুসাইন আহমাদ বলেন, উপরে উল্লেখিত তিনটি মতের মধ্যে সঠিক ও বিশুদ্ধ মত হলো প্রথম মতটিই। আর তা চারটি কারণের ভিত্তিতেঃ

প্রথমত, ইমাম যারকানী ﵀ বলেন, এই সংজ্ঞাটি সুশৃংখল সংকলক এবং অপরিবর্তনীয়। যেহেতু এটি মধ্যবর্তী অবস্থা সংক্রান্ত মত। (মানাহিলুল ইরফান ফি উলূমিল কুরআন, ইমাম যারকানী ﵀ , খন্ডঃ ১, পৃঃ ১৯৪)

দ্বিতীয়ত, মুহাম্মাদ বিন আসওয়াদ আল ইরাকী ﵀ বলেন, যারা এই সংজ্ঞার প্রতি গভীরভাবে লক্ষ্য করেন তাদের কাছে প্রতীয়মান হয় যে, সাহাবায়ে কিরাম তাদের এই বক্তব্যের মাধ্যমে এটিই বোঝাতে চেয়েছিলেন। মাক্কায় অমুক অমুক সূরহ নাযিল হয়েছে। এর স্বপক্ষে একটি দলিল হলো, তারা সূরহ আত-তাওবাহ, সূরহ আল ফাতাহ এবং সূরহ আল মুনাফিকুনকে মাদানী হিসেবে গণ্য করেছেন। অথচ পূরো সূরহ আত-তাওবাহ মাদিনায় নাযিল হয়নি, বরং এর অনেক আয়াত আল্লাহর রসূল ﷺ এর উপর তখন নাযিল হয়েছিলো যখন তিনি তাবুক থেকে ফিরেছিলেন। (আছবাবুন নুযূল ওয়াল কাসাসুল ফুরকানিয়্যাহ, মুহাম্মাদ বিন আসওয়াদ আল ইরাকী ﵀ , খন্ডঃ ১, পৃঃ ৩৯)

অনুরূপভাবে সূরহ আল ফাতহ নাবী ﷺ এর উপর নাযিল হয়েছিলো হুদাইবিয়ার সন্ধি থেকে ফেরার পথে। এবং সূরহ আল মুনাফিকুন নাযিল হয়েছিলো বানী মুস্তালিকের যুদ্ধের সময়। (ছহিহ বুখারী, ফাতহুল বারী, খন্ডঃ ৮, পৃঃ ৪৪৬, কিতাবুত তাফসীর, সূরহ আল মুনা

ফিকুন পরিচ্ছেদ, হাঃ ৪৯০০)

তৃতীয়ত, শায়েখ আব্দুর রাজ্জাক হুসাইন আহমেদ বলেন, এই সংজ্ঞার উপর নির্ভর করা মাক্কী ও মাদানী নির্ধারণের ক্ষেত্রে উত্থাপিত অধিকাংশ মতপার্থক্য নিরসন করে। (আল মাক্কী ওয়াল মাদানী ফিল কুরআনিল কারীম, খন্ডঃ ১, পৃঃ ৪৬)

চতুর্থত, এই সংজ্ঞাটিই সেই পদ্ধতি যা প্রাচীন ও আধুনিক যুগের কুরআন উলূমের অনেক মুজতাহিদগণ অনুসরণ করেছেন। যেমন, ইমাম ইবনে আতিয়্যাহ ﵀ বলেন, নাবী ﷺ এর হিজরতের পর কুরআনের যা কিছু নাযিল হয়েছে, তা মাদানী। চাই তা মাদিনায় নাযিল হোক অথবা কোন সফরে কিংবা মাক্কায়।

আর হিজরতের পূর্বে যা নাযিল হয়েছে কেবল তাকেই মাক্কী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। (আল মুহাররারুল ওয়াজিজ ফি তাফসীরিল কিতাবিল আজিজ, খন্ডঃ ৫, পৃঃ ৫)

ইমাম ইবনে কাসীর ﵀ বলেন, মাক্কী হলো যা হিজরতের পূর্বে নাযিল হয়েছে। আর মাদানী হলো যা হিজরতের পরে নাযিল হয়েছে। চাই তা মাদিনায় হোক বা অন্য যে কোন স্থানে। (ইবনে কাসীর ﵀ , ফাযায়িলুল কুরআন, পৃঃ ১১)

আল্লামা আল বিকাঈ ﵀ বলেন, হিজরতের পূর্বে যা কিছু নাযিল হয়েছে তা মাক্কী আর হিজরতের পরে যা কিছু নাযিল হয়েছে তা মাদানী। যদিও নাবী ﷺ এর উপর তা নাযিল হওয়ার সময় তিনি অন্যকোন শহরে অবস্থান করছিলেন। (মাসায়িদুন নাযার লিল ইশরফি আলা মাকাসিদিস সুওয়ার, শায়েখ বিকাঈ ﵀ , খন্ডঃ ১, পৃঃ ১৬১) তিনি আরো বলেন, নিশ্চয়ই মাদানী হওয়ার ক্ষেত্রে হিজরতের পরবর্তী সময়ে নাযিল হওয়াই হলো মানদন্ড। (মাসায়িদুন নাযার লিল ইশরফি আলা মাকাসিদিস সুওয়ার, শায়েখ বিকাঈ ﵀ , খন্ডঃ ১, পৃঃ ১৬১)

ইমাম যারকাশী ﵀ এবং ইমাম সুয়ূতী ﵀ উল্লেখ করেছেন যে, এই মতটি সর্বাধিক প্রসিদ্ধ মত। যে মাদানী হওয়ার জন্য হিজরতের পর নাযিল হওয়া। (আল বুরহান ফি উলূমিল কুরআন, ইমাম যারকাশী

ﷺ , খন্ডঃ ১, পৃঃ ১৮৭ এবং আল ইতকান, ইমাম সুয়ূতী ﷺ , খন্ডঃ ১, পৃঃ ২৬)

আমি মাহমুদ বীন আব্দুল ক্বদির বলি যে, মাক্কী ও মাদানীর বিশুদ্ধ মত হলো হিজরতের পূর্বে কুরআনের যা কিছু নাযিল হয়েছে। তার সবগুলোই হলো মাক্কী। আর হিজরতের পর কুরআনের যা কিছু নাযিল হয়েছে তা সবগুলোই মাদানী। অতঃপর মাক্কা হতে মাদিনায় হিজরতের যাত্রাপথে কুরআনের যা কিছু নাযিল হয়েছে সবগুলোই মাদানী।

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ اَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيُّ اَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيَّ يَقُوْلُ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَاِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اِلَى دُنْيَا يُصِيْبُهَا اَوْ اِلَى امْرَاَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ اِلَى مَا هَاجَرَ اِلَيْهِ

হুমায়দী ﷺ ... আলকামা ইবনু ওয়াক্কাস আল-লায়সী ﷺ থেকে বর্ণিত, আমি উমর ইবনুল খাত্তাব ﷺ কে মিম্বরের ওপর দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছিঃ আমি রসুলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছিঃ প্রত্যেক কাজ নিয়তের সাথে সম্পর্কিত। আর মানুষ তার নিয়ত অনুযায়ী ফল পাবে। তাই যার হিজরত হবে দুনিয়া লাভের অথবা নারীকে বিয়ে করার উদ্দেশ্যে - সেই উদ্দেশ্যেই হবে তার হিজরতের প্রাপ্য। (সহিহ বুখারী, হাঃ ১)

অতঃপর, আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

وَمَنْ يُّهَاجِرْ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ يَجِدْ فِي الْاَرْضِ مُرٰغَمًا كَثِيْرًا وَّسَعَةً وَمَنْ يَّخْرُجْ مِنْۢ بَيْتِهٖ مُهَاجِرًا اِلَى اللهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ اَجْرُهٗ عَلَى اللهِ وَكَانَ اللهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۱۰۰

আর যে কেউ আল্লাহর পথে হিজরত করবে, সে পৃথিবীতে বহু আশ্রয়স্থল ও প্রাচুর্য লাভ করবে এবং যে কেউ আল্লাহ ও রসূলের উদ্দেশ্যে গৃহত্যাগী হয়ে বের হলে অতঃপর (সে অবস্থায়) তার মৃত্যু ঘটলে তার পুরস্কারের ভার আল্লাহর উপর। বস্তুতঃ আল্লাহ চরম ক্ষমা

শীল, পরম দয়ালু। (সূরহ আন নিসা, আয়াতঃ ১০০)

মাক্কী ও মাদানী সূরহগুলো সহজভাবে চেনার নিয়মঃ

মাক্কী ও মাদানী সূরহগুলোর নির্দিষ্ট কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যা দ্বারা সূরহগুলোকে মাক্কী বা মাদানী সূরহ হিসেবে সহজভাবে চেনা যায়। যা নিচে উল্লেখ করা হলোঃ

মাক্কী সূরহগুলোর কিছু বৈশিষ্ট্যঃ

ইমাম শাতবী ﵀ বলেন, মাক্কী সূরহগুলো অধিকাংশ বিষয়ই তিনটি অর্থের উপর প্রতিষ্ঠিত।

১। সত্যও এক অদ্বিতীয় আল্লাহর একত্ববাদ বা তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করা।
২। নাবী মুহাম্মাদ ﷺ এর নুবুওয়াত প্রতিষ্ঠা করা এবং এটি নিশ্চিত করা যে, তিনি সকলের প্রতি আল্লাহর প্রেরিত রসূল।
৩। পুনরুত্থান এবং পরকাল সংক্রান্ত বিষয়াদি সাব্যস্ত করা।

এই তিনটি বিষয়ই মূলত মাক্কায় নাযিল হওয়া কুরআনের অধিকাংশ বিষয়ের অন্তর্ভূক্ত। আর বাহ্যিক দৃষ্টিতে যা এর বাহিরে বলে মনে হয়, সূক্ষ্ম বিচারে তাও মূলত এই মূল বিষয়গুলোর দিকেই ফিরে যায়। (আল মুওয়াফাকাত, ইমাম শাতবী ﵀ , খন্ডঃ ৩, পৃঃ ৪১৬)
এছাড়াও রয়েছে,

৪। তারগিব তথা উৎসাহ প্রদান। সেই আয়াতগুলো দ্বারা জান্নাতের প্রতি, ইসলামের প্রতি উৎসাহ তৈরি হয়।
৫। তারহিব তথা ভীতি প্রদর্শন। যেই আয়াতগুলো দ্বারা জাহান্নামের শাস্তি পরকালীন আযাবের প্রতি অন্তরে ভীতির সৃষ্টি হয়।
৬। দৃষ্টান্ত মূলক কাহিনীসমূহ। যেই আয়াতগুলোর মাধ্যমে অতীতের অনেক কাহিনী ও বিভিন্ন বিষয়ের দৃষ্টান্ত অবগত হয়ে ইসলামের প্রতি আরো দৃঢ় হওয়া এবং ধৈর্য্যশীল হওয়া যায়।
৭। জান্নাত ও জাহান্নামের বর্ণনা যেই আয়াতগুলোর মাধ্যমে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করা এবং পাপ থেকে দূরে থাকার ও সর্বদাই সৎ কাজের দিকে মনোনিবেশ করা যায়।
৮। কিয়ামাত দিবসের বিবরণ যেই আয়াতগুলোর মাধ্যমে দুনিয়ার

কষ্টের পর আখিরাতের ন্যায়-বিচারের প্রতি আশস্ত হওয়া যায় এবং আখিরাত সম্পর্কে মুশরিকদের ভ্রান্ত আকিদার খন্ডন করা যায়। (আল-মুওয়াফাকাত, খন্ডঃ ৩, পৃঃ ৪১৬)

শায়েখ মাহমুদ শালতুত ﵀ বলেন, এই বিষয় সুপরিচিত যে, মাক্কী সূরহগুলো যা হিজরতের পূর্বে নাযিল হয়েছে। তা দাওয়াতের মূলনীতি সমূহ ধারণ করে। সেগুলো হলো, তাওহীদ, ওয়াহী এবং পুনরুত্থান সংক্রান্ত বিষয়াবলি। একইভাবে এটি উন্নত চরিত্রের মূল দিকগুলোর প্রতি নির্দেশনা ও অন্তর্ভূক্ত করে। আর এই উদ্দেশ্য এটি উক্ত তিনটি বিষয়ের দলীলাদির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের প্রতি যত্নবান হয়েছে। এবং এ সকল বিষয়ে মুশরিকদের যুক্তিসমূহ এমন ভাবে খন্ডন করেছে যে, মুশরিকদের শিরক এর পক্ষে, পুনরুত্থান অস্বীকারকারীদের অস্বীকারের পক্ষে, কিংবা রসূলকে গ্রহণের ব্যাপারে বিমুখদের বিমুখতার পক্ষে কোন যুক্তি আর বলবৎ থাকেনি। এরপর মাক্কী সূরহগুলো পূর্ববর্তীদের অনেক কাহিনী এবং তাদের রসূলদের অস্বীকার করার পরিণাম প্রচুর পরিমাণে বর্ণনা করে। যা লোকদের উদ্দেশ্যে এই শিক্ষার জায়গায় নিয়ে যায় যে, যারা তাদের মত সত্যের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছিল এবং তাদের মতই ঠাট্টা বিদ্রুপ করেছিল, হিজরতের পূর্বে নাযিল হওয়া সূরহ আনআম ও সূরহ আরাফ এবং এগুলোর সমগোত্রীয় অন্যান্য সূরহগুলোতে আমরা এ সমস্ত কিছু দেখতে পাই। (তাফসীরুল কুরআনিল কারীম, প্রথম ১০ পারা, শায়েখ শালতুত ﵀ , পৃঃ ৫১৪)

মাদানী সূরহগুলোর বৈশিষ্ট্যঃ

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া ﵀ বলেন মাদানী সূরহ গুলোতে সম্বোধন করা হয়েছে তাদের প্রতি, যারা রিসালাতের মূল ভিত্তি স্বীকার করে। যেমন আহলে কিতাব, যারা কিতাবের কিছু অংশে বিশ্বাস করে এবং কিছু অংশে অবিশ্বাস করে। আর সেইসব মুমিনদের ন্যায় যারা আল্লাহর কিতাবসমূহ ও তার রসূলগণের প্রতি ঈমান এনেছে। এই কারণেই সেসব শরিয়াত স্থির করা হয়েছে। যার মাধ্যমে আল্লাহ দ্বিনকে পূর্ণতা দান করেছেন। যেমন কিবলা, হাজ্জ, সিয়াম,

ইতিকাফ, জিহাদ, বিবাহ সংক্রান্ত বিধি বিধান এবং এই জাতীয় বিষয়াবলী। আরো আছে ন্যায়ভিত্তিক আর্থিক লেন-দেনের বিধানঃ যেমন ক্রয় বিক্রয়। ইহসান বা কল্যাণমূলক কাজঃ যেমন সদাকা এবং জুলুম নিষেধের বিধানঃ যেমন সুদ। এছাড়াও রয়েছে পূর্ণাঙ্গ দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য বিষয় সমূহ। (মাজমুউল ফাতাওয়া, খন্ডঃ ১৫, পৃঃ ১৬০)

শাইখ মুহাম্মাদ রশিদ রিদা ﵀ বলেন, মাদানী সূরহগুলোর বিতর্ক সাধারণত আহলে কিতাব এবং মুনাফিকদের সাথে। এতে ব্যক্তিগত এবং দেওয়ানি আইনের বিশদ বিবরণ রয়েছে। কারণ তখন মুসলমানদের সংখ্যা ছিল অধিক এবং তারা এগুলোর মুখাপেক্ষী ছিল। (তাফসীরুল মানার, খন্ডঃ ৪, পৃঃ ৩২১)

হানান লাহহাম ﵀ বলেন, নিশ্চয়ই মাদানীয়াত মানুষের উপর গুরুত্বারোপ করে এবং তাকে শেখায় কিভাবে সে তার ভূমিকা পালন করবে। এবং জমিনে খিলাফাতপ্রাপ্ত সঠিক পথপ্রাপ্ত উম্মাহরলক্ষ্য বাস্তবায়ন করবে। (মিন হাদয়ি সূরতিল বাকারহ, পৃঃ ৯)

পরিশেষে মাক্কী ও মাদানী সূরহগুলোর চেনার সহজ বৈশিষ্ট্য হলো, মাক্কী সূরহগুলো তাওহীদ, আক্বিদাহ ও দাওয়াতের মূলনীতি সমূহের দিকে মনোনিবেশ করা হয়েছে। এবং মাদানী সূরহ গুলোতে বিধান প্রণয়ন ও হুকুম আহকাম বর্ণনার প্রতি গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে।

আয়িশাহ বিনতে আশ শাতি ﵀ বলেন, নিশ্চয়ই মাক্কী কুরআন, মাক্কী যুগের দাওয়াতের মূলনীতি সমূহ সাব্যস্ত করার দিকে মনোনিবেশ করা হয়েছে। এবং মাদানী যুগে বিধান প্রণয়ন ও হুকুম আহকাম বর্ণনার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এর অর্থ এই নয় যে, মাক্কী সূরহগুলো হুকুম-আহকাম ও বিধান থেকে শূন্য, কিংবা মাদানী সূরহগুলো আকিদার সাধারণ মূলনীতি সমূহ থেকে মুক্ত। (আত-তাফসীরুল বায়ানিলিল, আয়িশাহ বিনতুশ শাতি ﵀ , খন্ডঃ ১, পৃঃ ৭৯)

আছবাবুন নুযূল জানার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তাঃ

প্রত্যেক ইলমই গুরুত্বপূর্ণ এবং শারিয়াহ সম্মত প্রত্যেক ইলমেই উপ-

রিতা রয়েছে। অনুরূপভাবে আছবাবুন নুযূলের প্রতিও ইলম অর্জন করা উচিত।

ইমাম কুরতুবী ﵀ বলেন, মুফাসসীরের জন্য উচিত মাক্কী ও মাদানী সম্পর্কে জ্ঞান রাখা, যাতে তিনি ইসলামের সূচনাতে আল্লাহ তাঁর বান্দা দের যা দিয়ে সম্বোধন করেছেন এবং ইসলামের শেষের দিকে তাদের যা কিছুর প্রতি উৎসাহ করেছেন, তার মধ্যে পার্থক্য করতে পারেন। আরো পার্থক্য করতে পারেন, ইসলামী শুরুতে যা ফরজ করা হয়েছিল এবং শেষে তাদের ওপর যে সকল নতুন ফরজ বিধি-বিধান যুক্ত হয়েছে। কেননা অধিকাংশ ক্ষেত্রে মাদানী আয়াতগুলো মাক্কী আয়াত গুলোর জন্য নাসিখ (রহিতকারী)। (মুকাদ্দিমা তাফসীরে কুরতুবী, খন্ডঃ ১, পৃঃ ২১)

মাক্কী ইবনে আবু তালিব ﵀ বলেন, সূরহ সমূহের মধ্যে কোনটি মাক্কী এবং কোনটি মাদানী তা জানা অপরিহার্য। কেননা এটি নাসিখ ও মানসুখ (রহিতকারী ও রহিত) সম্পর্কে জ্ঞানকে শক্তিশালী করে এবং তা বুঝতে সাহায্য করে। (আল ঈজাহ লি-নাছিখিল কুরআন ওয়ামানছুখিহি, পৃঃ ১১৩-১১৪)

ইমাম খতিব বাগদাদি ﵀ এ সম্পর্কে আরো স্পষ্ট করে বলেন যে, ইমাম শাফেঈ ﵀ বলেছেন, আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে ফাতাওয়া দেওয়া কারো জন্য বৈধ নয়, কেবল সেই ব্যক্তি ছাড়া। যে আল্লাহর কিতাব সম্পর্কে জ্ঞান রাখে। ১। নাসিখ (রহিতকারী), ২। ও মানসূখ (রহিত), ৩। মুহকাম (সুস্পষ্ট), ৪। ও মুতাশাবিহ (অস্পষ্ট), ৫। এর তাবীল (ব্যাখ্যা), ৬। ও তানযীল (নাযিলের প্রেক্ষাপট) ৭। এবং মাক্কী ৮। ও মাদানী সম্পর্কে অবগত। আর ৯। জানা এর দ্বারা কী উদ্দেশ্য এবং ১০। তা কোন বিষয়ে নাযিল হয়েছে।

অতঃপর এর পাশাপাশি আল্লাহর রসূল ﷺ এর হাদিস সম্পর্কেও অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন হতে হবে। আর হাদিসের নাসিখ ও মানসুখ সম্পর্কেও জানতে হবে। এবং হাদিস থেকে সেরূপই জানবে, যে রূপ সে কুরআন থেকে জেনেছে। (খতিব বাগদাদী ﵀ এর আল ফাকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ, খন্ডঃ ২, পৃঃ ১৫৭)

কাজেই ইলম অর্জনকারীদের জন্য প্রয়োজন হলো ইলম অর্জন করা। তাই ইসলামের উপর যেই শাস্ত্রেরই হোক না কেন, তাতে অবশ্যই উপকার রয়েছে। যেমন, ইয়ানাতুত তালিবীন এ উল্লেখ হয়েছে, নিশ্চয়ই প্রতিটি শাস্ত্রের মূলনীতি হলো দশটিঃ

১। হাদ্দ (সংজ্ঞা)
২। মাওজু (আলোচ্য বিষয়)
৩। ছামারহ (অতঃপর এর ফলাফল)
৪। নিছবাত (সম্বন্ধ)
৫। ফাদ্বল (শ্রেষ্ঠত্ব ও ফজিলাত)
৬। ওয়াদিউ (এর প্রবর্তক)
৭। ইছম (এর নাম)
৮। ইস্তিমদাদ (এর উৎস)
৯। হুকমুশ শারিঈ (এর শারিঈ বিধান)
১০। মাসাআলা (এর মাসায়িল সমূহ)

এর আংশিক আলোচনাতেই কেউ কেউ ক্ষান্ত হন। আর যে ব্যক্তি সব কয়টি জানেন, তিনি মর্যাদা লাভ করেন। (শায়েখ বাকরির ফাতহুল মুঈন এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'ইয়ানাতুত তালিবীন' - শাফেয়ী ফিকহ, খন্ডঃ ১, পৃঃ ১৪)

অতএব এখন আমি আলোচনা করব আছবাবুন নুযূলের উপকারিতা সম্পর্কে ইংশাআল্লহ।

প্রথমতঃ নাসিখ ও মানসূখ সম্পর্কে ইলম অর্জন। আল হারিস আল মুহাসিবী ﵀ বলেছেন, নাসিখ ও মানসূখ সম্পর্কে জানার প্রথম ধাপ হলো, মাক্কি ও মাদানী সূরহগুলো সম্পর্কে জানা, যাতে করে এটি জানা যায় যে, এতে থাকা আদেশ ও বিধানসমূহ মাক্কায় নাযিল হয়েছে, নাকি মাদিনায়। অতঃপর, যদি কোন ক্ষেত্রে বিরোধ দেখা দেয়, তবে মাদিনায় যা নাযিল হয়েছে, সেটিই হবে নাসিখ (রহিতকারী), কারণ এটি নাযিলের দিক থেকে পরবর্তী। (ফাহমুল কুরআন, পৃঃ ৩৯৪)

দ্বিতীয়তঃ কুরআন মাজীদের তাফসীরে আসবাবুন নুযূলের সাহায্য গ্রহণ করা। খতীব বাগদাদী ﵀ তাঁর সনদ সহ ইমাম শাফিঈ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন : আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে ফাতাওয়া

দেওয়া কারো জন্য বৈধ নয় কেবল সেই ব্যক্তি ছাড়া যে আল্লাহর কিতাব সম্পর্কে জ্ঞান রাখে; এর নাসিখ (রহিতকারী) ও মানসূখ (রহিত), মুহকাম (সুস্পষ্ট) ও মুতাশাবিহ (অস্পষ্ট), এর তাবীল (ব্যাখ্যা) ও তানযীল (অবতরণ), এবং মাক্কী ও মাদানী সম্পর্কে অবগত। আরও জানে এর দ্বারা কী উদ্দেশ্য এবং তা কোন বিষয়ে অবতীর্ণ হয়েছে। অতঃপর এর পাশাপাশি আল্লাহর রসূল ﷺ এর হাদীস সম্পর্কেও অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন হতে হবে, আর হাদীসের নাসিখ ও মানসূখ সম্পর্কেও জানতে হবে, এবং হাদীস থেকে সেরূপই জানবে যেরূপ সে কুরআন থেকে জেনেছে। (আল ফাক্বীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ, খতীব আল বাগদাদী ﷺ, খন্ডঃ ২, পৃঃ ১৫৭)

তৃতীয়তঃ আছবাবুন নুযূল জানার অন্যতম উপকারিতা হলো, সেই ঐতিহাসিক পর্যায় গুলো সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টি লাভ করা। যার উপর আমাদের উচ্চতর শারিয়াহ পরিচালিত হয়েছে। এবং সেই প্রজ্ঞা পূর্ণ পদ্ধতির উপর অবগত হওয়া, যা আল্লাহ তা'য়ালা তাদের জন্য প্রবর্তিত বিধান সময়ের ক্ষেত্রে অবলম্বন করেছেন। (আত তাবীরুল ফান্নি ফিল কুরআন, শায়েখ রাকরী ﷺ, পৃঃ ৪৪)

চতুর্থঃ আসবাবুন নুযূল জানলে কুরআন মাজীদের প্রতি আস্থা বৃদ্ধি পায়। শায়েখ মুহাম্মাদ আব্দুল আজিজ আল যারকানী ﷺ বলেন, আছবাবুন নুযূলের জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে সেই উপকারিতা লাভ হয় তা হলো, এই কুরআনের প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস এবং কোন পরিবর্তন ও বিকৃতি ছাড়াই এটি আমাদের নিকট অবিকৃত অবস্থায় পৌঁছেছে, তা নিশ্চিত হওয়া। (মানাহিলুল ইরফান ফি উলুমিল কুরআন, খন্ডঃ ১, পৃঃ ১৯৫)

আছবাবুন নুযূলের ইলম না থাকায় যেই সমস্যাঃ

আল্লামা শাতেবী ﷺ বর্ণনা করেন, উমর ইবনুল খাত্তাব ﷺ কুদামা ইবনে মাজউন ﷺ কে বাহরাইনের গভর্নর হিসেবে প্রেরণ করেন। একবার বাহরাইন থেকে জারুদ ﷺ খলিফা উমর ﷺ এর কাছে আগমন করে বললেন, কুদামা শরাব পান করে নেশাগ্রস্ত হয়েছেন। উমর ﷺ বললেন, তোমার এই দাবির পক্ষে সাক্ষী কে? জারুদ

বললেন, আবু হুরায়রা ﷺ আমার কথার সাক্ষী। তিনি তখন আবু হুরায়রা ﷺ কে ডাকলেন। আবু হুরায়রা ﷺ বললেন, আমি তাকে সরাসরি শরাব পান করতে দেখিনি, তবে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় দেখেছি। তখন উমর ﷺ কুদামা ﷺ কে বাহরাইন থেকে ডেকে পাঠালেন। তখন জারুদ ﷺ বললেন, আমিরুল মুমিনিন। আপনি তার ওপর হদ কায়েম করুন। উমর ﷺ বললেন, তুমি সাক্ষী না বিচারপ্রার্থী? জারুদ বললেন, সাক্ষী। উমর ﷺ বললেন, তাহলে চুপ থাকো, কেননা তুমি তোমার দায়িত্ব পালন করেছ। এরপর কুদামা ﷺ মাদিনায় হাজির হলে উমর ﷺ বললেন, আমি তোমার ওপর শরাব পানের বেত্রাঘাতের হদ জারি করব। কুদামা ﷺ বললেন, আমিরুল মুমিনিন! আমি যদি শরাব পান করেও থাকি, তথাপি আমার ওপর হদ জারি করা যাবে না। উমর ﷺ বললেন, কেন জারি করা যাবে না? তিনি বললেন, কেননা আমার পক্ষে স্বয়ং কুরআন রয়েছে। উমর ﷺ বিস্মিত হয়ে বললেন, তোমার পক্ষে কুরআনের কোন আয়াত রয়েছে? তিনি বললেন, আল্লাহ তা'য়ালা ইরশাদ করেছেন - لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ 'আর যারা ঈমান এনেছে এবং আমল করেছে তারা পূর্বে যা ভক্ষণ করেছে তার জন্য তাদের কোনো গুনাহ নেই, যদি তারা সাবধান হয় ও সৎকর্ম করে।' (সূরহ আল মায়িদাহ, আঃ ৯৩)

আমি তো এই ঈমান গ্রহণকারী ও আমলকারীদেরই একজন। আল্লাহর রসূলের সঙ্গে আমি বদর, উহুদ, খন্দকসহ সকল জিহাদে অংশগ্রহণ করেছি। সুতরাং আয়াত অনুযায়ী আমি ওজরপ্রাপ্তদের একজন। তাই আমার ওপর হদ জারি করা যাবে না। ওই মজলিসে ইবনে আব্বাস ﷺ উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন, আয়াতটির মর্ম ও নাযিল হওয়ার প্রেক্ষাপট আপনি জানেন না বলে এই বিভ্রাট হয়েছে। এই আয়াতটি মূলত যারা আগে শরাব পান করত হারাম হওয়ার পর বিরত হয়েছে তাদের ওজর প্রকাশ করার জন্য নাযিল হয়েছে। অর্থাৎ শরাব হারাম হওয়ার বিধান আসার পর কিছু লোক ভীতিসন্ত্রস্ত হলেন এবং বললেন, যারা আগেই মারা গেছেন তারা তো শরাব পান করতেন, তাহলে তাদের কী হবে? এই অবস্থায় আয়াতটি নাযিল করে বিগত লোকদের অবস্থা উল্লেখ করা হয়। আর হারাম হওয়ার

জীবিতদের জন্য يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ আয়াতটি প্রযোজ্য। (মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক, হাঃ ১৭০৭৬)

আছবাবুন নুযূলের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশঃ

আছবাবুন নুযূলের উৎপত্তি হয়েছে, সাহাবায়ে আজমাইন ﷺ গণদের সময়কাল থেকেই যা বর্তমানে ও চলমান রয়েছে।

সাহাবী ﷺ দের যুগে আছবাবুন নুযূলের ইলমঃ

وَحَدَّثَنِي عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ اَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ اَخْبَرَنَا اَبُوْ عُمَيْسٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ اِلَى عُمَرَ فَقَالَ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ آيَةٌ فِي كِتَابِكُمْ تَقْرَءُونَهَا لَوْ عَلَيْنَا نَزَلَتْ مَعْشَرَ الْيَهُودِ لَاتَّخَذْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيدًا . قَالَ وَاَيُّ آيَةٍ قَالَ الْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلَامَ دِينًا فَقَالَ عُمَرُ اِنِّي لَأَعْلَمُ الْيَوْمَ الَّذِى نَزَلَتْ فِيْهِ وَالْمَكَانَ الَّذِى نَزَلَتْ فِيْهِ نَزَلَتْ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَاتٍ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ

তারিক ইবনু শিহাব ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, জনৈক ইয়াহূদী ব্যক্তি উমার ﷺ এর কাছে এসে বলল, হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনাদের কিতাবের মধ্যে এমন একটি আয়াত আপনারা তিলওয়াত করে থাকেন। যদি তা আমাদের ইয়াহুদী সম্প্রদায় সম্পর্কে অবতীর্ণ হত তাহলে ঐ দিনটিকে আমরা আনন্দোৎসব দিবস হিসেবে পালন করতাম। উমার ﷺ প্রশ্ন করলেন, আয়াতটি কি? সে বলল, আয়াতটি হলো, (আরবী) অর্থাৎ "আজ আমি তোমাদের দ্বীনকে তোমাদের জন্য পরিপূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন হিসেবে মনোনীত করলাম"। (সূরহ আল মায়িদাহ, আয়াতঃ ৩)

এ কথা শুনে উমার ﷺ বললেন, যে দিন, যে স্থানে আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে অবশ্যই আমি তা জানি। আয়াতটি জুমু'আর দিন আরাফাতের মাঠে আল্লাহর রসূল ﷺ এর প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। (সহিহ মুসলিম, হাঃ ৭৪১৭)

আলী ইবনে আবু তালিব ﷺ বলেন, আল্লাহর কসম আমি কুরআনের

প্রতিটি আয়াত সম্পর্কে জানি, তা কার সম্পর্কে নাযিল হয়েছে এবং কোথায় নাযিল হয়েছে। নিশ্চয়ই আমার রব আমাকে বুদ্ধিদীপ্ত অন্তর এবং জিজ্ঞাসাময় ও কৌতুহলময় (অর্থাৎ জ্ঞানের সন্ধানকারী) জিহ্বা দান করেছেন। (আত তাফসির ওয়াল মুফাসসিরুন, খন্ডঃ ২, পৃঃ ২৮)

حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللهِ بْنُ هَاشِمٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ الْعَبْدِىُّ قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى - وَهُوَ ابْنُ سَعِيْدِ الْقَطَّانُ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِى الْقَاسِمُ بْنُ اَبِىْ بَزَّةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ اَلِمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا مِنْ تَوْبَةٍ قَالَ لا . قَالَ فَتَلَوْتُ عَلَيْهِ هَذِهِ الْآيَةَ الَّتِىْ فِى الْفُرْقَانِ { وَالَّذِيْنَ لا يَدْعُوْنَ مَعَ اللهِ اِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللهُ اِلَّا بِالْحَقِّ اِلَى آخِرِ الْآيَةِ . قَالَ هَذِهِ آيَةً مَكِّيَّةً نَسَخَتْهَا آيَةٌ مَدَنِيَّةٌ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا . وَفِىْ رِوَايَةِ ابْنِ هَاشِمٍ فَتَلَوْتُ هَذِهِ الْآيَةَ الَّتِىْ فِى الْفُرْقَانِ اِلَّا مَنْ تَابَ

সা'ঈদ ইবনু জুবাইর ﵁ হতে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, আমি ইবনু আব্বাস ﵄ কে বললাম, যে লোক স্বেচ্ছায় কোন মু'মিনকে হত্যা করে তার তাওবাহ্ গ্রহণযোগ্য হবে কি? তিনি বললেন, না গ্রহণযোগ্য হবে না। এরপর আমি তার কাছে সূরহ আল ফুরকানে বর্ণিত উল্লেখিত আয়াতটি পাঠ করলাম, "যারা আল্লাহর সঙ্গে কোন মা'বুদকে ডাকে না। আল্লাহ্ যার হত্যা বারণ করেছেন যথোপযুক্ত কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করে না এবং ব্যাভিচারও করে না। যে এগুলো করে সে শাস্তি ভোগ করবে" (সূরহ্ আল ফুরকান, আয়াতঃ ৬৮)। তিনি বললেন, এটা তো হচ্ছে মাক্কী আয়াত। মাদানী আয়াত সেটাকে মানসুখ করে দিয়েছে। আর তা হলো, "যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় কোন মু'মিনকে হত্যা করে তার আযাব জাহান্নাম"। (সূরহ আন নিসা, আয়াতঃ ৯৬) কিন্তু ইবনু হাশিম এর বর্ণনায় রয়েছে যে, অতঃপর আমি তার কাছে সূরহ আল ফুরকানে উল্লেখিত اِلَّا مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَاُولٰٓئِكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّاٰتِهِمْ حَسَنٰتٍ وَكَانَ اللهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۔ (সূরহ্ আল ফুরকান, আয়াতঃ ৭০) আয়াতটি তিলাওয়াত করলাম। (সহিহ মুসলিম, হাঃ ৭৪৩৫)

حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَهَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ عَبْدٌ اَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ اَخْبَرَنَا اَبُوْ عُمَيْسٍ عَنْ عَبْدِ الْمَجِيْدِ

بْنِ سُهَيْلٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ قَالَ لِيَ ابْنُ عَبَّاسٍ تَعْلَمُ - وَقَالَ هَارُوْنُ تَدْرِى - آخِرَ سُوْرَةٍ نَزَلَتْ مِنَ الْقُرْآنِ نَزَلَتْ جَمِيْعًا قُلْتُ نَعَمْ . { اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ قَالَ صَدَقْتَ

উবাইদুল্লাহ ইবনু আবদুল্লাহ ইবনু উতবাহ্ ﵀ হতে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, আমাকে ইবনু আব্বাস ﵄ বললেন, তোমার কি জানা আছে? হারুন ﵀ বলেন, তিনি বলেছেন, কুরআনের সর্বশেষ নাযিলকৃত পূর্ণাঙ্গ সূরহ্ কোনটি? আমি বললাম, হ্যাঁ, তা হলো اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ। তিনি বললেন, তুমি সত্য বলেছ। (সহিহ মুসলিম, হাঃ ৭৪৩৬)

حَدَّثَنِىْ اَبُو الطَّاهِرِ اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التُجِيبِيُّ - قَالَ اَبُو الطَّاهِرِحَدَّثَنَا وَقَالَ حَرْمَلَةُ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَخْبَرَنِىْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ اَنَّهُ سَاَلَ عَائِشَةَ عَنْ قَوْلِ اللهِ { وَاِنْ خِفْتُمْ ان لا تُقْسِطُوا فِى الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ قَالَتْ يَا ابْنَ اُخْتِي هِىَ الْيَتِيْمَةُ تَكُوْنُ فِىْ حَجْرِ وَلِيِّهَا تُشَارِكُهُ فِىْ مَالِهِ فَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا فَيُرِيْدُ وَلِيُّهَا اَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ اَنْ يُقْسِطَ فِىْ صَدَاقِهَا فَيُعْطِيَهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيْهَا غَيْرُهُ فَنُهُوا اَنْ يَنْكِحُوْهُنَّ الا ان يُقْسِطُوا لَهُنَّ وَيَبْلُغُوا بِهِنَّ اَعْلَى سُنَّتِهِنَّ مِنَ الصَّدَاقِ وَاُمِرُوا اَنْ يَنْكِحُوا مَا طَابَ لَهُمْ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهُنَّ . قَالَ عُرْوَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ ثُمَّ اِنَّ النَّاسَ اسْتَفْتَوْا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ هَذِهِ الْآيَةِ فِيْهِنَّ فَاَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ { وَيَسْتَفْتُوْنَكَ فِى النِّسَاءِ قُلِ اللهُ يُفْتِيْكُمْ فِيْهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِى الْكِتَابِ فِى يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِى لَا تُؤْتُوْنَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُوْنَ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ} . قَالَتْ وَالَّذِىْ ذَكَرَ اللهُ تَعَالَى اَنَّهُ يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِى الْكِتَابِ الآيَةُ الْأُولَى الَّتِىْ قَالَ اللهُ فِيْهَا { وَاِنْ خِفْتُمْ اَنْ لَا تُقْسِطُوا فِى الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ . قَالَتْ عَائِشَةُ وَقَوْلُ اللهِ فِى الآية الأُخْرَى { وَتَرْغَبُوْنَ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ} رَغْبَةَ اَحَدِكُمْ عَنِ الْيَتِيْمَةِ الَّتِىْ تَكُوْنُ فِىْ حَجْرِهِ حِيْنَ تَكُوْنُ قَلِيْلَةَ الْمَالِ وَالْجَمَالِ فَنُهُوا اَنْ يَنْكِحُوا مَا رَغِبُوا فِى مَالِهَا وَجَمَالِهَا مِنْ يَتَامَى النِّسَاءِ اِلا بِالْقِسْطِ مِنْ اَجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّ

উরওয়াহ্ ইবনু যুবায়র ﵁ হতে বর্ণিতঃ তিনি আয়িশা ﵂ কে মহান আল্লাহর বাণী সম্পর্কে প্রশ্ন করলেনঃ "তোমরা যদি ভয় করো যে, ইয়াতীমদের মেয়েদের প্রতি সুবিচার করতে পারবে না, তবে বিয়ে করবে স্ত্রীলোকদের মধ্যে যাকে তোমাদের পছন্দ হয়। (সূরহ্ আন নিসার) দু, তিন অথবা চার - এর ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, হে ভাগ্নে! যেসব ইয়াতীম মেয়েরা তাদের তত্ত্বাবধানকারী অভিভাবকদের সম্পদের অংশীদার হত তার সম্পদের লালসা ও রূপ-যৌবনের সৌন্দর্যের প্রতি উক্ত অভিভাবক তাকে অন্যরা যে পরিমান মুহরানা দিয়ে বিয়ে করতে প্রস্তুত ইনসাফের নীতি অনুযায়ী উক্ত পরিমান মুহরানা দিয়ে বিয়ে করতে চাইতো না। এ আয়াতে তাদেরকে ঐসব ইয়াতীমদের বিয়ে করতে বারণ করা হয়েছে। তবে তাদের মুহরানা প্রদানের ব্যাপারে সর্বোত্তম রীতি-নীতি অনুসরণ করলে তা স্বতন্ত্র কথা। অন্যথায় তাদের পছন্দমত অন্য মেয়েদের বিয়ে করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। উরওয়াহ্ ﵁ বলেন, আয়িশা ﵂ বলেছেন, এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর কতিপয় লোক বিষয়টি সম্পর্কে আল্লাহর রসূল ﷺ এর কাছে জিজ্ঞেস করলে আল্লাহ তা'য়ালা ইরশাদ করেনঃ "এবং লোকেরা আপনার কাছে নারীদের বিষয়ে ব্যবস্থা জানতে চায়। বলুন, আল্লাহ তোমাদেরকে তাদের বিষয়ে ব্যবস্থা জানাচ্ছেন এবং ইয়াতীম নারী সম্পর্কে যাদের প্রাপ্য তোমরা প্রদান করো না অথচ তোমরা তাদেরকে বিবাহ করতে চাও ও নিপীড়িত শিশুদের বিষয়ে এবং ইয়াতীমদের প্রতি তোমাদের ন্যায়বিচার সম্পর্কে যা কিতাবে তোমাদেরকে শুনানো হয়, তাও পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেন। আর যে সৎকাজ তোমরা করো আল্লাহ তা সবিশেষ অবহিত"। (সূরহ আন্ নিসা, আয়াতঃ ১২৭)। আয়িশা ﵂ বলেন, আল্লাহর বাণী (আরবী) এর দ্বারা প্রথম আয়াতটিকে বুঝানো হয়েছে, যার মধ্যে আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন, তোমরা যদি আশঙ্কা করো যে ইয়াতীম মেয়েদের প্রতি সুবিচার করতে পারবে না তবে বিবাহ করবে নারীদের মধ্যে যাকে তোমাদের ভাল লাগে দু, তিন অথবা চার। আয়িশা ﵂ বলেন, আল্লাহর বাণী (আরবী) এর মানে হচ্ছে, অর্থ-সম্পদ ও রূপ-যৌবন কম থাকার কারণে তোমাদের কেউ ইয়াতীম মেয়েদের বিবাহ করতে অপছন্দ

করলে, তাদেরকে অর্থ সম্পদ ও রূপ যৌবনবতী ইয়াতীম স্ত্রীলোককে পছন্দ হলেও বিয়ে করতে বারণ করা হয়েছে। তবে অর্থ-সম্পদ ও রূপ-যৌবন না থাকার কারণে পছন্দনীয় না হলেও যদি ইনসাফের ভিত্তিতে মুহরানা পরিশোধ করে তবে বিয়ে করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। (সহিহ মুসলিম, ৭৪১৮)

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ ﵁ বলেন,

وَالَّذِى لَا اِلَهَ غَيْرُهُ مَا نَزَلَتْ آيَةٌ مِنْ كِتَابِ اللهِ اِلَّا وَاَنَا اَعْلَمُ فِيْمَنْ نَزَلَتْ وَاَيْنَ نَزَلَتْ وَلَوْ اَعْلَمُ مَكَانَ اَحَدٍ اَعْلَمَ بِكِتَابِ اللهِ مِنى تناوله الْمَطَايَا لَأَتَيْته

ওই সত্তার কসম! যিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই, কিতাবুল্লাহর প্রতিটি আয়াত সম্পর্কে আমি জানি যে, আয়াতটি কার ব্যাপারে নাযিল হয়েছে, কোথায় নাযিল হয়েছে। আমি যদি জানতাম যে, আল্লাহর কিতাব সম্পর্কে আমার চেয়ে বড় জ্ঞানী কোথাও আছে এবং সেখানে বাহন পৌঁছতে সক্ষম, তবে আমি অবশ্যই ওই জ্ঞান অর্জনের জন্য তার কাছে গিয়ে পৌঁছতাম। (তাফসীরে ইবনে তাইমিয়্যাহ, খন্ডঃ ১, পৃঃ ৫২)

তাবেঈগণের যুগে আছবাবুন নুযূলের ইলমঃ

আবু বকর সিরাজী উল্লেখ করেন, ইমাম সুয়ূতী ﵀ বলেন, জৈনিক ব্যক্তি ইকরামা ﵀ কে একটি আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি জবাবে শিলা পাহাড়ের দিকে ইশারা করে বলেন, আয়াতটি ঐ পাহাড়ের চূড়ায় নাযিল হয়েছে। এই ঘটনা প্রমাণ করে, তাবেঈগণও আয়াত নাযিল হওয়ার প্রেক্ষাপট, সময়, স্থান ও যাদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে তাদের নাম জানার ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন। (সূরহ-আয়াতের মুনাসাবাত ও শান-ই নুযূল, খন্ডঃ ১, পৃঃ ৩৪)

ইমাম সূয়ূতী ﵀ বলেন, হাসান বসরী ﵀ বলেছেন, আল্লাহ তা'য়ালা যেই আয়াতই নাযিল করেছেন, সেই আয়াত সম্পর্কেই তিনি পছন্দ করেন যে, লোকেরা জানুক তা কোন ব্যাপারে নাযিল হয়েছে এবং কি উদ্দেশ্যে নাযিল হয়েছে। (আল ইতকান ফি উলূমিল কুরআন, খন্ডঃ ১, পৃঃ ৪৩৭)

সালাফগণ আছবাবুন নুযূলের ইলম অর্জনের প্রতি কতটা আগ্রহী ছিলেন তা ইকরামা ﵀ এর একটি উক্তি থেকেই খুব সহজেই বোঝা যায়।

ইমাম কুরতুবী ﵀ বলেন, এক আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইকরামা ﵀ বলেছেন, আয়াতে উল্লেখিত সেই মুহাজিরের নাম সম্পর্কে আমি ১৪ টি বছর অনুসন্ধান চালিয়েছি। ১৪ বছর পর তার নাম জানতে পেরেছি। তিনি ছিলেন জামরা ইবনে হাবিব। (তাফসীরে কুরতুবী, সূরহ আল নিসার ১০০ নং আয়াতের আলোচনায়, খন্ডঃ ৫, পৃঃ ৩৪৮)

আছবাবুন নুযূলের ইলম অর্জনের উৎসঃ

আছবাবুন নুযূলের ইলম অর্জন করতে হলে অবশ্যই তা নির্ভরযোগ্য উৎস থেকে অর্জন করতে হবে। আর তা হল আল্লাহর রসূল ﷺ থেকে বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণনা অথবা ছাহাবাগণের থেকে স্পষ্ট ও বিশুদ্ধ বর্ণনা। কেননা সাহাবাগণের বিশুদ্ধ বর্ণনাও পরোক্ষভাবে আল্লাহর রসূল ﷺ এর নিকট থেকে সংগৃহীত।

আছবাবুন নুযূলের ক্ষেত্রে অবশ্যই দুর্বল বর্ণনা গুলো গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকতে হবে। তবে বর্ণনাগুলো অধিক সুত্র থেকে পাওয়া গেলে তা জঈফ হলেও দলিলযোগ্য।

ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী ﵀ বলেন, নিশ্চয়ই বর্ণনার সূত্র সমূহ যখন অধিক হয়, সেগুলোর উৎস ভিন্ন ভিন্ন হয়। তখন তা প্রমাণ করে যে, এর একটি মূল ভিত্তি রয়েছে। (ফাতহুল বারী, খন্ডঃ ৮, পৃঃ ২৯৩)

ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী ﵀ আরও বলেন যে, নিশ্চয়ই বর্ণনার প্রাচুর্য্য যখন ভিন্ন ভিন্ন উৎস থেকে হয়, তখন তা মূল পাঠের (মতন) শক্তি বৃদ্ধি করে। (আল কওয়ালুল মুসাদ্দাদ ফিজ জাব্বী আন মুসনাদিল ইমাম আহমাদ, ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী ﵀, পৃঃ ৮৯)

১। সূরহ আল-ফাতিহা

আয়াত – ৭, রুকু – ১, সূরহ টি মাক্কী ওয়াল মাদানী।

আলোচনা :

সূরহ ফাতিহা দুইবার নাযিল হয়। একবার মাক্কায়, ও আরেকবার মাদিনায়। কাজেই এই সূরহ মাক্কী ওয়াল মাদানী হিসেবে পরিগণিত হবে।

প্রথমবার নাযিল :

عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ قَالَ : نَزَلَتْ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ بِمَكَّةَ مِنْ كَنْزٍ تَحْتَ الْعَرْشِ

ফূদাইল ইবনে আমর ﵀ বলেন, আলী ইবনে আবী তালিব ﵁ বলেছেন, সূরতুল ফাতিহা মাক্কায় আরশের নিচের ধন-ভান্ডার থেকে নাযিল হয়েছে। (লুবাবুন নুকূল ফী আসবাবিন নুযূল, পৃঃ ১১৮)

আলী ﵁ এর বক্তব্য অনুযায়ী সূরহ ফাতিহা মাক্কায় নাযিল হয়েছে। সেই মতের সমর্থনে, ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ ﵀ বলেন, সূরহ ফাতিহা মাক্কায় নাযিল হয়েছে এতে কোন সন্দেহ নাই। (মাজমুউল ফাতওয়া, অধ্যায় - ১৭, পৃঃ ১৯০)

শেষবার নাযিল :

مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِيْ خُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُعَلَّى قَالَ كُنْتُ اُصَلِّيْ فِي الْمَسْجِدِ فَدَعَانِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ اُجِبْهُ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّيْ كُنْتُ اُصَلِّيْ فَقَالَ اَلَمْ يَقُلْ اللّٰهُ {اسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيْكُمْ} ثُمَّ قَالَ لِيْ لَاُعَلِّمَنَّكَ سُوْرَةً هِيَ اَعْظَمُ السُّوَرِ فِي الْقُرْآنِ قَبْلَ اَنْ تَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ ثُمَّ اَخَذَ بِيَدِيْ فَلَمَّا اَرَادَ اَنْ يَخْرُجَ قُلْتُ لَهُ اَلَمْ تَقُلْ لَاُعَلِّمَنَّكَ سُوْرَةً هِيَ اَعْظَمُ سُوْرَةٍ فِي الْقُرْآنِ قَالَ {الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ} هِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِيْ وَالْقُرْآنُ الْعَظِيْمُ الَّذِيْ اُوْتِيْتُهُ

আবূ সা'ঈদ ইবনু মু'আল্লা ﵁ থেকে বর্ণিত : তিনি বলেন, আমি একদা মাসজিদে নাববীতে সলাত আদায় করছিলাম, এমন সময়

আল্লাহর রসূল ﷺ আমাকে ডাকেন। কিন্তু ডাকে আমি সাড়া দেইনি। পরে আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমি সলাত আদায় করছিলাম তখন তিনি বললেন, আল্লাহ কি বলেননি যে, ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা সাড়া দেবে আল্লাহ্‌ ও রসূলের ডাকে, যখন তিনি তোমাদেরকে ডাক দেন (সূরহ আনফাল, আঃ ২৪)। তারপর তিনি আমাকে বললেন, তুমি মাসজিদ থেকে বের হওয়ার আগেই তোমাকে আমি কুরআনের এক অতি মহান সূরহ্‌ শিক্ষা দিব। তারপর তিনি আমার হাত ধরেন। এরপর যখন তিনি মাসজিদ থেকে বের হওয়ার ইচ্ছা করেন তখন আমি তাঁকে বললাম, আপনি কি বলেননি যে আমাকে কুরআনের অতি মহান সূরহ শিক্ষা দিবেন? তিনি বললেন, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য যিনি বিশ্ব জগতের প্রতিপালক, এটা বারবার পঠিত সাতটি আয়াত এবং মহান কুরআন যা কেবল আমাকেই দেয়া হয়েছে। (ছহিহ বুখারী, অধ্যায়ঃ তাফসীর, হাঃ নংঃ ৪৪৭৪)

حَدَّثَنَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَيْنَمَا جِبْرِيْلُ قَاعِدٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ نَقِيْضًا مِنْ فَوْقِهِ فَرَفَعَ رَاسَهُ فَقَالَ هَذَا بَابٌ مِنَ السَّمَاءِ فُتِحَ الْيَوْمَ لَمْ يُفْتَحْ قَطُّ اِلاَّ الْيَوْمَ فَنَزَلَ مِنْهُ مَلَكٌ فَقَالَ هَذَا مَلَكٌ نَزَلَ اِلَى الْأَرْضِ لَمْ يَنْزِلْ قَطُّ اِلاَّ الْيَوْمَ فَسَلَّمَ وَقَالَ اَبْشِرْ بِنُوْرَيْنِ اُوْتِيْتَهُمَا لَمْ يُؤْتَهُمَا نَبِيٌّ قَبْلَكَ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ وَخَوَاتِيْمُ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ لَنْ تَقْرَاَ بِحَرْفٍ مِنْهُمَا اِلاَّ اُعْطِيتَهُ .

ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, একদিন জিবরীল ﷺ নাবী ﷺ এর কাছে বসেছিলেন। সে সময় তিনি উপর দিক থেকে দরজা খোলার একটা প্রচণ্ড আওয়াজ শুনতে পেয়ে মাথা উঠিয়ে বললেনঃ এটি আসমানের একটি দরজা। আজকেই এটি খোলা হ'ল - ইতোপূর্বে আর কখনো খোলা হয়নি। আর এ দরজা দিয়ে একজন মালাইকাহ পৃথিবীতে নেমে আসলেন। আজকের এ দিনের আগে আর কখনো তিনি পথিবীতে আসেননি। তারপর তিনি সালাম দিয়ে বললেনঃ আপনি আপনাকে দেয়া দু'টি নূর বা আলোর সুসংবাদ গ্রহণ করুন। আপনার পূর্বে আর কোন নাবী কে তা দেয়া হয়নি। আর ঐ দু'টি নূর হ'ল ফা-তিহাতুল কিতাব বা সূরহ আল ফাতিহাহ এবং সূরহ আল বাকারাহ-এর শেষাংশ। এর যে কোন হারফ আপনি পড়বেন তার মধ্যকার প্রার্থিত

বিষয় আপনাকে দেয়া হবে। (সুনানে নাসায়ী, হাঃ ৯১২/ মুসলিম, হাঃ ৮০৬)

উল্লেখিত হাদিস দুটি আল্লাহর রসূল ﷺ কর্তৃক মাদিনায় বর্ণিত হয়েছে। ইবনে আবী শাইবা উল্লেখ করেন, আবু আল আহওয়াস আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন মানসুর থেকে, তিনি মুজাহিদ থেকে, মুজাহিদ رحمه الله বলেন, আবু হুরাইরা رضي الله عنه বলেছেন, সূরহ ফাতিহাতুল কিতাব মাদিনায় নাযিল হয়েছে। (আল মুসান্নাফ ফিল আহাদিস ওয়াল আছার, ইবনে আবী শাইবা রহিঃ, হাঃ ১০১৮৮)

অতএব, অত্র আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয় যে, সূরহ ফাতিহা দুইবার নাযিল হয়েছে। প্রথমবার মাক্কায় এবং শেষবার মাদিনায়। সুতরাং সূরহ ফাতিহা কে শুধু মাক্কী বলে সম্বোধন করা সঠিক নয়।

২। সূরহ আল-বাকারহ

আয়াত - ২৮৬, রুকু - ৪০। সূরহ টি মাদানী।

আলোচনা :

সূরহ বাকারহ এর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণটিই মাদিনায় নাযিল হয়েছে।

ইমাম ইবনে কাসীর رحمه الله বলেন, পুরো সূরহ আল বাকারহ কোনো মতভেদ ছাড়াই মাদানী। এবং এটি মাদিনায় নাযিল হওয়া প্রথম দিকের সূরহগুলোর অন্তর্ভূক্ত। (তাফসীরে ইবনে কাসীর, খন্ডঃ ১, পৃঃ ৩৭)

হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী رحمه الله বলেন, সকলেই একমত হয়েছেন যে, সূরহ আল বাকারহ মাদানী এবং এটি প্রথম সূরহ। যা মাদিনায় নাযিল হয়েছে। যেমন, সূরহ এর মধ্যে মাদিনায় নাযিল হওয়া প্রথম দিকের আয়াত রয়েছে। তেমনিভাবে এতে মাদিনায় নাযিল হওয়া শেষ দিকের আয়াত ও রয়েছে। (আল ফাতহ, খন্ডঃ ৮, পৃঃ ১০)

ইবনে আব্বাস رضي الله عنه বলেন, সূরহ আল বাকারহ মাদানী। (আন নাসিখ ওয়াল মানসূখ, ইমাম আন নাহহাস رحمه الله, খন্ডঃ ২, পৃঃ ৩১৬)

ইবরাহীম ইবনে ইসমাইল ইবায়ারি ﵀ বলেন, যখন নাবী ﷺ মাদিনায় হিজরত করলেন। তখন সেখানকার ইয়াহুদী আলেমরা বিদ্বেষ ও হিংসার কারণে তাঁর প্রতি শত্রুতা প্রকাশ করলো, আর আওস ও খাজরাজের মুনাফিকরা তাদের দিকে ঝুঁকে গেলো। তখন সেই ইয়াহুদী আলেমরা নাবী ﷺ কে বিভিন্ন প্রশ্ন করতে থাকে এবং এমন সব বিভ্রান্তিকর বিষয় নিয়ে আসে যার মাধ্যমে তারা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশিয়ে দিতে চেয়েছিল। তাই সূরহ বাকারহ নাযিল হয়। সেই ইয়াহুদী আলেমদের সম্পর্কে এবং তারা যেসব প্রশ্ন করেছিল সেগুলোর জবাব প্রদানের জন্য। আর সেই মুনাফিকদের ব্যাপারেও যারা তাদের দিকে ঝুঁকে গিয়েছিল। এছাড়াও ইসলাম মাদিনায় সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এবং সেখানে মুসলিমদের এমন একটি জামায়াত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর যাদের দ্বীন ও দুনিয়ার প্রয়োজনের জন্য ইবাদাত ও লেন-দেন সংক্রান্ত বিধান প্রয়োজন ছিল। সেসব বিধানও এই সূরহ'র মধ্যে নাযিল করা হয়। সুতরাং এই সূরহ'র মূল উদ্দেশ্য হলো, সেই ইয়াহুদী আলেমদের এবং তাদের দিকে ঝুকে পড়া মুনাফিকদের বক্তব্যের জবাব প্রদান এবং কুরআন ও নাবী ﷺ সম্পর্কে তারা যেসব সন্দেহ, আপত্তি ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছিল। সেগুলোর অসারতা প্রকাশ করা। এর ফলে সূরহ টিতে তাদের বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। (আল মাজমুয়াতুল কুরআনিয়্যাহ, প্রথম খন্ড, আলোচনার বিষয় সূরহ বাকারহ নাযিলের সময়কাল ও প্রেক্ষাপট)

৩। সূরহ আলে-ইমরান

আয়াত - ২০০, রুকু - ২০, সূরহ টি মাদানী।

আলোচনাঃ

সূরহ আলে ইমরান হলো সম্পূর্ণটাই মাদানী সূরহ।

ইবনে আব্বাস ﵄ বলেন, সূরহ আলে ইমরান মাদানী সূরহ। (আন নাসিখ ওয়াল মানসূখ, ইমাম আন নাহহাস ﵀, খন্ডঃ ২, পৃঃ ৩১৬)

ইমাম ইবনে কাসীর ﵀ বলেন, এটি মাদানী সূরহ। নাজরানের প্রতিনিধিদল সম্পর্কে এই সূরহ এর প্রথম ১-৩ টি আয়াত নাযিল হয়। এই প্রতিনিধি দল এসেছিলো হিজরি নবম সনে। এই সূরহর

আয়াতে মুবাহালাও রয়েছে। (তাফসীরে ইবনে কাসীর, খন্ডঃ ২, পৃঃ ১৯, আলোচনার বিষয় সূরহ আলে ইমরান)

ইমাম কুরতুবী ﵀ বলেন, নবম হিজরীতে নাজরানের খৃষ্টানদের একটি প্রতিনিধিদল আল্লাহর রসূল ﷺ এর খেদমতে মাদিনায় আসে। দলের সদস্য ছিল ৬০ জন। এর মধ্যে চৌদ্দজন ছিল তাদের নেতৃস্থানীয় ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। ইবনে ইসহাক ﵀ - এর বর্ণনায় চব্বিশজনের কথা বলা হয়েছে। তিনজন ছিল বিশেষ ব্যক্তি, যাদের হাতে ছিল সেখানকার সকল ক্ষমতা।

১. একজন হলো আকিব। তার প্রকৃত নাম ছিল আব্দুল মাসীহ। সে ছিল কাফেলা প্রধান।

২. দ্বিতীয় বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিল সাইয়েদ আইহাম। সে ছিল মন্ত্রী পর্যায়ের। কাফেলার শৃঙ্খলা রক্ষা এবং বাহন ব্যবস্থাপনা ছিল তার দায়িত্বে। ৩. তৃতীয়জন আবু হারেছা বিন আলকামা। সে ছিল তাদের আলেম, ইমাম ও পাদ্রি। খৃষ্টানদের পরিভাষায় যাকে বলা হত 'আসকাফ'।

আবু হারেছা মূলত ছিল আরবি বংশোদ্ভূত। বনু বকর বিন ওয়ায়েলের মানুষ। খৃষ্টানধর্ম গ্রহণ করে খৃষ্টানদের সঙ্গেই থাকত। তাদের কিতাবাদি পড়ত। এক সময় সে এতে পাণ্ডিত্য অর্জন করে। রোমের শাসকবর্গ ছিল খৃষ্টান। তার ধর্মীয় জ্ঞান ও গভীরতা জানতে পেরে তারা তাকে অনেক শ্রদ্ধা করে। গির্জা বানিয়ে তাকে ইমাম হিসেবে নিয়োগ করে দেয়। তারা অত্যন্ত শান - শওকতের সাথে মাদিনা অভিমুখে রওয়ানা হয়। এই প্রতিনিধিদল আসরের নামাজের পর মাসজিদে নববীতে প্রবেশ করে। তখন তাদের সলাতের সময়। তাই তারা সলাত পড়তে চায়। একজন সাহাবায়ে কেরাম তাদেরকে বাঁধা দিতে চান। কিন্তু আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, পড়তে দাও। তখন তারা পূর্ব দিকে ফিরে তাদের বিশেষ নিয়মে সলাত আদায় করে। এই লোকগুলো এত শান - শকওত নিয়ে আগমন করেছিল যে, সাহাবাগণ বলেন, আমরা ইতিপূর্বে কখনও এরূপ প্রতিনিধিদল দেখিনি। যাই হোক, আল্লাহর রসূল এই প্রতিনিধিদলের সর্দার এবং অপর এক জনকে বললেন, তোমরা ইসলাম গ্রহণ করো।

জবাবে তারা বলল,

আমরা তো আপনার আগেই ইসলাম গ্রহণ করেছি।

আল্লাহর রসূল বললেন,

তোমরা মিথ্যা বলছ। আল্লাহর পুত্র আছে দাবি করা, ক্রুশের ইবাদত করা এবং শূকরের মাংস ভক্ষণ করা তোমাদেরকে ইসলাম গ্রহণ করা থেকে দূরে রেখেছে।

তারা বলল,

যদি ঈসা ﷺ আল্লাহর সন্তান না হন, তবে তার পিতা কে?

জবাবে আল্লাহর রসূল বললেন,

তোমরা কি জানো না যে, সন্তানকে পিতার সাদৃশ্য হতে হয়?

তারা বলল, হ্যাঁ।

তখন আল্লাহর রসূল বললেন,

তাহলে তোমরা কি জানো না যে, আল্লাহ চিরঞ্জীব, তাঁর কোনো মৃত্যু নেই?

অথচ ঈসা ﷺ এর মৃত্যু ও জীবনের সমাপ্তি ঘটবে।

তারা জবাবে বলল,

হ্যাঁ। ঈসা ﷺ এর জীবনের সমাপ্তি আছে।

আল্লাহর রসূল বললেন, তোমরা কি জানো না, আমাদের প্রভু সবকিছুর অধিপতি এবং তিনিই সবাইকে রিজিক দেন? তিনিই সবকিছুর নিয়ন্ত্রণ করেন?

তারা বলল, হ্যাঁ।

আল্লাহর রসূল বললেন, তাহলে বলো, ঈসা ﷺ কি এগুলোর কোনো কিছু করার সামর্থ্য রাখেন? আল্লাহর রসূল বললেন, তোমরা কি জানো না, আল্লাহ তা'য়ালা ঈসা ﷺ কে তাঁর মায়ের গর্ভে নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী সৃষ্টি করেছেন। যেভাবে চেয়েছেন সেভাবে গঠন দান করেছেন? আর আমাদের রব কোনো কিছু খান না, পান করেন না এবং তাঁর ধ্বংস নেই?

তারা একযোগে বলল, হ্যাঁ।

আল্লাহর রসূল বললেন, তোমরা কি জানো না, ঈসা ﷺ কে তাঁর মা নিজের পেটে ধারণ করেছেন, যেভাবে অন্য নারীগণ সন্তানকে ধারণ করে? এরপর সন্তান প্রসব করেছেন, যেভাবে অন্য নারীগণ প্রসব করে? এরপর সন্তানকে দুধ পান করিয়েছেন, যেভাবে অন্য নারীরা নিজ সন্তানকে পান করিয়ে থাকে? এরপর ঈসা ﷺ পানাহার করতে থাকেন এবং সাধারণ মানুষের মতোই সবকিছু করেন?

তারা বলে, হ্যাঁ।

তখন আল্লাহর রসূল বললেন, তাহলে তোমরা কীভাবে দাবি করো যে, তিনি আল্লাহর পুত্র এবং তিনিও একজন ইলাহ?

আল্লাহর রসূলের প্রশ্নে প্রতিনিধিদলের সকলে চুপ হয়ে গেল। তখন আল্লাহ তা'য়ালা সূরহ আল-ইমরানের শুরু থেকে প্রায় আশিটি আয়াত নাযিল করলেন। (তাফসীরে কুরতুবী, সূরহ আলে ইমরান এর আলোচনা)

৪। সূরহ আন-নিসা

আয়াত - ১৭৬, রুকু - ২৪, সূরহ টি মাদানী।

আলোচনাঃ

সূরহ আন নিসা সর্বসম্মতিক্রমে মাদিনায় নাযিল হওয়া মাদানী সূরহ।

ইমাম আওফী ﷺ বলেন, ইবনে মারদুওয়াইহ ﷺ ও আব্দুল্লাহ ইবনে জুবাইর ﷺ থেকে বর্ণিত, যাইদ ইবনে সাবিত ﷺ বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ﷺ বলেছেন, সূরহ আন নিসা মাদিনায় নাযিল হয়েছে। (তাফসীরে ইবনে কাসীর, খন্ডঃ ২, পৃঃ ৩২৭)

৫। সূরহ আল-মায়্যিদাহ

আয়াত - ১২০, রুকু - ১৬, সূরহ টি মাদানী।

আলোচনাঃ

সূরহ আল মায়্যিদাহ এর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ সূরহ টিই মাদানী।

মুজাহিদ ﵀ বলেন, আব্বাস ﵁ বলেছেন, সূরহ আল মায়্যিদাহ মাদানী সূরহ। (আন নাসিখ ওয়াল মানসূখ, আন নাহহাস ﵀ ,খন্ডঃ ২, পৃঃ ২১৭)

ইমাম বায়হাকি ﵀ আলী ইবনে হুসাইন ইবনে ওয়াকিদ এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি তার পিতার সূত্রে, তিনি ইয়াযিদ আন নাহবির থেকে, তিনি ইকরামা এবং হাসান ইবনে আবুল হাসান থেকে বর্ণনা করেন যে, তারা মাক্কী ও মাদানী সূরহগুলো উল্লেখ করেছেন। এবং সূরহ আল মায়্যিদাহ কে মাদানী সূরহগুলোর অন্তর্ভূক্ত করেছেন। (দালায়িলুন নুবুওয়্যাহ, খন্ডঃ ৭, পৃঃ ১৪২)

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল ﵀ বলেন, আসমা বিনতে ইয়াযীদ ﵂ বলেন, আমি একদিন আল্লাহর রসূল ﷺ এর আদবা নামক উটনীর লাগাম ধরে ছিলাম। এ সময় সম্পূর্ণ সূরহ মায়্যিদাহ অবতীর্ণ হয়। তখন অহীর ভারে উটনীর সামনের পায়ের বাহু ভেংগে যাবার উপক্রম হয়েছিলো। (তাফসীরে ইবনে কাসীর, খন্ডঃ ২, পৃঃ ৭৭৫)

মুহাম্মাদ ইবনে কাব কুরাজী ﵁ বলেন, বিদায় হজের সময় মাক্কা ও মাদিনার মাঝে সূরহ মায়্যিদাহ নাযিল হয়। সে সময় আল্লাহর রসূল ﷺ স্বীয় বাহনে আরোহী ছিলেন। ওহীর ভারে বাহনটি নুয়ে পড়লে তিনি বাহন থেকে নিচে নেমে আসেন। (আল-ইস্তিআবঃ ২/১০)

৬। সূরহ আল-আনআম

আয়াত - ১৬৫, রুকু - ২০, সূরহ টি মাক্কী।

আলোচনাঃ

সূরহ আল আনআম একটি মাক্কী সূরহ।

আবু উবাইদ আলী বিন যায়িদ থেকে, তিনি ইউসুফ বিন মিহরান থেকে, এবং তিনি আব্বাস ﵁ থেকে বর্ণনা করেন, ইবনে আব্বাস ﵁ বলেন, সূরহ আল আনআম মাক্কায় রাতে একযোগে নাযিল হয়েছে। এবং এর সাথে ৭০ হাজার ফিরিশতা নাযিল করেছেন। যারা এর চার পাশে উচ্চস্বরে তাসবিহ পাঠ করছিল। (ফাযায়িলুল কুরআন, আবু উবাইদ ﵀ , পৃঃ ৩৪০)

ইবনে উমর ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, আমার উপর সূরহ আল আনআম একত্রে নাযিল হয়েছে। ৭০ হাজার ফিরিশতা এই সূরহ টিকে স্ব-সম্মানে নিয়ে আসছিলেন। তাসবিহ ও তাহমিদের কারণে তাদের উচ্চ আওয়াজ ধ্বনিত হচ্ছিলো। (তাফসীরে ইবনে কাসীর, খন্ডঃ ২, পৃঃ ১২৭)

ইমাম বায়হাকী ﷺ উমর বিন তালহার সূত্রে, নাফি বিন মালিক আবু সুহাইল থেকে, তিনি আনাস বিন মালিক ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, সূরহ আল আনআম এমন অবস্থায় নাযিল হয়েছে যে, এর সাথে ফিরিশতাদের একটি বিশাল বাহিনী ছিল। যারা পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যবর্তী দিগন্তকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছিল। আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, সুবহানল্লহি আজিম, সুবহানল্লহি আজিম, সুবহানল্লহি আজিম ! (শুয়াবুল ঈমান, হাঃ ৩৪৩৩)

৭। সূরহ আল-আরাফ

আয়াত - ২০৬, রুকু - ২৪, সূরহ টি মাক্কী।

আলোচনাঃ

সূরহ আল আরাফ মাক্কায় নাযিল হয়েছে।

ইমাম আল মাওয়ারদি ﷺ হাসান বসরী, আ'তা ইবনে আবী রাবা, ইকরামা এবং জাবির ইবনে যায়িদ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, সূরহ আল আরাফ সম্পূর্ণ সূরহ মাক্কী। (আন নুকুত ওয়াল উয়ুন, খন্ডঃ ২, পৃঃ ১৯৮)

ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, নিশ্চয়ই সূরহ আল আরাফ মাক্কায় নাযিল হয়েছে। (আদ দুররুল মানসুর, ইবনে মারদুওয়াইহ ﷺ , খন্ডঃ ৩, পৃঃ ৪১২)

আব্দুল্লাহ ইবনে জুবাইর ﷺ বলেন, নিশ্চয়ই সূরহ আল আরাফ মাক্কায় নাযিল হয়েছে। (আদ দুররুল মানসুর, ইবনে মারদুওয়াইহ ﷺ , খন্ডঃ ৩, পৃঃ ৪১২)

নাহহাস আবু আমর ইবনে আলা হতে বর্ণিত, মুজাহিদ ﷺ বলেন, ইবনে আব্বাস ﷺ বলেছেন, সূরহ আরাফ মাক্কায় নাযিল হয়েছে। তাই

এটি মাক্কী। (আন-নাসিখ ওয়াল মানসুখ, নাহহাস রহিঃ, খন্ডঃ ২, পৃঃ ৩৫৮)

৮। সূরহ আল-আনফাল

আয়াত - ৭৫, রুকু - ১০, সূরহ টি মাদানী।

আলোচনাঃ

সূরহ আল আনফাল হলো মাদানী সূরহ।

আবু উবাইদ মুয়াবিয়া ইবনে সালিহ ﵀ বলেন, আলী ইবনে আবী তালহা ﵀ মাদানী সূরহ সমূহ গণনা করেছেন এবং তার মধ্যে সূরহ আল আনফাল ও রয়েছে। (ফাদাইলুল কুরআন, আবু উবাইদ ﵀ , পৃঃ ৩৪০)

ইমাম আল বিকাঈ ﵀ বলেন, সূরহ আল আনফাল ইজমা অনুযায়ী মাদানী সূরহ। যা বদরের প্রান্তরে নাযিল হয়েছে। (মাসাইদুন নাযার, খন্ডঃ ২, পৃঃ ১৪৪)

শায়েখ মুহাম্মাদ রশীদ রিদা ﵀ বলেন, সূরহ আল আনফাল সম্পূর্ণই মাদানী। যেমনটি হাসান, ইকরামা, জাবির ইবনে যায়েদ, আ'তা, আব্দুলাহ ইবনে জুবাইর ﵁ ও যায়িদ ইবনে সাবিত ﵁ হতে বর্ণিত হয়েছে। (তাফসীরে আল মানার, খন্ডঃ ৯, পৃঃ ৫৩৬)

ইমাম বুখারী তার সনদে সাঈদ ইবনে জুবাইর ﵁ থেকে বর্ণনা করেন, আমি ইবনে আব্বাস ﵁ কে সূরহ আনফাল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, সূরহ আনফাল বদর যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে নাযিল হয়েছে। (সহিহ বুখারী, তাফসীর অধ্যায়, হাঃ ৪৬৪৫)

৯। সূরহ আত-তাওবাহ

আয়াত - ১২৯, রুকু - ১৬, সূরহ টি মাদানী।

আলোচনাঃ

সূরহ আত তাওবাহ হলো মাদানী সূরহ।

আব্দুল্লাহ ইবনে জুবাইর ﵁ বলেন, সূরহ আল বারাআত মাদিনায় নাযিল হয়েছে। (আদ দুররুল মানসুর, খন্ডঃ ৪, পৃঃ ১১৯)

বারা ইবনে আযিব ﷺ বলেন, সর্বশেষ যেই আয়াত নাযিল হয়েছে তা হলো – 'লোকেরা তোমার কাছে সমাধান চায়, তুমি বলো আল্লাহ তোমাদেরকে কালালাহ সম্পর্কে সমাধান দিচ্ছেন।' এবং সর্বশেষ যেই সূরহ টি নাযিল হয়েছে তা হলো, সূরহ বারাআহ অর্থাৎ সূরহ তাওবাহ। (সহিহ বুখারী, মা'আল ফাতাহ, কিতাবুত তাফসীর পরিচ্ছেদ, হাঃ ৪৬৫৪)

১০। সূরহ ইউনুস

আয়াত - ১০৯, রুকু - ১১, সূরহ টি মাক্কী।

আলোচনাঃ

সূরহ ইউনুস হলো মাক্কী সূরহগুলোর মধ্যে হতে একটি।

ইবনে আদ দারীস ﷺ উল্লেখ করেন, আ'তা আল খোরাসানী ﷺ বলেন, ইবনে আব্বাস ﷺ বলেছেন, সূরহ আল ইউনুস মাক্কী সূরহ গুলোর অন্তর্ভূক্ত। (ফাযায়িলুল কুরআন, ইবনে দারীস ﷺ , পৃঃ ৩৪)

আন নাহহাস আবু আমর বিন আল আ'লা উল্লেখ করেন, মুজাহিদ ﷺ বলেন, ইবনে আব্বাস ﷺ বলেছেন, সূরহ আল ইউনুস মাক্কায় নাযিল হয়েছে। সুতরাং এটি মাক্কী সূরহ। (আন নাসিখ ওয়াল মানসূখ, খন্ডঃ ২, পৃঃ ৪৭০)

ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, সূরহ আল ইউনুস মাক্কায় নাযিল হয়েছে। (আদ দুররুল মানসুর, ইবনে মারদুওয়াইহ রহিঃ, খন্ডঃ ৪, পৃঃ ৩৩৯)

ইমাম ইবনে জাওযী ﷺ হতে বর্ণিত, আলী ইবনে আবী তালহা ﷺ বলেন, ইবনে আব্বাস ﷺ বলেছেন, সূরহ আল ইউনুস মাক্কী সূরহ। (যাদুল মাসীর, খন্ডঃ ৪, পৃঃ ৩)

১১। সূরহ হুদ

আয়াত - ১২৩, রুকু - ১০, সূরহ টি মাক্কী।

আলোচনাঃ

সূরহ হুদ মাক্কী সূরহ সমূহের একটি।

হাফেয আবু ইয়ালা ﷺ বলেন, আমার কাছে পর্যায়ক্রমে খালাফ ইবনে হিশাম, বাযযার ﷺ আবুল আহওয়াস, আবু ইসহাক - এর সনদে

ইকরামা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আবু বকর ﵁ বলেছেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ কে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রসূল ﷺ , আপনাকে কিসে বৃদ্ধ বানিয়ে দিয়েছে? আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, 'সূরহ হুদ, ওয়াকিয়াহ, নাবা ও তাকউইর আমাকে বৃদ্ধ বানিয়ে ফেলেছে।' ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী ﵀ বলেন, আমার কাছে পর্যায়ক্রমে আবু কুরাইব ﵀ মুহাম্মাদ বিন আলা, মুয়াবিয়া বিন হিশাম, শায়বান, আবু ইসহাক, ইকরামার সনদে ইবনে আব্বাস ﵄ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আবু বকর ﵁ বললেন, হে আল্লাহর রসূল ﷺ, আপনি তো বৃদ্ধ হয়ে গেলেন। আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, আমাকে 'সূরহ হুদ, ওয়াকিয়াহ, মুরসালাত, নাবা ও তাকউইর বৃদ্ধ বানিয়ে ফেলেছে।' (তাফসীরে ইবনে কাসীর, খন্ডঃ ৪, পৃঃ ১৩২)

আব্দুল্লাহ ইবনে জুবাইর ﵁ বলেন, নিশ্চয়ই সূরহ হুদ মাক্কায় নাযিল হয়েছে। (আদ দুররুল মানসুর, ইবনে মারদুওয়াইহ ﵀ , খন্ডঃ ৪, পৃঃ ৩৯৬)

মুজাহিদ ﵀ বলেন, ইবনে আব্বাস ﵄ বলেছেন, সূরহ হুদ মাক্কায় নাযিল হয়েছে। সুতরাং এটি মাক্কী সূরহ। (আন নাসিখ ওয়াল মানসূখ, আন নাহহাস ﵀, খন্ডঃ ২, পৃঃ ৪৭২)

আল বায়হাকী আলী বিন আল হুসাইন বিন ওয়াকিদ এর সূত্রে তার পিতা থেকে তিনি যায়িদ আন নাহবির সূত্রে ইকরামা এবং হাসান ইবনে আবুল হাসান থেকে বর্ণনা করেছেন, তারা মাক্কী ও মাদানী সূরহগুলো উল্লেখ করেছেন এবং সূরহ আল হুদ কে মাক্কী সূরহ এর অন্তর্ভূক্ত করেছেন। (দালায়িলুন নুবুওয়্যাহ, খন্ডঃ ৭, পৃঃ ১৪৩)

ইমাম জুহুরী ﵀ মাক্কী ও মাদানী সূরহগুলো উল্লেখ করেছেন। এবং সূরহ হুদ কে মাক্কী সূরহগুলোর অন্তর্ভূক্ত করেছেন। (তানযিলুল কুরআন, পৃঃ ২৭)

১২। সূরহ ইউসুফ

আয়াত - ১১১, রুকু - ১২, সূরহ টি মাক্কী।

আলোচনাঃ

সূরহ ইউসুফ মাক্কী সূরহ।

মুজাহিদ ﵀ বলেন, ইবনে আব্বাস ﵁ বলেছেন, সূরহ ইউসুফ মাক্কায় নাযিল হয়েছে। তাই এটি মাক্কী সূরহ। (আন নাসিখ ওয়াল মানসূখ, আন নাহহাস ﵀ , খন্ডঃ ২, পৃঃ ৪৭৪)

আব্দুল্লাহ ইবনে জুবাইর ﵁ বলেন, সূরহ ইউসুফ মাক্কায় নাযিল হয়েছে। (আদ দুররুল মানসুর, ইবনে মারদুওয়াইহ ﵀ , খন্ডঃ ৪, পৃঃ ৪৯৪)

ইমাম জুহুরী ﵀ মাক্কী ও মাদানী সূরহগুলো উল্লেখ করেছেন। এবং সূরহ ইউসুফ কে মাক্কী সূরহগুলোর অন্তর্ভূক্ত করেছেন। (তানযিলুল কুরআন, পৃঃ ২৭)

রিফাআহ ইবনে রাফি বর্ণিত হাদীস যা আল-হাকিম 'আল-মুস্তাদরাক' - এ উদ্ধৃত করেছেন; তাতে এমন কিছু বিষয় রয়েছে যা মাক্কায় সূরহ ইউসুফ অবতীর্ণ হওয়ার প্রমাণ বহন করে। এর মূল পাঠ হলো : আল-হাকিম বলেন : আমাদের সংবাদ দিয়েছেন আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ আয-যাহিদ আল-আসবাহানী, আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন আবু ইসমাঈল মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল, আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন ইব্রাহীম ইবনে ইয়াহইয়া ইবনে মুহাম্মাদ আল-মাদানী আশ-শাজারী, আমার পিতা আমার নিকট বর্ণনা করেছেন আবদ ইবনে ইয়াহইয়া হতে, তিনি মুআয ইবনে রিফাআহ ইবনে রাফি আয-যুরাকী হতে, তিনি তাঁর পিতা রিফাআহ ইবনে রাফি হতে বর্ণনা করেন, যিনি আল্লাহর রসূল ﷺ - এর সাথে বদর যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন যে, তিনি এবং তাঁর খালাতো ভাই মুআয ইবনে আফরা মাক্কায় আসার জন্য বের হলেন। যখন তাঁরা সানিয়্যাহ (গিরিপথ) থেকে অবতরণ করলেন, তখন এক ব্যক্তিকে একটি গাছের নিচে দেখতে পেলেন। তিনি (রিফাআহ) বলেন : এটি ছিল আনসারী সেই ছয় ব্যক্তির আগমনের পূর্বের ঘটনা। তিনি বলেন : যখন আমরা তাঁকে দেখলাম, তখন তাঁর সাথে কথা বললাম। আমরা মনে মনে বললাম, আমরা এই লোকটির কাছে আসি এবং তাঁর কাছে আমাদের মালপত্র আমানত রাখি যাতে আমরা বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করতে পারি। আমরা তাঁকে জাহেলী রীতির অভিবাদন (সালাম)

জানালাম। কিন্তু তিনি আমাদের উত্তর দিলেন ইসলামের অভিবাদনের (সালাম) মাধ্যমে, যদিও ইতিপূর্বে আমরা আল্লাহর রসূল ﷺ সম্পর্কে শুনেছিলাম। আমরা বিষয়টি অপছন্দ (বা আশ্চর্যজনক মনে) করলাম এবং জিজ্ঞেস করলাম : আপনি কে? তিনি বললেন : সওয়ারি থেকে নামুন। আমরা নামলাম এবং বললাম : সেই লোকটি কোথায় যিনি দাওয়াত দেন এবং যা বলার বলেন? তিনি বললেন : আমিই সেই ব্যক্তি। আমি বললাম : আমার নিকট (আপনার দ্বীন) পেশ করুন। তখন তিনি আমাদের নিকট ইসলাম পেশ করলেন এবং বললেন : আসমানসমূহ, জমিন এবং পাহাড়সমূহ কে সৃষ্টি করেছেন? আমরা বললাম : আল্লাহ এগুলো সৃষ্টি করেছেন। তিনি বললেন : তবে তোমাদের কে সৃষ্টি করেছেন? আমরা বললাম : আল্লাহ। তিনি বললেন : তবে তোমরা যাদের ইবাদত করো সেই মূর্তিসমূহ কে তৈরি করেছে? আমরা বললাম : আমরা নিজেরা। তিনি বললেন : তবে ইবাদতের অধিক যোগ্য কে? স্রষ্টা নাকি সৃষ্টি? তোমরা কি এর অধিক যোগ্য যে তোমরা তাদের ইবাদত করবে অথচ তোমরাই তাদের তৈরি করেছ? আল্লাহর তো এর চেয়ে বেশি হক আছে যে তোমরা তাঁর ইবাদত করবে সেই জিনিসের চেয়ে যা তোমরা নিজেরা তৈরি করেছ। আর আমি আল্লাহর ইবাদতের দিকে এবং এই সাক্ষ্য প্রদানের দিকে আহ্বান জানাচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই এবং নিশ্চয়ই আমি আল্লাহর রসূল। আর (আহ্বান করছি) আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করার, শত্রুতা পরিহার করার এবং একে অপরের প্রতি ঘৃণা পরিত্যাগ করার। আমরা বললাম, 'না, আল্লাহর কসম। আপনি যার দিকে আহ্বান করছেন তা যদি বাতিলও হতো, তবুও তা হতো উচ্চ-মর্যাদা ও সুন্দর চরিত্রের অন্তর্ভুক্ত।' অতঃপর তিনি আমাদের বাহনটি ধরে রাখলেন যাতে আমরা কা'বা ঘরে (বাইতুল্লাহ) আসতে পারি। তখন মু'আয ইবনে আফরা তাঁর নিকট বসে রইলেন।

বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর আমি বাইতুল্লাহ তে আসলাম এবং তাওয়াফ করলাম। এরপর আমি সাতটি তীরের ফলা বের করলাম এবং তাঁর জন্য তার মধ্য থেকে একটি তীর নির্দিষ্ট করলাম। এরপর আমি কা'বা ঘরের দিকে মুখ করে বললাম : 'হে আল্লাহ! মুহাম্মাদ

সাঃ যার দিকে আহ্বান করছেন তা যদি সত্য হয়, তবে তাঁর নির্ধারিত তীরটি সাতবার বের করে দিন।' এরপর আমি সেগুলো দিয়ে লটারি করলাম এবং সেটি সাতবারই বের হলো। তখন আমি উচ্চস্বরে চিৎকার করে বললাম, 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রসূল।' তখন মানুষ আমার চারপাশে ভিড় করল এবং বলল, 'পাগল মানুষটি ধর্মত্যাগ করেছে (বেদ্বীন হয়ে গেছে)।' আমি বললাম, 'বরং আমি একজন মুমিন ব্যক্তি।' এরপর আমি মাক্কার উপরিভাগে এলাম। মু'আয যখন আমাকে দেখলেন, তখন তিনি বললেন, রিফায়া যে চেহারা নিয়ে ফিরে এসেছে, সে এই চেহারা নিয়ে যায়নি (অর্থাৎ তার চেহারায় নূরের আভা দেখা যাচ্ছে)।

এরপর আমি আসলাম এবং ঈমান আনলাম। আল্লাহর রসূল ﷺ আমাদের সূরহ ইউসুফ এবং 'ইকর বিইসমী রব্বিকাল্লাযী খলাক' (সূরহ আলাক) শিক্ষা দিলেন। অতঃপর আমরা মাদিনার দিকে রওনা হলাম। যখন আমরা 'আকীক' নামক উপত্যকায় পৌঁছালাম, তখন মু'আয বললেন, 'আমি কখনোই রাতে আমার পরিবারে প্রবেশ করি না। অতএব আপনি আমাদের সাথে রাত যাপন করুন যেন আমরা ভোরে পৌঁছাতে পারি।' আমি বললাম, 'আমার সাথে যে কল্যাণ (ইসলাম) রয়েছে তা সাথে নিয়ে আমি কি (বাইরে) রাত কাটাব? আমি এমনটি করতে পারি না।' রিফায়া যখন সফরে বের হতেন এবং ফিরে আসতেন, তখন তিনি তা তাঁর কওমের কাছে পেশ করতেন। (আল মুস্তাদরাক, ইমাম হাকিম ﵀, খন্ডঃ ৪, পৃঃ ১৪৯-১৫০)

১৩। সূরহ আর-রা'দ

আয়াত - ৪৩, রুকু - ৬, সূরহ টি মাক্কী।

আলোচনাঃ

সূরহ আর রা'দ হলো মাক্কী সূরহ। তবে এর বেশ কিছু আয়াত মাদানী রয়েছে।

মুজাহিদ ﵀ বলেন, সূরহ আর রা'দ মাক্কায় নাযিল হয়েছে। সুতরাং এটি মাক্কী সূরহ। (আন নাসিখ ওয়াল মানসূখ, খন্ডঃ ২, পৃঃ ৪৭৮)

ইমাম জাওযী ﵀ থেকে বর্ণিত, আলী ইবনে আবী তালহা ﵀ বলেন, ইবনে আব্বাস ﵄ বলেছেন, সূরহ আর রাদ মাক্কী। (যাদুল মাসীর, খন্ডঃ ৪, পৃঃ ২৯৯)

৮ নং আয়াতের শান-ই নুযূলে ইবনে আব্বাস ﵄ হতে বর্ণিত, আরবাদ ইবনে কায়স ও আমর ইবনে তুফায়েল নামক দুইজন ব্যক্তি মাদিনায় আগমন করে এবং আমের আল্লাহর রসূল ﷺ কে বলে, হে মুহাম্মাদ ﷺ ! আমি যদি ইসলাম গ্রহণ করি তবে আমাকে আপনার ইন্তিকালের পর কী দান করবেন? আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, তুমি ইসলাম গ্রহণ করলে অন্য মুসলমানরা যা পাবে তুমিও তাই পাবে এবং অন্য মুসলমানদের ওপর যা আরোপিত হবে তোমার ওপরও তাই আরোপিত হবে। আমের বিস্ময় প্রকাশ করে বলল, আমার জন্য কোনো রাজত্ব বরাদ্দ হবে না? আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, তোমার ও তোমার কওমের কারো জন্য রাজত্ব বরাদ্দ হবে না।

একথা বলার পর তারা সেখান থেকে বের হয়ে গেলো এবং আমের আরবাদকে বলল, আমি মুহাম্মাদ ﷺ কে কথায় ব্যস্ত রাখব। এই অবস্থায় তিনি বেখেয়াল হয়ে পড়বেন। সেই সুযোগে তুমি তাঁকে তরবারি দ্বারা আঘাত করে কতল করে দেবে। এই পরামর্শ করে আমের আবার ফিরে এলো এবং বলল, হে মুহাম্মাদ! আমি আপনার সঙ্গে কিছু কথা বলতে চাই। তার কথা শুনে আল্লাহর রসূল ﷺ দাঁড়িয়ে গেলেন এবং তার সঙ্গে কথাবার্তায় মশগুল হলেন। তিনি আমেরের সঙ্গে কথাবার্তায় মশগুলে হলে আরবাদ তরবারিতে হাত রাখল। ঠিক সেই সময় আল্লাহর রসূল ﷺ তার দিকে তাকালেন এবং তাদের ষড়যন্ত্রের কথা বুঝতে পেরে সেখান থেকে চলে গেলেন। এদিকে তাদের ষড়যন্ত্র ফাঁস হতে দেখে তারা নিজেরাও দ্রুত সেখান থেকে পালিয়ে গেল। কিন্তু রাকাম নামক স্থানে পৌছার পর আসমান হতে বিপুল গর্জন করে বজ্রপাত হলো এবং আরবাদ নিমিষেই খতম হয়ে গেল। এরপর আল্লাহ তা'য়ালা আলোচ্য সূরহ'র ৮নং আয়াত থেকে ১৩নং আয়াত পর্যন্ত নাযিল করলেন এবং ঘোষণা করলেন, তারা গোপনে চক্রান্ত করুক আর প্রকাশ্যে চক্রান্ত করুক, আল্লাহ তাদেরকে

কঠোরভাবে পাকড়াও করবেন এবং তিনি আরবাদকে ধ্বংস করে সেটা দেখিয়েও দিলেন। (আত তাফসীরুল মুনীর, খন্ডঃ ১৪, পৃঃ ১৩১)

১৪। সূরহ ইবরাহিম

আয়াত - ৫২, রুকু - ৭, সূরহ টি মাক্কী

আলোচনাঃ

সূরহ ইবরাহিম হলো মাক্কী সূরহ। এই বিষয়ে সকল তাফসিরবিদ গণ একমত।

ইবনু জুরাইস আতা আল খুরাসানী ﵀ বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ﵄ বর্ণনা করেছেন, তিনি অর্থাৎ আব্বাস ﵄ মাক্কায় ও মাদিনায় নাযিলকৃত সূরহগুলোর বর্ণনা দিয়েছেন, যেখানে সূরহ ইবরাহিম কে মাক্কী সূরহ এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। (ফাদাইলুল কুরআন–ইবনু জুরাইস ﵀ , পৃঃ ৩৪)

ইবনে মারদুওয়াইহ ﵀ বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে জুবাইর ﵄ বলেছেন, সূরহ ইবরাহিম মাক্কায় নাযিল হয়েছে। (আদ দুররুল মানসুর, ইবনে মারদুওয়াইহ ﵄, খন্ডঃ ৩, পৃঃ ৫)

আবু উবাইদ মুয়াবিয়া বিন সালিহ ﵀ বলেন, আলী বিন আবী তালহা ﵀ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি মাদানী সূরহগুলো উল্লেখ করেছেন এবং মাক্কী অংশের ব্যাপারে বলেছেন, আর এগুলোর অবশিষ্ট অংশ মাক্কায় নাযিল হয়েছে। যার মধ্য সূরহ ইবরাহিম ও রয়েছে। (ফাযায়িলুল কুরআন - আবু উবাইদ ﵀ , পৃঃ ৩৪০)

১৫। সূরহ আল-হিজর

আয়াত - ৯৯, রুকু - ৬, সূরহ টি মাক্কী

আলোচনাঃ

সূরহ আল হিজর হলো মাক্কী সূরহ। এই বিষয়ে কোন মতপার্থক্য নেই।

ইমাম ইবনে জাওযী ﵀ বলেন, আমাদের জানামতে কোন মতভেদ ছাড়াই এটি মাক্কী সূরহ। (যাদুল মাসীর, খন্ডঃ ৪, পৃঃ ৩৭৯)

ইবনে মারদুওয়াইহ ﵀ বলেন, ইবনে আব্বাস ﵁ বলেছেন, সূরহ আল হিজর মাক্কায় নাযিল হয়েছে। (আদ দুররুল মানসুর, খন্ডঃ ৫, পৃঃ ৬১)

আন নাহহাস আবু আমর ইবনে আলা ﵀ বলেন, মুজাহিদ ﵀ থেকে বর্ণিত, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ﵁ বলেছেন, সূরহ আল হিজর মাক্কায় নাযিল হয়েছে। অতএব এটি মাক্কী সূরহ। (আন নাসিখ ওয়াল মানসূখ, আন নাহহাস, খন্ডঃ ২, পৃঃ ৪৮২)

১৬। সূরহ আন-নাহল

আয়াত - ১২৮, রুকু - ১৬, সূরহ টি মাক্কী

আলোচনাঃ

সূরহ আন নাহল হলো মাক্কী সূরহ, যা বিষয়বস্তু ও নাযিলের প্রেক্ষাপট দ্বারা প্রমাণিত।

ইবনে মারদুওয়াইহ ﵀ বলেন, ইবনে আব্বাস ﵁ বলেছেন, সূরহ আন-নাহল মাক্কায় নাযিল হয়েছে। (আদ দুররুল মানসুর, খন্ডঃ ৫, পৃঃ ১০৭)

ইমাম যুহরী ﵁ মাক্কী ও মাদানী সূরহগুলোর বিন্যাস বর্ণনা করেছেন এবং সূরহ আন-নাহল কে মাক্কী সূরহ এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। (তানযিলুল কুরআন, পৃঃ ২৮)

আন নাহহাস আবু আমর ইবনু আ'লা ﵀ হতে বর্ণিত, মুজাহিদ ﵀ বলেন, ইবনে আব্বাস ﵁ বলেছেন, সূরহ আন নাহল মাক্কায় নাযিল হয়েছে। সুতরাং এটি মাক্কী সূরহ। তবে এর শেষ তিনটি আয়াত ব্যতিত। কারণ সেগুলো উহুদ যুদ্ধ থেকে আল্লাহর রসূল ﷺ ফেরার সময় মাক্কা ও মাদিনার মধ্যবর্তী স্থানে নাযিল হয়েছে। (আন নাসিখ ওয়াল মানসুখ, নাহহাস ﵀ , খন্ডঃ ২, পৃঃ ৪৮৪, আল মাক্কী ওয়াল মাদানী, খন্ডঃ ১, পৃঃ ৩৫৭)

ইবনে আব্বাস ﵁ বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ উহুদ যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় একটি অপ্রীতিকর দৃশ্য দেখলেন, হামজা ﵁ কে দেখলেন, তাঁর পেট চিড়ে ফেলা হয়েছে, নাক চূর্ণবিচূর্ণ করা হয়েছে,

কান কর্তন করা হয়েছে, পুরুষাঙ্গ কর্তন করা হয়েছে। তিনি আরও দেখলেন, হিন্দা বিনতে উতবা তাঁর কলিজার একটা অংশ বের করে চিবাচ্ছে। কিন্তু অনেক কসরত করেও সে তা গিলতে পারল না। আল্লাহর রসূল এই দৃশ্য দেখে বললেন, আল্লাহর কসম, সে যদি তা গিলতে পারত তবে সে জাহান্নামে যেত না। কেননা হামজা ﵁ এর দেহের কোনো একটা টুকরা জাহান্নামে যাবে তা হতে পারে না। যাহোক, আল্লাহর রসূল ﷺ এসব দৃশ্য দেখে হামজা ﵁ কে সম্বোধন করে বললেন, হে চাচা! আল্লাহ তা'য়ালা আপনার প্রতি রহম করুন। আপনি ছিলেন আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষাকারী, কল্যাণকর কাজে অগ্রগামী। যদি নারীরা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত না হতো এবং আমার পর এটা সুন্নাতে পরিণত হওয়ার আশঙ্কা না হতো, তবে আমি হামজা ﵁ এর লাশ এভাবে ফেলে রাখতাম, যাতে হিংসপ্রাণীরা তাঁর লাশ খেয়ে ফেলত এবং কিয়ামত দিবসে তাঁকে তাদের পেট থেকেই উত্তোলন করা হতো। আমি এক হামজা ﵁ এর মুকাবিলায় সত্তরজন কাফিরকে হত্যা করব।

এরপর তিনি একটি চাদর চেয়ে নিয়ে তাঁর চেহারা ঢাকলেন। চেহারা ঢাকলে পা বের হয়ে যায় আর পা ঢাকলে চেহারা বের হয়ে যায়। তখন চেহারা ঢাকলেন এবং পায়ের ওপর ইজখির ঘাস ছড়িয়ে দিলেন। এরপর দাফন থেকে ফারেগ হলেন। ফারেগ হওয়ার পর اُدْعُ اِلَى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِا لْحِكْمَتِ وَالْمَوْعِظَتِ الْحَسَنَةِ থেকে وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ اِلَّا بِاللّٰهِ পর্যন্ত আয়াতগুলো নাযিল হলো এবং আল্লাহর রসূল ﷺ কে প্রতিশোধ গ্রহণ না করে সবর ইখতিয়ার করা এবং হিকমত ও প্রজ্ঞার সঙ্গে লোকদেরকে দ্বীনি দাওয়াতের আদেশ করা হলো। আদেশপ্রাপ্ত হয়ে আল্লাহর রসূল ﷺ সবর ইখতিয়ার করলেন এবং উহুদের প্রতিশোধ গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকেন। (যাদুল মাসির, ইমাম জাওযি রহিঃ, খন্ডঃ ৪, পৃঃ ৫০৭)

১৭। সূরহ আল-ইসরা

আয়াত - ১১১, রুকু - ১২, সূরহ টি মাক্কী

আলোচনাঃ

সূরহ আল ইসরা একটি মাক্কী সূরহ। যা নিয়ে মতবিরোধ করার কোন সুযোগ নেই।

ইমাম বুখারী ﵀, আল হাফেয, আল মোতকেন, আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল বলেন, আমার কাছে পর্যায়ক্রমে আদম ইবনে আবু ইয়াস, শুবা, আবু ইসহাক, আবদুর রহমান ইবনে ইয়াযিদ - এর সনদে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ﵁ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, সূরহ বানী ইসরাঈল, কাহফ ও মারইয়াম - এ সূরহগুলো প্রথম দিকে নাযিল হয়েছে এবং এগুলো সংরক্ষণ করে রাখার মতো সূরহ। (তাফসীর ইবনে কাসীর, খন্ডঃ ৪, পৃঃ ৬৯২)

হাফিজ ইবনে হাজার আল আসকালানী ﵀ বলেছেন, সূরহ আল ইসরা কোন মতভেদ ছাড়াই হিজরতের পূর্বে নাযিল হয়েছে। অর্থাৎ মাক্কী সূরহ। (আল-ফাতহ, খন্ডঃ ১, পৃঃ ৫৪৮)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ اَبُوْ ذَرٍ يُحَدِّثُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فُرِجَ عَنْ سَقْفِ بَيْتِيْ وَاَنَا بِمَكَّةَ فَنَزَلَ جِبْرِيْلُ فَفَرَجَ صَدْرِيْ ثُمَّ غَسَلَهُ بِمَاءِ زَمْزَمَ ثُمَّ جَاءَ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مُمْتَلِئٍ حِكْمَةً وَاِيْمَانًا فَاَفْرَغَهُ فِيْ صَدْرِيْ ثُمَّ اَطْبَقَهُ ثُمَّ اَخَذَ بِيَدِيْ فَعَرَجَ بِيْ اِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَلَمَّا جِئْتُ اِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا قَالَ جِبْرِيْلُ لِخَازِنِ السَّمَاءِ افْتَحْ قَالَ مَنْ هَذَا قَالَ هَذَا جِبْرِيْلُ . قَالَ هَلْ مَعَكَ اَحَدٌ قَالَ نَعَمْ مَعِيْ مُحَمَّد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اُرْسِلَ اِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ فَلَمَّا فَتَحَ عَلَوْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا فَاِذَا رَجُلٌ قَاعِدٌ عَلَى يَمِيْنِهِ اَسْوِدَةٌ وَعَلَى يَسَارِهِ اَسْوِدَةٌ اِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَمِيْنِهِ ضَحِكَ وَاِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَسَارِهِ بَكَى فَقَالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْاِبْنِ الصَّالِحِ . قُلْتُ لِجِبْرِيْلَ مَنْ هَذَا قَالَ هَذَا آدَمُ . وَهَذِهِ الْأَسْوِدَةُ عَنْ يَمِيْنِهِ وَشِمَالِهِ نَسَمُ بَنِيْهِ فَاَهْلُ الْيَمِيْنِ مِنْهُمْ اَهْلُ الْجَنَّةِ وَالْأَسْوِدَةُ الَّتِيْ عَنْ شِمَالِهِ اَهْلُ النَّارِ فَاِذَا نَظَرَ عَنْ يَمِيْنِهِ ضَحِكَ وَاِذَا نَظَرَ قِبَلَ شِمَالِهِ بَكَى حَتَّى عَرَجَ بِيْ اِلَى السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ فَقَالَ لِخَازِنِهَا افْتَحْ . فَقَالَ لَهُ خَازِنُهَا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُ فَفَتَحَ . قَالَ اَنَسٌ فَذَكَرَ اَنَّهُ وَجَدَ فِي السَّمَوَاتِ آدَمَ وَاِدْرِيْسَ وَمُوْسَى وَعِيْسَى وَاِبْرَاهِيْمَ - صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمْ . وَلَمْ يُثْبِتْ كَيْفَ

مَنَازِلُهُمْ غَيْرَ اَنَّهُ ذَكَرَ اَنَّهُ وَجَدَ آدَمَ فِى السَّمَاءِ الدُّنْيَا وَاِبْرَاهِيْمَ فِى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ . قَالَ اَنَسٌ فَلَمَّا مَرَّ جِبْرِيْلُ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاِدْرِيْسَ قَالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْأَخِ الصَّالِحِ . فَقُلْتُ مَنْ هَذَا قَالَ هَذَا اِدْرِيْسُ . ثُمَّ وَاِبْرَاهِيْمَ - صَلَوَاتُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُثْبِتْ كَيْفَ مَنَازِلُهُمْ غَيْرَ اَنَّهُ ذَكَرَ اَنَّهُ وَجَدَ آدَمَ فِى السَّمَاءِ الدُّنْيَا وَاِبْرَاهِيْمَ فِى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ . قَالَ اَنَسٌ فَلَمَّا مَرَّ جِبْرِيْلُ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاِدْرِيْسَ قَالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْأَخِ الصَّالِحِ فَقُلْتُ مَنْ هَذَا قَالَ هَذَا اِدْرِيْسُ ثُمَّ مَرَرْتُ بِمُوْسَى فَقَالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْأَخِ الصَّالِحِ قُلْتُ مَنْ هَذَا قَالَ هَذَا مُوْسَى ثُمَّ مَرَرْتُ بِعِيْسَى فَقَالَ مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ . قُلْتُ مَنْ هَذَا قَالَ هَذَا عِيْسَى. ثُمَّ مَرَرْتُ بِاِبْرَاهِيْمَ فَقَالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْاِبْنِ الصَّالِحِ قُلْتُ مَنْ هَذَا قَالَ هَذَا اِبْرَاهِيْمُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَاَخْبَرَنِى ابْنُ حَزْمٍ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَاَبَاحَبَّةَ الْأَنْصَارِىَّ كَانَا يَقُوْلَانِ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ عُرِجَ بِىْ حَتَّى ظَهَرْتُ لِمُسْتَوَى اَسْمَعُ فِيْهِ صَرِيْفَ الْأَقْلَامِ . قَالَ ابْنُ حَزْمٍ وَاَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَرَضَ اللّٰهُ عَلَى اُمَّتِىْ خَمْسِيْنَ صَلَاةً فَرَجَعْتُ بِذَلِكَ حَتَّى مَرَرْتُ عَلَى مُوْسَى فَقَالَ مَا فَرَضَ اللّٰهُ لَكَ عَلَى اُمَّتِكَ قُلْتُ فَرَضَ خَمْسِيْنَ صَلَاةً . قَالَ فَارْجِعْ اِلَى رَبِّكَ فَاِنَّ اُمَّتَكَ لَا تُطِيْقُ ذَلِكَ فَرَاجَعْتُ فَوَضَعَ شَطْرَهَا فَرَجَعْتُ اِلَى مُوْسَى قُلْتُ وَضَعَ شَطْرَهَا . فَقَالَ رَاجِعْ رَبَّكَ فَاِنَّ اُمَّتَكَ لَا تُطِيْقُ فَرَاجَعْتُ فَوَضَعَ شَطْرَهَا فَرَجَعْتُ اِلَيْهِ فَقَالَ ارْجِعْ اِلَى رَبِّكَ فَاِنَّ اُمَّتَكَ لَا تُطِيْقُ ذَلِكَ فَرَاجَعْتُهُ . فَقَالَ هِىَ خَمْسٌ وَهِىَ خَمْسُوْنَ لَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَى . فَرَجَعْتُ اِلَى مُوْسَى فَقَالَ رَاجِعْ رَبَّكَ . فَقُلْتُ اسْتَحْيَيْتُ مِنْ رَبِّى . ثُمَّ انْطَلَقَ بِىْ حَتَّى انْتَهَى بِىْ اِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى وَغَشِيَهَا اَلْوَانٌ لَا اَدْرِى مَا هِىَ ثُمَّ اُدْخِلْتُ الْجَنَّةَ فَاِذَا فِيْهَا حَبَايِلُ اللُّؤْلُؤِ وَاِذَا تُرَابُهَا الْمِسْكُ

আনাস ইবনু মালিক ﷺ থেকে বর্ণিত : তিনি বলেনঃ আবূ যার ﷺ আল্লাহর রসূল ﷺ হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেনঃ আমি মাক্কায় থাকা অবস্থায় আমার গৃহের ছাদ উন্মুক্ত করা হল। অতঃপর জিব্রীল ﷺ অবতীর্ণ হয়ে আমার বক্ষ বিদীর্ণ করলেন। আর তা যমযমের পানি দ্বারা ধৌত করলেন। অতঃপর হিকমাত ও ঈমানে ভর্তি একটি সোনার পাত্র নিয়ে আসলেন এবং তা আমার বুকের মধ্যে ঢেলে দিয়ে

বন্ধ করে দিলেন। অতঃপর হাত ধরে আমাকে দুনিয়ার আকাশের দিকে নিয়ে চললেন। পরে যখন দুনিয়ার আকাশে আসলাম জিব্রীল ﷺ আসমানের রক্ষককে বললেনঃ দরজা খোলো। আসমানের রক্ষক বললেনঃ কে আপনি? জিব্রীল ﷺ বললেনঃ আমি জিব্রীল ﷺ। (আকাশের রক্ষক) বললেনঃ আপনার সঙ্গে কেউ রয়েছেন কি? জিব্রীল বললেনঃ হাঁ মুহাম্মাদ ﷺ রয়েছেন। অতঃপর রক্ষক বললেনঃ তাকে কি ডাকা হয়েছে? জিব্রীল বললেনঃ হাঁ। অতঃপর যখন আমাদের জন্য দুনিয়ার আসমানকে খুলে দেয়া হল আর আমরা দুনিয়ার আসমানে প্রবেশ করলাম তখন দেখি সেখানে এমন এক ব্যক্তি উপবিষ্ট রয়েছেন যার ডান ও বাম পাশে রয়েছে অনেকগুলো মানুষের আকৃতি। যখন তিনি ডান দিকে তাকাচ্ছেন হেসে উঠছেন আর যখন বাম দিকে তাকাচ্ছেন কাঁদছেন। অতঃপর তিনি বললেনঃ স্বাগতম ওহে সৎ নাবী ও সৎ সন্তান। আমি (আল্লাহর রসূল) জিব্রীল ﷺ কে বললামঃ কে এই ব্যক্তি? তিনি জবাব দিলেনঃ ইনি হচ্ছেন আদম ﷺ। আর তাঁর ডানে বামে রয়েছে তাঁর সন্তানদের রূহ। তার মধ্যে ডান দিকের লোকেরা জান্নাতী আর বাম দিকের লোকেরা জাহান্নামী। ফলে তিনি যখন ডান দিকে তাকান তখন হাসেন আর যখন বাম দিকে তাকান তখন কাঁদেন। অতঃপর জিব্রীল ﷺ আমাকে নিয়ে দ্বিতীয় আসমানে উঠলেন। অতঃপর তার রক্ষককে বললেনঃ দরজা খোলো। তখন এর রক্ষক প্রথম রক্ষকের মতই প্রশ্ন করলেন। পরে দরজা খুলে দেয়া হল। আনাস ﷺ বলেনঃ আবূ যার ﷺ উল্লেখ করেন যে, তিনি (আল্লাহর রসূল ﷺ) আসমানসমূহে আদম, ইদরীস, মূসা, ঈসা এবং ইব্রাহীম ﷺ কে পান। কিন্তু আবূ যার ﷺ তাদের স্থানসমূহ নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করেননি। তবে এতটুকু উল্লেখ করেছেন যে, তিনি আদম ﷺ কে দুনিয়ার আকাশে এবং ইব্রাহীম ﷺ কে ষষ্ঠ আসমানে পান। আনাস ﷺ বলেনঃ জিব্রীল ﷺ যখন নাবী ﷺ কে নিয়ে ইদরীস ﷺ নিকট দিয়ে অতিক্রম করেন তখন ইদরীস ﷺ বলেনঃ মারহাবা ওহে সৎ ভাই ও পুণ্যবান নাবী। আমি (আল্লাহর রসূল) বললামঃ ইনি কে? জিব্রীল বললেনঃ ইনি হচ্ছেন ইদরীস ﷺ। অতঃপর আমি মূসা ﷺ এর নিকট দিয়ে অতিক্রম করা কালে তিনি বলেনঃ মারহাবা হে সৎ

নাবী ও পুণ্যবান ভাই। আমি বললামঃ ইনি কে? জিব্রীল বললেনঃ ইনি মূসা ﷺ। অতঃপর আমি ঈসা ﷺ এর নিকট দিয়ে অতিক্রম করা কালে তিনি বলেনঃ মারহাবা হে সৎ নাবী ও পুণ্যবান ভাই। আমি বললামঃ ইনি কে? জিব্রীল বললেনঃ ইনি হচ্ছেন ঈসা ﷺ। অতঃপর আমি ইব্রাহীম ﷺ এর নিকট দিয়ে অতিক্রম করলে তিনি বলেনঃ মারহাবা হে পুণ্যবান নাবী ও নেক সন্তান। আমি বললামঃ ইনি কে? জিব্রীল ﷺ বললেনঃ ইনি হচ্ছেন ইব্রাহীম ﷺ। ইবনে শিহাব বলেনঃ ইবনে হাযম ﷺ আমাদের সংবাদ দিয়েছেন যে, ইবনে আব্বাস ও আবু হাব্বাব আল-আনসারী উভয়ে বলতেনঃ নাবী ﷺ বলেছেনঃ অতঃপর আমাকে আরো উপরে উঠানো হল অতঃপর এমন এক সমতল স্থানে এসে আমি উপনীত হই যেখানে আমি লেখার শব্দ শুনতে পাই। ইবনু হাযম ও আনাস ইবনু মালিক ﷺ বলেনঃ আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেনঃ অতঃপর আল্লাহ আমার উম্মাতের উপর পঞ্চাশ ওয়াক্ত সলাত ফরয করে দেন। অতঃপর তা নিয়ে আমি ফিরে আসি। অবশেষে যখন মূসা ﷺ এর নিকট দিয়ে অতিক্রম করি তখন তিনি বললেনঃ আল্লাহ তা'য়ালা আপনার উম্মাতের উপর কি ফরয করেছেন? আমি বললামঃ পঞ্চাশ ওয়াক্ত সলাত ফরয করেছেন। তিনি বললেনঃ আপনি আপনার পালনকর্তার নিকট ফিরে যান, কেননা আপনার উম্মাত তা পালন করতে পারবে না। আমি ফিরে গেলাম। আল্লাহ তা'য়ালা কিছু অংশ কমিয়ে দিলেন। আমি মূসা ﷺ এর নিকট পুনরায় গেলাম আর বললামঃ কিছু অংশ কমিয়ে দিয়েছেন। তিনি বললেনঃ আপনি পুনরায় আপনার রবের নিকট ফিরে যান। কারণ আপনার উম্মাত এটিও আদায় করতে পারবে না। আমি ফিরে গেলাম। তখন আরো কিছু অংশ কমিয়ে দেয়া হল। আবারো মূসা ﷺ এর নিকট গেলাম, এবারো তিনি বললেনঃ আপনি পুনরায় আপনার প্রতিপালকের নিকট যান। কারণ আপনার উম্মত এটিও আদায় করতে সক্ষম হবে না। তখন আমি পুনরায় গেলাম, তখন আল্লাহ বললেনঃ এই পাঁচই (নেকির দিক দিয়ে) পঞ্চাশ (বলে গণ্য হবে)। আমার কথার কোন রদবদল হয় না। আমি পুনরায় মূসা ﷺ এর নিকট আসলে তিনি আমাকে আবারও বললেনঃ আপনার

প্রতিপালকের নিকট পুনরায় যান। আমি বললামঃ পুনরায় আমার প্রতিপালকের নিকট যেতে আমি লজ্জাবোধ করছি। অতঃপর জিবরীল ﷺ আমাকে সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত নিয়ে গেলেন। আর তখন তা বিভিন্ন রঙে আবৃত ছিল, যার তাৎপর্য আমি অবগত ছিলাম না। অতঃপর আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হলে আমি দেখতে পেলাম যে, তাতে রয়েছে মুক্তোমালা আর তার মাটি হচ্ছে কস্তুরী। (সহিহ বুখারী, হাঃ ৩৪৯)

اَبِىْ اِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيْدَ آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ قَ بْنِ قَيْسٍ سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُوْدٍ يَقُوْلُ فِىْ بَنِىْ اِسْرَاءِيْلَ وَالْكَهْفِ وَمَرْيَمَ وَطهٰ وَالأَنْبِيَاءِ اِنَّهُنَّ مِنَ الْعِتَاقِ الْأُوَلِ وَهُنَّ مِنْ تِلَادِى

ইবনু মাস'উদ ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তিনি সূরহ বানী ইসরাঈল, সূরহ কাহাফ, সূরহ মারিয়াম, সূরহ ত্বহা এবং সূরহ আম্বিয়া সম্পর্কে বলতেন যে, এগুলো হচ্ছে আমার সর্বপ্রথম সম্পদ এবং এগুলো আমার পুরাতন সম্পত্তি। (সহিহ বুখারী, হাঃ ৪৯৯৪)

হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রহিঃ এর কওল এর ব্যাখ্যায় বলেন, এখানে উদ্দেশ্য হলো এই যে, এই সূরহগুলো মাক্কায় নাযিল হয়েছে। এবং এগুলো ইবনে মাসউদ রদিঃ এর মাসহাফেও সেভাবে বিন্যস্ত যেভাবে উসমান রদিঃ এর মাসহাফে রয়েছে। (আল-ফাতহ, খন্ডঃ ৮, পৃঃ ৬৫৭)

ইবনে মারদুওয়াইহ ﷺ বলেন, ইবনে আব্বাস ﷺ বলেছেন, সূরহ ইসরা মাক্কায় নাযিল হয়েছে। (আদ-দুররুল মানসুর, খন্ডঃ ৫, পৃঃ ১৮১)

১৮। সূরহ আল-কাহফ

আয়াত - ১১০, রুকু - ১২, সূরহ টি মাক্কী

আলোচনাঃ

সূরহ আল কাহফ হলো মাক্কী সূরহ।

اَبِىْ اِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيْدَ آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ قَ

بْنِ قَيْسٍ سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُوْدٍ يَقُوْلُ فِيْ بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ وَالْكَهْفِ وَمَرْيَمَ وَطٰهٰ وَالْأَنْبِيَاءِ اِنَّهُنَّ مِنَ الْعِتَاقِ الْأُوَلِ وَهُنَّ مِنْ تِلَادِى

ইবনু মাস'উদ ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তিনি সূরহ বানী ইসরাঈল, সূরহ কাহাফ, সূরহ মারিয়াম, সূরহ ত্বহা এবং সূরহ আম্বিয়া সম্পর্কে বলতেন যে, এগুলো হচ্ছে আমার সর্বপ্রথম সম্পদ এবং এগুলো আমার পুরাতন সম্পত্তি। (সহিহ বুখারী, হাঃ ৪৯৯৪)

হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী ﷺ এর কওল এর ব্যাখ্যায় বলেন, এখানে উদ্দেশ্য হলো এই যে, এই সূরহগুলো মাক্কায় নাযিল হয়েছে। এবং এগুলো ইবনে মাসউদ ﷺ এর মাসহাফেও সেভাবে বিন্যস্ত যেভাবে উসমান ﷺ এর মাসহাফে রয়েছে। (আল-ফাতহ, খন্ডঃ ৮, পৃঃ ৬৫৭)

আন নাহহাস আবু আমর ইবনু আ'লা ﷺ হতে বর্ণিত, ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, সূরহ আল কাহাফ মাক্কায় নাযিল হয়েছে। (আননাসিখ ওয়াল মানসূখ, আন নাহহাস ﷺ , খন্ডঃ ২, পৃঃ ৫০১)

ইবনে মারদুওয়াইহ ﷺ থেকে বর্ণিত, আব্দুল্লাহ ইবনে জুবাইর ﷺ বলেছেন, সূরহ আল কাহাফ মাক্কায় নাযিল হয়েছে। (আদ-দুররুল মানসুর, খন্ডঃ ৫, পৃঃ ৩৫৪)

১৯। সূরহ মারিয়াম

আয়াত - ৯৮, রুকু - ৬, সূরহ টি মাক্কী

আলোচনাঃ

সূরহ মারিয়াম মাক্কী সূরহ। এই বিষয়ে মত পার্থক্যের কোন সুযোগ নেই।

আল হাফেয, আল মোতকেন, আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল আল বুখারী বলেন, আমার কাছে পর্যায়ক্রমে আদম ইবনে আবু ইয়াস, শোবা, আবু ইসহাক, আবদুর রহমান ইবনে ইয়াযিদ - এর সনদে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, সূরহ বনী ইসরাঈল, কাহফ ও মারইয়াম - এ সূরহগুলো প্রথম

দিকে নাযিল হয়েছে এবং এগুলো সংরক্ষণ করে রাখার মতো সূরহ। (তাফসীর ইবনে কাসীর, খন্ডঃ ৪, পৃঃ ৬৯২)

ইবনে কাসীর ﵀ বলেন, মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক ﵀ উম্মে সালামা ﵂ থেকে এবং ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল ﵀ ইবনে মাসউদ ﵁ থেকে 'মাক্কা থেকে হাবশায়' হিজরত সংক্রান্ত ঘটনায় বর্ণনা করেছেন, জাফর ইবনে আবু তালেব ﵁ নাজ্জাশী ও তার সাথীদের সামনে এ সূরহর প্রথম অংশ পাঠ করেছিলেন। (তাফসীর ইবনে কাসীর, খন্ডঃ ৫, পৃঃ ১৯)

اَبِىْ اِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيْدَ آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ قَ بْنِ قَيْسٍ سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُوْدٍ يَقُوْلُ فِىْ بَنِىْ اِسْرَاءِيْلَ وَالْكَهْفِ وَمَرْيَمَ وَطهٰ وَالأَنْبِيَاءِ اِنَّهُنَّ مِنَ الْعِتَاقِ الْأُوَلِ وَهُنَّ مِنْ تِلَادِى

ইবনু মাস'উদ ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তিনি সূরহ বানী ইসরাঈল, সূরহ কাহাফ, সূরহ মারিয়াম, সূরহ ত্বহা এবং সূরহ আম্বিয়া সম্পর্কে বলতেন যে, এগুলো হচ্ছে আমার সর্বপ্রথম সম্পদ এবং এগুলো আমার পুরাতন সম্পত্তি। (সহিহ বুখারী, হাঃ ৪৯৯৪)

হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী ﵀ এর কওল এর ব্যাখ্যায় বলেন, এখানে উদ্দেশ্য হলো এই যে, এই সূরহগুলো মাক্কায় নাযিল হয়েছে। এবং এগুলো ইবনে মাসউদ ﵁ এর মাসহাফেও সেভাবে বিন্যস্ত যেভাবে উসমান ﵁ এর মাসহাফে রয়েছে। (আল-ফাতহ, খন্ডঃ ৮, পৃঃ ৬৫৭)

২০। সূরহ ত্ব-হা

আয়াত - ১৩৫, রুকু - ৮, সূরহ টি মাক্কী

আলোচনাঃ

সূরহ ত্বহা হলো মাক্কী সূরহ। তবে এর শেষের দিকের কিছু আয়াত মাদানী।

আবু বকর সিরাজী বলেন, সূরহ ত্বহা নাযিল হয়েছে সূরহ মারিয়াম নাযিলের পর এবং উমার ﵁ এর ইসলাম গ্রহণের পূর্বে। (শান-ই নুযূল, মুফতি আবু বকর সিরাজী, খন্ডঃ ২, পৃঃ ৮০)

اَبِىْ اِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيْدَ آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ قَ بْنِ قَيْسٍ سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُوْدٍ يَقُوْلُ فِىْ بَنِىْ اِسْرَاءِيْلَ وَالْكَهْفِ وَمَرْيَمَ وَطهٰ وَالأَنْبِيَاءِ اِنَّهُنَّ مِنَ الْعِتَاقِ الْأُوَلِ وَهُنَّ مِنْ تِلَادِى

ইবনু মাস'উদ ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তিনি সূরহ বানী ইসরাঈল, সূরহ কাহাফ, সূরহ মারিয়াম, সূরহ ত্বহা এবং সূরহ আম্বিয়া সম্পর্কে বলতেন যে, এগুলো হচ্ছে আমার সর্বপ্রথম সম্পদ এবং এগুলো আমার পুরাতন সম্পত্তি। (সহিহ বুখারী, হাঃ ৪৯৯৪)

হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী ﷺ এর কওল এর ব্যাখ্যায় বলেন, এখানে উদ্দেশ্য হলো এই যে, এই সূরহগুলো মাক্কায় নাযিল হয়েছে। এবং এগুলো ইবনে মাসউদ ﷺ এর মাসহাফেও সেভাবে বিন্যস্ত যেভাবে উসমান ﷺ এর মাসহাফে রয়েছে। (আল-ফাতহ, খন্ডঃ ৮, পৃঃ ৬৫৭)

২১। সূরহ আল-আম্বিয়া

আয়াত - ১১২, রুকু - ৭, সূরহ টি মাক্কী

আলোচনাঃ

সূরহ আল আম্বিয়া মাক্কায় নাযিল হয়েছে।

ইমাম বুখারী ﷺ বলেন, আমার কাছে পর্যায়ক্রমে মুহাম্মাদ ইবনে বাশশার ﷺ , গুনদার, শুবা, আবু ইসহাক, আবদুর রহমান ইবনে যায়দ ﷺ এর সনদে আবদুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, সূরহ বানী ইসরাঈল, কাহাফ, মারইয়াম, ত্ব-হা ও সূরহ আম্বিয়া প্রথম দিকে অবতারিত সূরহসমূহের এবং আমার মূল্যবান সম্পদসমূহের অন্তর্ভুক্ত। (তাফসীর ইবনে কাসীর, খন্ডঃ ৫, পৃঃ ২১১)

২২। সূরহ আল-হাজ্জ

আয়াত - ৭৮, রুকু - ১০, সূরহ টি মাদানী

আলোচনাঃ

সূরহ আল হাজ্জ হলো মাদানী সূরহ। এতে মতবিরোধের কোন সুযোগ নেই। এই সূরহ এর প্রথম আয়াতগুলো নাযিলের সময় আল্লাহর রসূল এর নিকট সাহাবী ইমরান ইবনে হুসাইন ﷺ উপস্থিত

ছিলো। আর সকল সিরতবিদগণ এই বিষয়ে একমত যে, ইমরান ইবনে হুসাইন ﵁ মাদিনায় আল্লাহর রসূল ﷺ এর নিকট ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

ইমরান ইবনে হুসাইন ﵁ বলেন, আমরা আল্লাহর রসূল ﷺ এর নিকট বসা ছিলাম। এই সময় সূরহ হজের يَا اَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيْمٌ ... وَلَكِنَّ عَذَابَ اللهِ شَدِيْدٌ আয়াতগুলো নাযিল হলো, যাতে কিয়ামত দিবসের ভয়াবহতার বিবরণ রয়েছে। আল্লাহর রসূল ﷺ আয়াতগুলো নাযিল হওয়ার পর বললেন, তোমরা কি জানো সেই দিনটি কোন দিন? লোকেরা বলল, আল্লাহ ও তাঁর রসূল'ই ভালো জানেন। তিনি বললেন, সেটা হবে সেই দিন, যেদিন আল্লাহ তা'য়ালা আদম ﵇ কে প্রতি একহাজার লোক থেকে ৯৯৯ জনকে জাহান্নামের জন্য বাছাই করার আদেশ করবেন। এই কথাটি বলার পর সকল সাহাবার মধ্যে ভীতি ও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল। সাহাবাগণ সেদিন এই পরিমাণ কাঁদলেন, যে পরিমাণ কান্না তারা আর কোনোদিন করেননি। সাহাবাগণ বললেন, হে আল্লাহর রসূল! তাহলে আমাদের মধ্য থেকে কে রেহাই পাবে? আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ করো, আমি আশা করি তোমরা হবে জান্নাতের একতৃতীয়াংশ। তখন সাহাবাগণ আনন্দে তাকবির ধ্বনি দিলেন। এরপর আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ করো। আমার আশা, তোমরা হবে জান্নাতের অর্ধেক। এভাবে আল্লাহর রসূল ﷺ একে একে মুসলমানগণকে সুসংবাদ দিলেন এবং জান্নাতে এই উম্মতের মুসলমানদের সংখ্যাই বেশি হবে বলে ঘোষণা দেন। (তাফসীরে মাযহারী, খন্ডঃ ৬, পৃঃ ২৫১)

২৩। সূরহ আল-মুমিনূন

আয়াত - ১১৮, রুকু - ৬, সূরহ টি মাক্কী

আলোচনাঃ

সূরহ আল মুমিনূন মাক্কায় নাযিল হয়েছে। অর্থাৎ মাক্কী সূরহ।

ইমাম ইবনে জাবারী ﵀ বলেন, সূরহ আল মুমিনূন নাযিল হয়েছে

সূরহ তূরের পরে এবং সূরহ মূলকের আগে। (আল কওলুল ওয়াজিজ, পৃঃ ২৪৩)

আর সকল বিদ্বানগণ এই বিষয়ে একমত যে, সূরহ তূর ও সূরহ মূলক মাক্কী সূরহ। আর এই দুইটি সূরহ এর মাঝের সূরহ হলো মুমিনূন। অতএব, সূরহ মুমিনূন হলো মাক্কায় নাযিল হওয়া মাক্কী সূরহ।

ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, নিশ্চয়ই সূরহ আল মুমিনূন মাক্কায় নাযিল হয়েছে। (আন নুকাত ওয়াল উয়ুন, খন্ডঃ ৩, পৃঃ ৯২)

আন নাহহাস ﷺ বলেন, মাক্কী ও মাদানী সূরহগুলো বর্ণনা করা হয়েছে এবং সূরহ আল মুমিনূন কে মাক্কী সূরহগুলোর অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। (আন নাসিখ ওয়াল মানসূখ, শায়েখ আন নাহহাস ﷺ , খন্ডঃ ২, পৃঃ ৫৩৫)

২৪। সূরহ আন-নূর

আয়াত - ৬৪, রুকু - ৯, সূরহ টি মাদানী

আলোচনাঃ

সূরহ আন নূর সামগ্রিকভাবে মাদানী সূরহ। এতে মতবিরোধ করার কোন সুযোগ নেই।

ইমাম জামাখশারী ﷺ বলেন, সূরহ আন নূর সূরহ হাশরের পর নাযিল হয়েছে। (আল কওলুল ওয়াজিজ, পৃঃ ২৪৫)

ইবনে আব্বাস ﷺ এবং ইবনে জুবাইর ﷺ বলেন, নিশ্চয়ই সূরহ আন নূর মাদিনায় নাযিল হয়েছে। (আন নুকাত ওয়াল উয়ুন, খন্ডঃ ৩, পৃঃ ১০৭, তাফসীরে মুকাতিল, খন্ডঃ ৩, পৃঃ ১৮১)

মুকাতিল ইবনে হাইয়ান ﷺ বলেন, আয়াতটি আবু মারছাদ গানাবী ﷺ ও আনাক কুরায়শিয়ার ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। আবু মারসাদ ﷺ এর আসল নাম আয়মান। আরেক বর্ণনা অনুযায়ী কানাজ। তিনি একজন নেককার মুমিন ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের আগে আনাক নামের সেই মহিলাকে ভালোবাসতেন এবং তার সাথে মেলামেশাও করতেন। মাক্কার মুশরিকরা যেসব মুসলমানকে বন্দি করেছিল তিনি

তাঁদেরকে মুক্ত করার কাজে নিয়োজিত ছিলেন। আবু মারছাদ ﵁ রাতের বেলায় গোপনে মাক্কার পথে রওয়ানা হতেন। রাতের আঁধারে চলতেন এবং দিনের আলোতে পাহাড়ের গুহায় লুকিয়ে থাকতেন। এভাবে রাতের অপেক্ষায় থেকে মুসলমান কয়েদিদেরকে ছাড়িয়ে আনার চেষ্টা করতেন।

একবার একটি ঘটনা ঘটল। পূর্ণ চন্দ্রিমার এক রাতে তিনি একটি দেয়ালের ছায়ায় দাঁড়ালেন। আনাক একটি মানবছায়া দেখে এগিয়ে এলো এবং কাছাকাছি হওয়ার পর তার পূর্বের প্রেমিকা মারছাদ ﵁ কে চিনতে পারল। চিনতে পেরে আনন্দে আত্মহারা হয়ে জিজ্ঞাসা করল, মারছাদ! মারছাদ ﵁ প্রতিউত্তরে বললেন, হ্যাঁ, মারছাদ। আনাক বলল, আজ রাতে তুমি আমার কাছে অবস্থান করো। মারছাদ ﵁ বললেন, হে আনাক! ইসলাম ব্যভিচারকে হারাম করেছে। আনাক বলল, তাহলে আমাকে বিয়ে করো! মারছাদ ﵁ বললেন, তুমি মুশরিক। তাই আল্লাহর রসূল ﷺ কে তোমার বিষয়টি না জানিয়ে বিয়ে করতে পারব না।

দুটি প্রস্তাবের কোনোটাই গ্রহণ না করায় আনাক ক্ষিপ্ত হলো এবং মাক্কার লোকদেরকে চিৎকার করে বলতে লাগল, ‘হে মাক্কাবাসী! এই যে মারছাদ, সে তোমাদের হাত থেকে বন্দিদেরকে ছাড়িয়ে নিতে এসেছে।’

এই ঘটনা ঘটতে দেখে মারছাদ ﵁ দ্রুত সটকে পড়লেন এবং একটি গুহায় আশ্রয় নিলেন। মাক্কার আটজন লোক তাঁর পিছু নিল এবং তিনি যে গুহায় আত্মগোপন করলেন সেই গুহার মুখে দাঁড়ালো। মারছাদ ﵁ বলেন, এরা গুহার মুখে এসে তাতে পেশাব করতে লাগল। তাদের পেশাব আমার মাথায় গড়িয়ে পড়তে লাগল। কিন্তু তবু আল্লাহ তা’য়ালা তাদের দৃষ্টিকে আমাকে দেখার ব্যাপারে অন্ধ করে দিলেন। ফলে আমাকে না দেখতে পেয়ে তারা চলে গেল। আমি মুসলমান একজন বন্দিকে নিয়ে মাদিনায় চলে এলাম। মাদিনায় এসে আমি আল্লাহর রসূল ﷺ কে বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আনাকের সাথে জাহেলি যুগে আমার হৃদ্যতার সম্পর্ক ছিল। আমি তাকে ভালোবাসি। আমি কি

তাকে বিয়ে করতে পারি? আল্লাহর রসূল ﷺ তখন নিশ্চুপ থাকলেন। এরপর সূরহ বাকারার ২২১ নং আয়াত এবং সূরহ নুরের ৩ নং আয়াত الزانى لَا يَنْكِحُ اِلَّا زَانِيَةً اَوْ مُشْرِكَةً نাযিল হয়। আয়াতে মুশরিক নারীকে ইসলাম গ্রহণ না করা পর্যন্ত এবং ব্যভিচারী নারীকে সাধারণভাবে বিয়ে করতে বারণ করা হয়। উল্লেখ, আনাক ছিল অত্যন্ত সুন্দরী নারী। (শান-ই নুযূল, আবু বকর সিরাজী, খন্ডঃ ২, পৃঃ ১৩৫-১৩৬)

২৫। সূরহ আল-ফুরকান

আয়াত - ৭৭, রুকু - ৬, সূরহ টি মাক্কী

আলোচনাঃ

সূরহ আল ফুরকান হলো মাক্কী সূরহ।

ইবরাহিম ইবনে ইসমাঈল ইবয়ারি ﷺ বলেন, সূরহ আল ফুরকান নুবুওয়াতের দশম বছর মাক্কায় নাযিল হয়েছে। (আল মাওসূআতু কুরআনিয়্যাহ, খন্ডঃ ৬, পৃঃ ১০৩)

শায়েখ আবু উবাইদ ﷺ বলেন, মাক্কী ও মাদানী সূরহগুলো গণনা হয়েছে। সূরহ আল ফুরকান কে মাক্কী সূরহগুলোর অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। (ফাযায়িলুল কুরআন, আবু উবাইদ ﷺ , পৃঃ ২২১)

ইবনে জুবাইর ﷺ বলেন, নিশ্চয়ই সূরহ আল ফুরকান মাক্কায় নাযিল হয়েছে। (ফাতহুল ক্বদির, খন্ডঃ ৪, পৃঃ ৬০)

২৬। সূরহ আশ-শুআরা

আয়াত - ২২৭, রুকু - ১১, সূরহ টি মাক্কী

আলোচনাঃ

সূরহ আশ শুআরার বিষয়বস্তু ও নাযিলের প্রেক্ষাপট থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, তা মাক্কায় নাযিল হয়েছে। অর্থাৎ সূরহ আশ শুআরা হলো মাক্কী সূরহ।

আবু উবাইদ ﷺ বলেন, মাক্কী ও মাদানী সূরহগুলো গণনা করা হয়েছে এবং সূরহ আশ শুআরা কে মাক্কী সূরহগুলোর অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। (ফাযায়িলুল কুরআন, আবু উবাইদ ﷺ , পৃঃ ২২১)

ইবনে আব্বাস ﵄ এবং ইবনে জুবাইর ﵁ বলেন, সূরহ আশ শুআরা মাক্কায় নাযিল হয়েছে। (আন নুকাত ওয়াল উয়ুন, খন্ডঃ ৩, পৃঃ ১৭০, তাফসীরে মুকাতিল, খন্ডঃ ৩, পৃঃ ২৫৭)

২৭। সূরহ আন-নামল

আয়াত - ৯৩, রুকু - ৭, সূরহ টি মাক্কী

আলোচনাঃ

সূরহ আন নামল হলো মাক্কী সূরহ।

ইবনে কাসীর ﵀ বলেন, মাক্কী ও মাদানী সূরহগুলো গণনা করা হয়েছে। সূরহ আন নামল কে মাক্কী সূরহগুলোর অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। (ফাযায়িলুল কুরআন, ইবনে কাসীর ﵀ , পৃঃ ১৬৩-১৬৪)

ইবনে আব্বাস ﵄ এবং ইবনে জুবাইর ﵁ বলেন, নিশ্চয়ই সূরহ আন নামল মাক্কায় নাযিল হয়েছে। (আন নুকাত ওয়াল উয়ুন, খন্ডঃ ৩, পৃঃ ১৮৭, তাফসীরে মুকাতিল, খন্ডঃ ৩, পৃঃ ২৯৫)

২৮। সূরহ আল-কাসাস

আয়াত - ৮৮, রুকু - ৯, সূরহ টি মাক্কী

আলোচনাঃ

সূরহ আল কাসাস হলো মাক্কী সূরহ। তবে তার কয়েকটি আয়াত মাদানী।

মুকাতিল ﵀ বলেন, সূরহ আল-কাসাসের ৫২ নং আয়াত থেকে ৫৫ নং আয়াত মাদানী। (তাফসীরে ফাতহুল ক্বদির, খন্ডঃ ৪, পৃঃ ২০৮)

ইবনে মারদুওয়াইহ ﵀ হতে বর্ণিত, ইবনে আব্বাস ﵄ এবং ইবনে জুবাইর ﵁ বলেন, নিশ্চয়ই সূরহ আল কাসাস মাক্কায় নাযিল হয়েছে। (আদ দুররুল মানসুর, খন্ডঃ ৬, পৃঃ ৩৮৯)

সূরহ আল কাসাস এর ৫২ নং আয়াতের শান-ই নুযূলে ইবনে মারদু ওয়াইহ ﵀ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আয়াতটি আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম ﵁ সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। তিনি ইসলাম গ্রহণের পর ইহুদিদের মাঝে তাঁর মর্যাদা ও আনুগত্য কী পরিমাণ তা দেখানোর

ইচ্ছা করলেন। একদিন তিনি আল্লাহর রসূল কে প্রস্তাব দিলেন, তাঁর উসিলায় ইহুদিদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান করার ব্যবস্থা করা হোক। এই ইচ্ছা জ্ঞাপন করে তিনি ইহুদিদেরকে সমবেত করালেন। উচ্চদিরা সমবেত হলে আল্লাহর রসূল কে সামনে অগ্রসর করে দিয়ে তিনি নিজেকে আড়ালে রাখলেন। আল্লাহর রসূল ইহুদিদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান করলেন। কিন্তু তারা তাঁর আহ্বান প্রত্যাখ্যান করল। তখন আল্লাহর রসূল বললেন, তোমাদের দৃষ্টিতে আব্দুল্লাহ সালামের মর্যাদা কেমন? ইহুদিরা একবাক্যে বলল, তিনি আমাদের সর্দার, আমাদের মাঝে সবচেয়ে বড় জ্ঞানী। আল্লাহর রসূল বললেন, যদি কথা সত্য হয় আর তিনি যদি আমাকে সত্যায়ন এবং আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেন তবে তোমরা কি আমার প্রতি ঈমান আনবে? ইহুদিরা জবাবে বলল, এটা তিনি করতেই পারেন না। তিনি আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় জ্ঞানী হয়ে স্বীয় ধর্ম ত্যাগ করে আপনার প্রতি বিশ্বাস আনয়ন করবে সেটা কস্মিনকালেও হবে না। আল্লাহর রসূল বললেন, যদি তিনি তা করেন?

একথা বলে আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, হে আব্দুল্লাহ! তুমি বের হয়ে এসো। আল্লাহর রসূল এর আদেশ পেয়ে আব্দুল্লাহ ইবনে সালেম ﷺ আড়াল থেকে বের হয়ে এসে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনার হাত বাড়িয়ে দিন। আল্লাহর রসূল হাত বাড়িয়ে দিলে তিনি তাঁর হাতে হাত রেখে কালিমা পাঠ করে বায়আত হলেন।

এই দৃশ্য দেখে ইহুদিরা চরম ক্ষিপ্ত হলো এবং একটু আগে প্রশংসায় পঞ্চমুখ থাকা লোকগুলোই বলতে লাগল, আল্লাহর কসম, আমাদের মধ্যে আব্দুল্লাহ ইবনে সালামের চেয়ে মূর্খ, কিতাবুল্লাহ সম্পর্কে অজ্ঞ এবং বেকুফ লোক পৃথিবীতে দ্বিতীয়টি নেই! আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, একটু আগেই কি তোমরা তাঁর প্রশংসা করোনি? তারা বলল, আমরা যদি তাঁর প্রশংসা না করতাম তাহলে আপনি হয়তো বলতেন,

আমরা আমাদের একজন ব্যক্তিকে তার অনুপস্থিতিতে গীবত করেছি। সেই আশঙ্কায় তার প্রশংসা করেছিলাম! আসলে তিনি জ্ঞানী নন! এভাবে তারা তাঁকে গালমন্দ করতে লাগল। সেই সময় আমিন ইবনে

ইয়ামিন নামের একজন ব্যাক্তি দাঁড়িয়ে বললেন, আমি সাক্ষী দিচ্ছি যে, আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম ﵁ যা বলেছেন, সেটা সত্য। আপনি হাত বাড়িয়ে দিন। একথা বলে তিনিও আল্লাহর রসূল এর হাতে কালিমা পাঠ করে বায়আত হলেন। এই প্রসঙ্গে তখন আয়াতটি নাযিল হলো। (আদ দুররুল মানসুর, খন্ডঃ ১০, পৃঃ ৩৭৪)

২৯। সূরহ আল-আনকাবুত

আয়াত - ৬৯, রুকু - ৭, সূরহ টি মাক্কী

আলোচনাঃ

সূরহ আল আনকাবুত হলো মাক্কী সূরহ। তবে তাতে কয়েকটি মাদানী আয়াত রয়েছে।

ইবনে আব্বাস ﵁ এবং ইবনে জুবাইর ﵁ বলেন, সূরহ আল আনকাবুত মাক্কায় নাযিল হয়েছে। (আন নুকাত ওয়াল উয়ুন, খন্ডঃ ৩, পৃঃ ২৪৩)

আবু উবাইদ ﵀ বলেন, মাক্কী ও মাদানী সূরহগুলো গণনা করা হয়েছে। এবং সূরহ আল আনকাবুত কে মাক্কী সূরহ এর অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। (ফাযায়িলুল কুরআন, আবু উবাইদ ﵀ , পৃঃ ২২১)

ইয়াহইয়া ইবনে জাদা বলেন, একবার কিছু লোক কাঁধে বয়ে কিছু কিতাব নিয়ে এলেন। এই দৃশ্য দেখে আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, একটি জাতির ধ্বংস হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, তারা নিজেদের নাবীর কিতাব ছেড়ে অন্য নাবীর কিতাবের অনুসরণ করে এবং নিজেদের নাবীর উপস্থিতিতে অন্য নাবীর অনুসরণ করে। (আল-ইস্তিআব, খন্ডঃ ৩, পৃঃ ৪৬)

৩০। সূরহ আর-রুম

আয়াত - ৬০, রুকু - ৬, সূরহ টি মাক্কী

আলোচনাঃ

সূরহ আর রুম হলো মাক্কী সূরহ। যা সূরহ এর বিষয়বস্তু ও নাযিলের প্রেক্ষাপট থেকে স্পষ্টই বোঝা যায়। তবে এই সূরহ এর শেষের কয়েকটি আয়াত মাদানী রয়েছে।

ইবনে আব্বাস এবং ইবনে জুবাইর ﷺ বলেন, সূরহ আর রুম মাক্কায় নাযিল হয়েছে। (আল বাহরুল মুহীত, খন্ডঃ ৮, পৃঃ ৩৭৩)

নিয়ার ইবনু মুকরাম আল-আসলামী ﷺ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, যখন الم, غُلِبَتِ الرُّومُ আয়াতগুলো অবতীর্ণ হলো, তখন পারস্য শক্তি রোমকদের উপর প্রভুত্ব করছিল। মুসলিমরা আকাঙ্ক্ষা করত, রোমক শক্তি পারস্য শক্তির বিরুদ্ধে বিজয়ী হোক। কেননা মুসলিমরা ছিল আহলে কিতাব এবং রোমান খৃষ্টানরাও ছিল আহলে কিতাব।

এ বিষয়ে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, 'সেদিন আল্লাহর দেয়া বিজয়ে মুমিনগণ আনন্দিত হবে। তিনি যাকে ইচ্ছা সাহায্য করেন। তিনি মহাপরাক্রমশালী পরম দয়াময়।'

এ আয়াতগুলো অবতীর্ণ হলে আবু বকর সিদ্দীক ﷺ মাক্কার অলিতে গলিতে ঘুরে ঘুরে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেন, আলিফ, লা-ম, মী-ম। রোমান শক্তি নিকটবর্তী অঞ্চলে পরাজিত হয়েছে। তাদের এ পরাজয়ের পর অচিরেই কয়েক বছরের মধ্যে তারা বিজয়ী হবে।

কুরাইশদের একদল লোক আবু বকর ﷺ কে বলল, আমাদের ও তোমাদের মাঝে একটি চুক্তি হোক। তোমার সাথী (আল্লাহর রসূল) বলেছেন, রোমানরা কয়েক বছরের মধ্যেই পারস্য শক্তির উপরে বিজয়ী হবে। আমরা এ বিষয়ে তোমাদের সাথে বাজি রেখে মাল বন্ধক রাখি না কেন ? আবু বকর ﷺ বলেন, ঠিক আছে।

বর্ণনাকারী বলেন, বাজি হারাম ঘোষিত হওয়ার পূর্বে এই চুক্তি হয়েছিল। আবু বকর ﷺ কে কুরায়শরা বলল, আপনি البضع কে কত নির্ধারণ করতে চান? এ তো তিন হতে নয় বছর পর্যন্ত বুঝা যায়। আপনি আমাদের এবং আপনার মধ্যে একটি মধ্যবর্তী সময় নির্দিষ্ট

করুন। আমরা উভয়ে ততক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা করব।

* বর্ণনাকারী বলেন, তারা নিজেদের মধ্যে ছয় বছরের সময়সীমা নির্ধারণ করে। বর্ণনাকারী বলেন, ছয় বছর পার হয়ে গেলো কিন্তু রোমানরা পারসিকদের উপর বিজয়ী হয়নি। অতএব মুশরিকরা আবু

বকর ﷺ এর অর্থ নিয়ে নিল। কিন্তু সপ্তম বছরে রোমানরা পারসিকদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করে। মুসলিমরা আবু বকর ﷺ এর ছয় বছর বরাদ্ধ করাটাকে দোষারোপ করল। কেননা আল্লাহ তা'য়ালা 'কয়েক বছরের মধ্যেই' বলেছেন। বর্ণনাকারী বলেন, এ সময় (ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হলে) অনেক মানুষ ইসলাম গ্রহণ করে। (সুনানে তিরমিযী, হাঃ ৩১৯৩)

৩১। সূরহ লুকমান

আয়াত - ৩৪, রুকু - ১০, সূরহ টি মাক্কী

আলোচনাঃ

সূরহ লুকমান হলো মাক্কী সূরহ। তবে তার কয়েকটি আয়াত মাদানী। ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন,

وَلَوْ اَنَّمَا فِى الْاَرْضِ مِن شَجَرَةٍ اَقْلَـمٌ . وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ ۤ سَبْعَةُ اَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمٰتُ اللّٰهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۲۷

থেকে পূর্ণ তিনটি আয়াত অর্থাৎ ২৭, ২৮, ২৯ আয়াত তিনটি মাদানী। তা ব্যতিত সূরহ লুকমান হলো মাক্কী সূরহ। (মা আলিল কুরআন, খন্ডঃ ৫, পৃঃ ২৭৭)

ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, সূরহ লুকমান মাক্কায় নাযিল হয়েছে। (আর মুহাররারুল ওয়াজিজ, খন্ডঃ ১৩, পৃঃ ৭, আল জামি লি আহকামিল কুরআন, খন্ডঃ ১৪, পৃঃ ৫০)

২৭ নং আয়াতের শান-ই নুযূলে ইমাম ইবনে আদিল হাম্বলী ﷺ বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ যখন মাদিনায় হিজরত করলেন। তখন ইহুদীরা তার কাছে এসে বললো, হে মুহাম্মাদ সাঃ! আপনি বলে থাকেন - وَمَا اُوْتِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ اِلاَّ قَلِيْلاً 'তোমাদেরকে খুব অল্প ইলমই দান করা হয়েছে।' এর দ্বারা কি আপনাকে বুঝানো হয়েছে না আমাদেরকে বুঝানো হয়েছে? আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, তোমাদেরকে বুঝানো হয়েছে? ইহুদিরা বলল, আপনি কি জানেন না, আমাদের ওপর তাওরাত অবতীর্ণ হয়েছে। আর তাওরাতের মধ্যে রয়েছে সর্বপ্রকার ইলম? জবাবে আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, তোমাদের তাওরাতের

ইলম আল্লাহর ইলমের তুলনায় খুবই সামান্য। আর আল্লাহ তা'য়ালা তোমাদেরকে যে ইলম দান করেছেন সে অনুযায়ী যদি তোমরা আমল করতে তবে তোমাদের অনেক উপকার হতো। তখন ইহুদিরা বলল, হে মুহাম্মাদ সাঃ। আপনি এটা কীভাবে বলেন, অথচ আপনি নিজেই বলেন - وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كثيراً 'আর যাকে হেকমত দান করা হয়েছে তাকে অফুরন্ত কল্যাণ দান করা হয়েছে।' এই দুয়ের মধ্যে সমন্বয় কীভাবে হবে, ইলম অল্প অথচ কল্যাণ অফুরন্ত? তাদের এই কূট প্রশ্নের জবাবে আল্লাহ তা'য়ালা সূরহ লুকমানের আলোচ্য আয়াতটি নাযিল করলেন। (আল-লুবাব ফি উলুমিল কিতাব, খন্ডঃ ১৫, পৃঃ ৪৫৭)

৩২। সূরহ আস-সাজদাহ

আয়াত - ৩০, রুকু - ৩, সূরহ টি মাক্কী

আলোচনাঃ

সূরহ আস সাজদাহ হলো মাক্কী সূরহ। তবে তার কয়েকটি আয়াত মাদানী।

ইবনে আব্বাস ﵄ ও ইবনে জুবাইর ﵄ বলেন, সূরহ আশ সাজদাহ মাক্কায় নাযিল হয়েছে। (আল জামি-লি আহকামিল কুরআন, খন্ডঃ ১৪, পৃঃ ৮৪)

ইমাম তাবারী ﵀ বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ মাক্কায় ইসলামের দাওয়াত ও দ্বীনের দিকে আহ্বান শুরু করলে মাক্কার বাইরের লোকেরা ব্যবসা-বাণিজ্য ও হজের সফরে মাক্কায় এসে কুরাইশদেরকে আল্লাহর রসূল এর দাওয়াত বিষয়ে জিজ্ঞাসা করত। জবাবে কুরাইশরা বলতো, মুহাম্মাদ ﷺ আসলে যা প্রচার করেন তার কোনো ভিত্তি নেই। এটা তার নিজ রচিত একটি বিদ্যা, কুরআনের নামে এটাই প্রচার করে তিনি মানুষকে বিভ্রান্ত করছেন। লোকদেরকে নিজেদের দিকে আহ্বান করে একটি নতুন ধর্মের সূচনা ঘটানোর চেষ্টায় নিয়োজিত আছেন। কাফেরদের এমন মিথ্যাচার খণ্ডন করার জন্য আলোচ্য আয়াতটি নাযিল হয় এবং এটাকে সন্দেহাতীতভাবে মহান আল্লাহ তা'য়ালার তরফ থেকে অবতীর্ণ কিতাব বলে দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করা হয়।

(তাফসীরে তাবারী, খন্ডঃ ১৬, পৃঃ ১৩৫) । ১৬ নং আয়াতের শান-ই নুযূলে মালিক ইবনে দিনার ﵀ বলেন, আমি আনাস ইবনে মালিক ﵁ কে تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি জবাবে বললেন, আল্লাহর রসূল ﷺ এর কিছু সাহাবী মাগরিব সলাত আদায় করার পর এশা পর্যন্ত মাসজিদে অবস্থান করে নফল সলাত আদায় করতেন। তাঁদের শান-ই আলোচ্য আয়াতটি নাযিল হয়েছে। (আল কাশফ ওয়াল বায়ান, ইমাম থালাবী ﵀ , খন্ডঃ ৭, পৃঃ ৩৩০)

[জানা প্রয়োজনঃ মুসলিমরা মাদিনায় হিজরতের পর মাসজিদে একত্রিত ভাবে সলাত আদায়ের সুযোগ পেয়েছে। আর হিজরতের পূর্বে মাক্কায় মুসলিমদের কোনো মাসজিদ ছিল না। অতএব, আয়াতটি মাদানী।]

৩৩। সূরহ আল-আহযাব

আয়াত - ৭৩, রুকু - ৯, সূরহ টি মাদানী

আলোচনাঃ

সূরহ আল আহযাবের বিষয়বস্তু ও নাযিলের প্রেক্ষাপট থেকে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় সূরহ আল আহযাব সম্পূর্ণই মাদানী সূরহ।

তাছাড়া এই সূরহতে মুনাফিকদের চরিত্র ও স্বভাব স্পষ্টভাবেই উন্মো-চিত করে তাদেরকে লাঞ্ছিত করা হয়েছে বলে এই সূরহ এর আরেকটি নাম রয়েছে। আর তা হলো সূরতুল ফাজিহা। (মুকাদ্দামাতুল ফিল কুরআন, সূরহ আহযাবের নামকরণ) । আর এই কথা প্রমাণিত যে, মাদিনাতেই মুনাফিকদের গোপন স্বভাব উন্মোচিত হয়েছে।

ইবনে আব্বাসও ইবনে জুবাইর ﵄ বলেন,নিশ্চয়ই সূরহ আল আহযাব মাদিনায় নাযিল হয়েছে। (আল বাহরুল মুহীত, খন্ডঃ ৮, পৃঃ ৪৫০)

৩৪। সূরহ সাবা

আয়াত - ৫৪, রুকু - ৬, সূরহ টি মাক্কী

আলোচনাঃ

সূরহ সাবা হলো মাক্কী সূরহ।

ইমাম কুরতুবী ﵀ উল্লেখ করেন, আবু সুফিয়ান যখন ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات শুনতে পেল, তখন মাক্কার কাফেরদেরকে বলল, মুহাম্মাদ তো আমাদেরকে প্রতিশ্রুতি ও ভীতি প্রদর্শন করছে যে, মৃত্যুবরণ করার পর আমাদেরকে শাস্তি পোহাতে হবে। মরণের পর আবার জীবিত হতে হবে তার ভয় আমাদেরকে দেখাচ্ছে। লাত ও উযযা দেবতাদ্বয়ের কসম করে বলছি, কিয়ামত নামের মহাপ্রলয় আমাদের উপর কখনোও আসবে না। আমরা পুনরুত্থিতও হব না। আবু সুফিয়ানের ধৃষ্টতাপূর্ণ প্রচারণার জবাবে আল্লাহ্ তা'য়ালা আলোচ্য আয়াতসমূহ নাযিল করেন। এবং তাতে আল্লাহ্ নিজ সত্তার শপথ করে কিয়ামত আসবে সুনিশ্চিত তার চ্যালেঞ্জ প্রদান করেন। (তাফসীরে কুরতুবী, খন্ডঃ ১৪, পৃঃ ২৩১)

কাতাদা ﵀ বলেন, ইবনে আব্বাস ﵁ বলেছেন, নিশ্চয়ই সূরহ সাবা মাক্কায় নাযিল হয়েছে। (আন নুকাত ওয়াল উয়ুন, খন্ডঃ ৩, পৃঃ ৩৬৮)

৩৫। সূরহ আল-ফাতির

আয়াত - ৪৫, রুকু - ৫, সূরহ টি মাক্কী

আলোচনাঃ

সূরহ আল ফাতির হলো মাক্কী সূরহ।

মুকাতিল ﵀ বলেন, সূরহ আল ফাতির এমন একটি সূরহ যা মাক্কী হওয়ার ব্যাপারে সকলেই একমত রয়েছে। (তাফসীরে মুকাতিল, খন্ডঃ ৩, পৃঃ ৫৪৯)

কাতাদাহ ﵀ বলেন, ইবনে আব্বাস ﵁ বলেছেন, নিশ্চয়ই সূরহ আল ফাতির মাক্কায় নাযিল হয়েছে। (ফাহমুল কুরআন, পৃঃ ৩৯৫)

৩৬। সূরহ ইয়াসীন

আয়াত - ৮৩, রুকু - ৫, সূরহ টি মাক্কী

আলোচনাঃ

সূরহ ইয়াসীনের বিষয়বস্তু ও নাযিলের প্রেক্ষাপট থেকে স্পষ্ট হয় যে, সূরহ ইয়াসীন মাক্কায় নাযিলকৃত মাক্কী সূরহ। তবে কয়েকটি আয়াত মাদানী রয়েছে।

ইবনে আব্বাস ﵄ বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ কাবাঘরে উচ্চস্বরে কিরাত পাঠ করতেন। মুশরিকরা কুরআন শ্রবণ করে কষ্ট পেত। তাই একদিন সকলে মিলে আল্লাহর রসূল কে কষ্ট প্রদানের উদ্দেশ্যে সমবেত হলো এবং তাঁকে ধরার জন্য এগিয়ে গেল। কিন্তু আল্লাহ তা'য়ালা তাদের প্রত্যেকের হাত ঘাড়ের সঙ্গে আটকে দিলেন এবং চক্ষুকে অন্ধ করে দিলেন। তারা বুঝতে পারল, এটা আল্লাহর রসূল এর সঙ্গে ধৃষ্টতার শাস্তি। তাই সকলে মিলে উল্টো তাঁর নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করতে গেল এবং বলল, হে মুহাম্মাদ। আমরা আপনার নিকট আল্লাহ তা'য়ালার কসম ও আত্মীয়তার দোহাই দিয়ে বলছি, আপনি আমাদেরকে এই বিপদ থেকে রক্ষা করতে সহযোগিতা করুন এবং দু'য়া করুন। কুরাইশদের প্রত্যেক শাখাগোত্রই কোনো না কোনোভাবে আল্লাহর রসূল ﷺ এর বংশের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল। তাই বলতে গেলে মাক্কার সকল কুরাইশ গোত্রই কোনো না কোনো সূত্রে আল্লাহর রসূল ﷺ এর আত্মীয় ছিলেন। তাই তারা আত্মীয়তার দোহাই দিয়ে দু'য়া প্রার্থনা করলে আল্লাহর রসূল দু'য়া করলেন। এতে সকলেই পূর্বের অবস্থায় ফিরে এলো। এই প্রসঙ্গে সূরহ ইয়াসিনের প্রথম দশটি আয়াত নাযিল হয়। (আদ দুররুল মানসুর, খন্ডঃ ৭, পৃঃ ৪২)

অত্র সূরহ এর ৪২ নং আয়াতের শান-ই নুযূলে আবু সাঈদ খুদরী ﵁ বলেন, বনু সালামার লোকজন মাদিনার উপকণ্ঠে বসবাস করতেন। একবার তাঁরা মাসজিদে নববীর কাছে এসে বসবাস করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। তাঁদের এই ইচ্ছার প্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতটি নাযিল হয় এবং সলাতের জন্য দূর থেকে মাসজিদে আগমনের প্রতিটি কদমের সওয়াব লিপিবদ্ধ হয় বলে وَكُلَّ شَيْءٍ اَحْصَيْنَاهُ فِيْ اِمَامٍ مُبِيْنٍ আয়াতে ঘোষণা করা হয়। আয়াতটি নাযিল হলে আল্লাহর রসূল ﷺ বনু সালামার লোকদেরকে ডেকে এনে আয়াতটি তেলাওয়াত করে শোনান এবং বলেন, তোমাদের প্রতিটি কদমের সওয়াব লিপিবদ্ধ করা হয়। তাঁর কথা শুনে বনু সালামার লোকজন উক্ত ইচ্ছা পরিত্যাগ করেন।

জাবির ইবনু আবদুল্লাহ ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মাসজিদের কাছাকাছি কিছু জায়গা খালি হয়। তাতে বনু সালামার লোকেরা

মাসজিদের কাছে স্থানান্তরিত হওয়ার ইচ্ছা করল। এই খবর আল্লাহর রসূল ﷺ এর কাছে পৌঁছলে তিনি তাদেরকে বললেন, আমি জানতে পেরেছি, তোমরা নাকি মাসজিদের কাছাকাছি স্থানান্তরিত হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেছ? তারা বলল, হ্যাঁ, হে আল্লাহর রসূল, আমরা মাসজিদের কাছাকাছি যাওয়ার মনস্থির করেছি। আল্লাহর রসূল বললেন, হে বনু সালামা! তোমরা তোমাদের ঘরেই থাক, তোমাদের পদচিহ্ন লেখা হবে। তোমরা ঘরে থাকো, তোমাদের পদচিহ্ন লেখা হবে। (সুনানে তিরমিযী, হাঃ ৩২২৬)

৩৭। সূরহ আস-সফফাত

আয়াত - ১৮২, রুকু - ৫, সূরহ টি মাক্কী

আলোচনাঃ

সূরহ আস সফফাত সম্পূর্ণই মাক্কী সূরহ।

ইমাম ইবনে দারীস ﵀ বলেন, মাক্কী ও মাদানী সূরহগুলো গণনা করা হয়েছে। এবং সূরহ আস সফফাত কে মাক্কী সূরহগুলোর অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। (ফাযায়িলুল কুরআন, ইমাম ইবনে দারীস ﵀ , পৃঃ ৩৪, ফাযায়িলুল কুরআন, ইমাম ইবনে কাসীর ﵀ , পৃঃ ১৬৩-১৬৪)

ইবনে আব্বাস ﵄ বলেন, সূরহ আস সফফাত মাক্কায় নাযিল হয়েছে। (আন নাসিখ ওয়াল মানসুখ, ইমাম আন নাহহাস ﵀, খন্ডঃ ২, পৃঃ ৫৯৪)

৩৮। সূরহ ছ্বদ

আয়াত - ৮৮, রুকু - ৫, সূরহ টি মাক্কী

আলোচনাঃ

সূরহ ছ্বদ হলো মাক্কী সূরহ। এই বিষয়ে কোনো মতপার্থক্য নেই।

ইবনে আব্বাস ﵄ বলেন, আবু তালিব অসুস্থ হয়ে পড়লে কুরাইশরা তাকে দেখতে এলো। আল্লাহর রসূল ﷺ ও এলেন আপন চাচাকে দেখতে। আবু তালিবের শিয়রে একজন লোক বসার মতো একটা আসন ছিল। আবু জেহেল সেখানে গিয়ে বসে পড়ল, যাতে অন্য কেউ সেখানে বসতে না পারে। আল্লাহর রসূল ﷺ আগমন করার পর

কুরাইশরা সম্মিলিতভাবে আবু তালিবের কাছে নালিশ করল এবং বলল, আপনার ভাতিজা আমাদের মাঝে বিভেদ ছড়াচ্ছেন। তখন আবু তালিব বললেন, হে ভাতিজা! তুমি তোমার কওমের কাছে কী প্রত্যাশা করো? জবাবে আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, হে চাচা! আমি তাদের কাছে কেবল একটি কালিমার স্বীকারোক্তি প্রত্যাশা করি, যা করলে গোটা আরব তাদের কাছে আনুগত্যের মাথা ঝুঁকিয়ে দেবে এবং গোটা অনারব থেকে তাদের কাছে জিজিয়া আসতে থাকবে। তিনি বললেন, একটিমাত্র কথায় এত কিছু হবে? কী সেই কালিমা? জবাবে আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, সেই কালিমাটি হলো لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ তথা আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো মাবুদ নাই বলে স্বীকার করা। আল্লাহর রসূল ﷺ মুখে এই কথা শোনার পর কাফেরদের মুখে হতাশা ফুটে উঠল এবং তারা বলতে লাগল, সমগ্র ইলাহকে তিনি এক ইলাহে পরিণত করলেন? তাদের এই কথার জবাবে সূরহ সোয়াদের শুরুর অংশ থেকে اِنْ هٰذَا اِلَّا اخْتِلَاقٌ অংশ পর্যন্ত অর্থাৎ ১ থেকে ৭ আয়াত নাযিল হয়। (মুসনাদে আহমাদ, হাঃ ২০০৮)

ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, সূরহ ছ্বদ মাক্কায় নাযিল হয়েছে। (আদ দুররুল মানসুর, খন্ডঃ ৭, পৃঃ ১৪২)

৩৯। সূরহ আয-যুমার

আয়াত - ৭৫, রুকু - ৫, সূরহ টি মাক্কী

আলোচনাঃ

সূরহ আয যুমার হলো মাক্কী সূরহগুলোর মধ্যে একটি।

ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, সূরহ আয যুমার মাক্কায় নাযিল হয়েছে। (আন নাসিখ ওয়াল মানসুখ, খন্ডঃ ২, পৃঃ ৬০৫)

ইমাম ইবনে দারীস ﷺ বলেন, মাক্কী ও মাদানী সূরহগুলো গণনা করা হয়েছে এবং সূরহ আয যুমার কে মাক্কী সূরহগুলোর অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। (ফাযায়িলুল কুরআন, ইমাম ইবনে দারীস ﷺ , পৃঃ ৩৫)

৪০। সূরহ আল-মুমিন

আয়াত - ৮৫, রুকু - ৯, সূরহ টি মাক্কী

আলোচনাঃ

সূরহ আল মুমিন হলো মাক্কী সূরহ।

আবু মালেক ﵀ বলেন আয়াতটি হারেছ বিন কায়স আস-সাহমীর ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। সে আল্লাহর আয়াত নিয়ে বিদ্রুপ করত। যেসব কুরাইশ এ নিয়ে বিদ্রুপ করত, তাদের মধ্যে সে ছিল অগ্রগামী। তার অত্যন্ত শোচনীয় পরিণতি হয়েছিল। সে কুরআনের অবমাননা করত এবং পাথরের উপাসনা করত। কোনো সুন্দর পাথর দেখলেই সে তার উপাসনায় লিপ্ত হতো এবং পরে এরচেয়ে সুন্দর পাথর পেলে আগেরটা ফেলে এটার উপাসনা করত। সে বলত, মুহাম্মাদ ﷺ বিভ্রান্ত হয়েছেন। তিনি তার অনুসারীদেরকে মৃত্যুর পর পুনরুত্থান সম্পর্কে ভয় দেখাচ্ছেন। অথচ মানুষের মৃত্যু হয় যুগের আবর্তনে এবং সময় গত-বিগত হওয়ার কারণে। এই কারণ ছাড়া ভিন্ন কোনো কারণ নেই। সে একবার লবণাক্ত শুটকি মাছ খেল। এরপর এত তৃষ্ণার্ত হলো যে, অনবরত পানি পান করত লাগল। পানি পান করতে করতে পেট ফুলে মারাই গেল। মৃত্যুর সময় তার পুরো মাথা পঁচে গিয়ে পুঁজ দিয়ে ভরে গিয়েছিল। যেসব কাফের আল্লাহর রসূল ﷺ , কুরআন ও ইসলামের সাথে বেয়াদবি করার কারণে শোচনীয় পরিণতি ও করুণ মৃত্যুর সম্মুখীন হয়েছিল, সে ছিল তাদের অন্যতম। (শাহদুল কালাম ফি ওয়াসফি খায়রিল আনাম, খন্ডঃ ১, পৃঃ ১৬৯)

ইবনে আব্বাস ﵄ বলেন, সাতটি হা-মীম সূরহ মাক্কায় নাযিল হয়েছে। (আন নাসিখ ওয়াল মানসুখ, ইমাম আন নাহহাস ﵀ , খন্ডঃ ২, পৃঃ ৬১১)। সামূরা ইবনে যুন্দুব ﵁ বলেন, সবগুলো হা-মীম সূরহ মাক্কায় নাযিল হয়েছে। (আদ দুররুল মানসুর, খন্ডঃ ৭, পৃঃ ২৬৮)

৪১। সূরহ হা-মীম আস সাজদাহ

আয়াত - ৫৪, রুকু - ৬, সূরহ টি মাক্কী

আলোচনাঃ

সূরহ হামীম আস সাজদাহ হলো মাক্কী সূরহ। তবে তার কয়েকটি আয়াত মাদানী।

ইবনে আব্বাস ﷺ এবং ইবনে জুবাইর ﷺ বলেন, সূরহ হা-মীম আস সাজদাহ মাক্কায় নাযিল হয়েছে। (আন নুকাত ওয়াল উয়ুন, খন্ডঃ ৩, পৃঃ ৪৯৫)

সামূরা ইবনে যুন্দুব ﷺ বলেন, সবগুলো হা-মীম সূরহ মাক্কায় নাযিল হয়েছে। (আদ দুররুল মানসুর, খন্ডঃ ৭, পৃঃ ২৬৮)

৩৩ নং আয়াতের শান-ই নুযূলে ইমাম থালাবী ﷺ উল্লেখ করেছেন, মাদিনার ইহুদিরা যখন আজানের বাক্য শুনত তখন আল্লাহর রসূলের পাশে সমবেত হতো। অন্যান্য মুসলমানও তখন আল্লাহর রসূলের পাশেই থাকতেন। এখানে এসে তারা বলত, হে মুহাম্মাদ! আপনি এমন এক নতুন বিষয়ের আমদানী করেছেন, যা অতীতের কোনো উম্মতের ব্যাপারে আমরা শুনিনি। আপনি যদি নবুওয়াতের দাবিতে সত্যবাদী হন তবে এই আজান আসল কোত্থেকে? কেননা আপনার আগেও তো নাবী-রসূল গত হয়েছেন। আজান যদি নাবী-রসূলগণের কাছে গ্রহণযোগ্য ও ভালো বিষয়ই হতো, তবে তাঁরা অবশ্যই তা গ্রহণ করতেন এবং তাঁরাও রাসূলগণের বিরুদ্ধাচারণ করছেন? আপনি উটের বিকট শব্দের মতো এই বিকট শব্দ কোথায় থেকে আমদানী করেছেন? এসব বাক্য কতই না বিকট ও শ্রুতিকটু! তাদের এই জঘন্য মন্তব্যের ব্যাপারে আলোচ্য আয়াত এবং সুরহ মায়িদার ৫৮নং আয়াত নাযিল হয় এবং ইহুদিদের উক্ত নিকৃষ্ট মন্তব্যের জবাবে আজানের মাধ্যমে আল্লাহ তা'য়ালার দিকে আহ্বান করাকে অতি উত্তম কথা বলে অভিহিত করা হয়। (আল-কাশফ ওয়াল বায়ান, খন্ডঃ ৪, পৃঃ ৮২)

৪২। সূরহ আশ-শুরা

আয়াত - ৫৩, রুকু - ৫, সূরহ টি মাক্কী

আলোচনাঃ

সূরহ আশ শুরা হলো মাক্কী সূরহ। তবে কয়েকটি আয়াত মাদানী রয়েছে।

ইবনে আব্বাস ﷺ ও ইবনে জুবাইর ﷺ বলেন, হা-মীম, আঈন, ছীন, ক্বফ সূরহ টি মাক্কায় নাযিল হয়েছে।

কাতাদাহ ﵀ বলেন, ২৩ ও ২৪ এবং ৩৯-৪১ নং আয়াতগুলো মাদানী। আর অবশিষ্ট সব আয়াত মাক্কী। (আল মুহাররারুল ওয়াজিজ, খন্ডঃ ২৫, পৃঃ ৪৯৮)

ইবনে আব্বাস ﵄ বলেন, আনসারগণ একবার বললেন, আমরা অমুক করেছি, এমন জবাবে আব্বাস ﵄ বললেন, 'তোমাদের ওপর আমাদের শ্রেষ্টত্ব রয়েছে।' এই কথাটি এমন করেছি ইত্যাদি। অর্থাৎ তাঁরা মুহাজিরদের ওপর নিজেদের আমলের ফখর করলেন। এই কথাটি রসূল ﷺ পর্যন্ত পৌছল। তিনি তখন আনসারদের মজলিসে আগমন করলেন এবং বললেন, হে আনসারগণ! তোমরা কি লাঞ্ছিত ছিলে না, অতঃপর আল্লাহ তা'য়ালা আমার মাধ্যমে তোমাদেরকে সম্মানিত করেছেন। তাঁরা একযোগে বললেন, হ্যাঁ, হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, তোমরা কি পথভ্রষ্ট ছিলে না, অতঃপর আল্লাহ তা'য়ালা আমার মাধ্যমে তোমাদেরকে হেদায়াত দান করেছেন? তাঁরা একযোগে বললেন, হ্যাঁ, হে আল্লাহর রসূল!

আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, তোমরা কি আমার একটি প্রশ্নের জবাব দিবে? আনসারগণ বললেন, হে আল্লাহর রসূল। বলুন, আমরা সঠিক জবাব দেব। আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, তোমরা কি বলেছ যে, 'আপনাকে আপনার কওম বের করে দিয়েছিল অতঃপর আমরা আপনাকে আশ্রয় দিয়েছি। আপনার কওমের লোকেরা আপনাকে মিথ্যাবাদী আখ্যায়িত করেছে, আমরাই সত্যবাদী আখ্যায়িত করেছি। আপনার কওমের লোকেরা আপনাকে অসম্মানিত করেছে, আমরা সম্মান করেছি।' এভাবে আল্লাহর রসূল ﷺ আনসারদের কয়েকটি বিষয় জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। আনসারগণ তখন লজ্জায় প্রত্যেকেই হাঁটুতে মাথা গুজলেন এবং মস্তক অবনত করলেন। এরপর বললেন, আমাদের যাবতীয় সম্পদ এবং আমাদের হাতে যা কিছু আছে, তার সবই আল্লাহ ও আল্লাহর রসূলের জন্য। আমরা সব আপনার জন্য উৎসর্গ করলেন।

আনসারগণ তাদের উক্ত ত্রুটির মার্জনার জন্য তাদের সমুদয় সম্পদ আল্লাহর রসূল এর জন্য উৎসর্গ করার প্রস্তাব পেশ করলে قُلْ لَا

اَسْاَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِى الْقُرْبٰى আয়াতটি নাযিল হয়। (আল-হিদায়া ইলা বুলুগিন নিহায়া, ইমাম মাক্কী ﵀, খন্ডঃ ১০, পৃঃ ৫৮৫)

ইবনে আব্বাস ﵄ বলেন, আনসারগণ একবার নিজেরা বলাবলি করলেন, আমরা যদি আল্লাহর রসূল ﷺ এর জন্য সম্পদ সঞ্চয় করতাম তাহলে ভালো হতো। এই প্রস্তাব করে তাঁরা আল্লাহর রসূলের নিকট আগমন করেন এবং বলেন, হে আল্লাহর রসূল! আমরা ইচ্ছা করেছি আপনার জন্য সম্পদ সঞ্চয় করব। তাঁদের এই প্রস্তাবের মোকাবেলায় قُلْ لَا اَسْاَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا আয়াতটি নাযিল হয়। (আল-ইস্তিআব, খন্ডঃ ৩, পৃঃ ১৯২)

৪৩। সূরহ আয-যুখরুফ

আয়াত - ৮৯, রুকু - ৭, সূরহ টি মাক্কী

আলোচনাঃ

সূরহ আয যুখরুফ হলো মাক্কী সূরহ। এই বিষয়ে কোন মতপার্থক্য নেই।

ইবনে আব্বাস ﵄ বলেন, সূরহ হা-মীম, যুখরুফ মাক্কায় নাযিল হয়েছে। (আন নাসিখ ওয়াল মানসুখ, ইমাম আন নাহহাস ﵀, খন্ডঃ ২, পৃঃ ৬১১)

সামূরা ইবনে যুন্দুব ﵁ বলেন, সবগুলো হা-মীম সূরহ মাক্কায় নাযিল হয়েছে। (আদ দুররুল মানসুর, খন্ডঃ ৭, পৃঃ ২৬৮)

৪৪। সূরহ আদ-দুখান

আয়াত - ৫৯, রুকু - ৩, সূরহ টি মাক্কী

আলোচনাঃ

সূরহ আদ দুখানের বিষয়বস্তু ও নাযিলের প্রেক্ষাপট থেকে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, সূরহ আদ দুখান মাক্কী সূরহ।

শায়েখ ইবরাহিম ইবনে ইসমাঈল ইবায়ারী ﵀ বলেন, সূরহ আদ দুখান মাক্কায় মুসলমানদের বসবাসের একেবারে শেষ দিকে ইসরার ঘটনার পর এবং হিজরতের সামান্য সময় আগে নাযিল হয়েছে। (আল

মাওসুআতুল কুরআনিয়্যাহ, খন্ডঃ ৮, পৃঃ ৭৭)

ইবনে আব্বাস ﷺ এবং ইবনে জুবাইর ﷺ বলেন, সূরহ হা-মীম, আদ দুখান মাক্কায় নাযিল হয়েছে। (আল মুহাররারুল ওয়াজিজ, খন্ডঃ ১৪, পৃঃ ২৮৩)

সামূরা ইবনে যুন্দুব ﷺ বলেন, সবগুলো হা-মীম সূরহ মাক্কায় নাযিল হয়েছে। (আদ দুররুল মানসুর, খন্ডঃ ৭, পৃঃ ২৬৮)

৪৫। সূরহ আল-জাসিয়া

আয়াত - ৩৭, রুকু - ৪, সূরহ টি মাক্কী

আলোচনাঃ

সূরহ আল জাসিয়া হলো মাক্কী সূরহ। তবে তাতে কিছু মাদানী আয়াত রয়েছে।

ইবনে আব্বাস ﷺ এবং ইবনে জুবাইর ﷺ বলেন, সূরহ হা-মীম, আল জাসিয়া মাক্কায় নাযিল হয়েছে। (আল বায়ান, ইমাম আদ দানী ﷺ, পৃঃ ২২৬)

শায়েখ ইবরাহিম ইবনে ইসমাঈল ইবায়ারি ﷺ বলেন, সূরহ আল জাসিয়া মাক্কায় মুসলমানদের বসবাসের একেবারে শেষ দিকে ইসরার ঘটনার পর এবং হিজরতের কিছু পূর্বে নাযিল হয়েছে। (আল মাওসুআতুল কুরআনিয়্যাহ, খন্ডঃ ৮, পৃঃ ৭৭)

সূরহ আল জাসিয়ার ১৪ নং আয়াতের শান-ই নুযূলে উল্লেখিত হয়েছে। ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, আয়াতের قُلْ لِلَّذِيْنَ آمَنُوْا অংশটি উমর ইবনুল খাত্তাব ﷺ এবং আয়াতের لَا يَرْجُوْنَ اَيَّامَ اللهِ অংশটি আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। ঘটনাটি سَمِّنْ كَلْبَكَ يَأْكُلْكَ নামে ইতিহাসে বিখ্যাত। ঘটনাটি হলো; মুরাইসি যুদ্ধের সময় আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই তার গোলামকে পানি সংগ্রহের জন্য পাঠালো। কিন্তু গোলাম পানি আনতে বেশ বিলম্ব করে ফেলল। আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই তাকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে গোলাম বলল, উমর ইবনুল খাত্তাব ﷺ এর গোলাম কূপের পাড়ে বসে আল্লাহর রসূল ﷺ, আবু বকর এবং উমর ﷺ এর পানির পাত্র পূর্ণ না করা পর্যন্ত অন্য কাউকে পানি

নিতে দেয়নি। একথা শুনে আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই বলল, আমাদের ও তাদের ঘটনা سَمِّنْ كَلْبَكَ يَأْكُلْكَ (তুমি তোমার কুকুর মোটাতাজা করো, যাতে সে তোমাকে ভক্ষণ করে) প্রবাদ বাক্যের মতো। অর্থাৎ আমরা মুহাম্মাদ ﷺ ও অনুসারীগণকে মাদিনায় আশ্রয় দিয়েছি এখন তাঁরাই আমাদের সকল সুযোগ-সুবিধা কেড়ে নিচ্ছেন! আমরা মাদিনায় পৌঁছলে অবশ্যই এই নিম্নশ্রেণির লোকদেরকে সম্ভ্রান্ত লোকেরা বের করে দিবে।

উবাইয়ের এই কথাটি উমর ইবনুল খাত্তাব ﷺ এর কানে পৌছলে তিনি তরবারি হাতে তুলে নিলেন এবং তাকে কতল করার ইচ্ছা করলেন। এই প্রেক্ষাপটে আলোচ্য আয়াতটি নাযিল হলো এবং তাকে কতল করতে বারণ করে ঘোষণা করা হলো, যারা আখিরাত প্রত্যাশী তারা যেন আখিরাতে অবিশ্বাসীদেরকে ক্ষমা করে উদারতা প্রদর্শন করে। (শরহে কুতফিছ ছামার ফি মুওয়াফিকাতি উমর, ইমাম সুয়ূতী রহঃ, পৃঃ ৭১)

ইবনে আব্বাস ﷺ থেকে আরও বর্ণিত, তিনি বলেন, مَن ذَا الَّذِىْ يُقرِضُ اللهَ قَرضاً حَسَناً আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর মাদিনার ফিনহাস নামক জনৈক ইহুদি বলল, মুহাম্মাদ ﷺ এর রব অভাবী হয়েছেন, তাই তিনি লোকদের কাছে ঋণ চাচ্ছেন। তার এসব ধৃষ্টতামূলক কথা শুনে উমর ইবনুল খাত্তাব ﷺ হাতে তরবারি নিয়ে তাকে খুঁজতে বের হয়ে পড়লেন। এদিকে জিবরাঈল ﷺ আগমন করে বললেন, আপনার রব قُل لِلَّذِيْنَ آمَنُوْا يَغْفِرُوْا لِلَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ اَيَّامَ اللهِ আয়াতটি দিয়ে আমাকে পাঠিয়েছেন। আয়াতটি দিয়ে আমাকে এজন্য পাঠিয়েছেন যে, উমর ﷺ একজন ইহুদিকে হত্যা করার জন্য তাকে খুঁজতে বের হয়েছেন। আয়াতটি নাযিল ও ঘটনা শোনার পর আল্লাহর রসূল ﷺ উমর ﷺ কে খুঁজতে লোক পাঠালেন। তিনি আল্লাহর রসূল ﷺ এর দরবারে উপস্থিত হওয়ার পর আল্লাহর রসূল ﷺ তাঁকে বললেন, হে উমর! হাত থেকে তরবারি ফেলে দাও। তাঁর কথা শুনে উমর ﷺ বললেন, আপনি সত্যই বলেছেন এবং আল্লাহ তা'য়ালা আপনাকে সত্য দ্বীন দিয়েই প্রেরণ করেছেন। আল্লাহর রসূল ﷺ তাঁকে বললেন এই মাত্র

জিবরাঈল ﷺ قُلْ لِّلَّذِيْنَ آمَنُوْا يَغْفِروا لِلَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ اَيَّامَ اللهِ আয়াতটি নাযিল করেছেন। আল্লাহর রসূল এর কথা শুনে উমর ﷺ বললেন, এরপর থেকে আমার চেহারায় ক্রোধের লেশমাত্র দেখা যাবে না। (শরহে কুতফিছ ছামার ফি মুওয়াফিকাতি উমর, ইমাম সুয়ূতী ﷺ, পৃঃ ৭২)

৪৬। সূরহ আল-আহকাফ

আয়াত - ৩৫, রুকু - ৪, সূরহ টি মাক্কী

আলোচনাঃ

সূরহ আল আহকাফ হলো মাক্কী সূরহ। তবে তার ১০ নং আয়াতটি মাদানী।

ইবনে আব্বাস এবং ইবনে জুবাইর ﷺ বলেন, নিশ্চয়ই সূরহ হা-মীম আল আহকাফ মাক্কায় নাযিল হয়েছে। (আল বায়ান, ইমাম আদ দানী ﷺ, পৃঃ ২২৭)

সামূরা ইবনে যুন্দুব ﷺ বলেন, সবগুলো হা-মীম সূরহ মাক্কায় নাযিল হয়েছে। (আদ দুররুল মানসুর, খন্ডঃ ৭, পৃঃ ২৬৮)

১০ নং আয়াতের শান-ই নুযূলে আওফ ইবনে মালেক আশজাঈ ﷺ বলেন, একবার আল্লাহর রসূল ﷺ আমাকে সঙ্গে নিয়ে ইহুদিদের ঈদ/উৎসবের দিন তাদের উপাসনালয়ে প্রবেশ করলেন। ইহুদিরা আমাদের প্রবেশে অসন্তুষ্ট হলো। কিন্তু আল্লাহর রসূল ﷺ সেখানে প্রবেশ করে ইহুদিরে সম্বোধন করে বললেন, হে ইহুদি সম্প্রদায়! আমাকে এমন বারোজন লোক দেখাও, যারা এ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ এর স্বাক্ষী দিলে আসমানের নিচে বসবাসকারী, সকল ইহুদির অপরাধ ক্ষমা করে তাদের প্রতি আল্লাহর ক্রোধ তুলে নিবেন। আওফ ﷺ বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ একথা বলার পর তারা নিশ্চুপ হয়ে গেল, তাদের কেউই জবাব দিল না। আল্লাহর রসূল ﷺ তিনবার এভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, কিন্তু তারা প্রতিবারই নিশ্চুপ থাকল। তখন আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, তোমরা অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলে। কিন্তু মনে রেখো, আমি হলাম সর্বশেষ নাবী, আমার দ্বারাই নবুওয়াতের ধারার সমাপ্তি ঘটেছে। তোমরা তা বিশ্বাস করো বা না করো এটাই

বাস্তবতা। সুতরাং তোমাদের অস্বীকৃতি জ্ঞাপনে কিছু যায় আসে না। আওফ ﷺ বলেন, এরপর আল্লাহর রসূল ﷺ সেখান থেকে ফিরে আসতে লাগলেন, আমিও তাঁর সঙ্গে ছিলাম। যখন মজলিস থেকে একেবারে বের হয়ে পড়ব ঠিক সেই মুহূর্তে পেছন থেকে একজন ব্যক্তি (আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম) বললেন, হে মুহাম্মাদ ﷺ ! আপনি যেমনটা বলেছেন সেটাই ঠিক। একথা বলে তিনি সমবেত লোকদের সম্বোধন করে বললেন, হে লোক সকল! তোমাদের কে কে আমাকে ভালো করে চেনে? সমবেত ইহুদিরা সমস্বরে বলল, আমরা আমাদের বর্তমান ও অতীতের কাউকে আপনার চেয়ে বড় আলেম, ফকিহ এবং আল্লাহর কিতাব সম্পর্কে অধিক বিজ্ঞ পাইনি।

ইহুদিরা এই স্বীকারোক্তি প্রদানের পর তিনি বললেন, 'তাহলে স্বাক্ষী থাকো, আমি ঘোষণা করছি যে, মুহাম্মাদ ﷺ এতক্ষণ যা বলেছেন সেটাই সত্য। তিনি আল্লাহর রসূল এবং তোমরা তাওরাতে যে নাবীর বিবরণ দেখতে পাও, তিনি হলেন এই ব্যক্তিই।

আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম এই স্বীকারোক্তি প্রদান করলে সমবেত ইহুদিরা মুহূর্তের মধ্যেই পরিপূর্ণরূপে পাল্টে গেল। এতক্ষণ পর্যন্ত যাঁকে তারা তাদের সবচেয়ে বড় আলেম ও ফকিহ বলে স্বীকার করছিল তাঁকেই তারা মিথ্যুক বলে অস্বীকার করে বসল। শুধু তাই নয়, তারা তাঁকে গালমন্দ করতে লাগল। আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম ﷺ কে ইহুদিরা গালমন্দ শুরু করলে আল্লাহর রসূল ﷺ সেটার জবাব দিয়ে বললেন, তোমাদের এখনকার কথা গ্রহণযোগ্য নয়। তোমরা একটু আগে তাঁকে নিজেদের সবচেয়ে বড়ে আলেম বলে প্রশংসা করলে, আর সে ঈমান আনার সঙ্গে সঙ্গে তোমরা তাঁকে গালমন্দ শুরু করলে! সুতরাং তোমাদের এই দ্বৈত আচরণ গ্রহণযোগ্য নয়।

এরপর আল্লাহর রসূল ﷺ আওফ ইবনে মালিক ও সদ্য ইসলাম গ্রহণকারী আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম ﷺ কে সঙ্গে নিয়ে সেখান থেকে বের হয়ে এলেন। ইহুদিদের সকলেই সত্য গ্রহণে অস্বীকৃতি জানালেও একজন ব্যক্তি সত্যের স্বাক্ষী দিলেন। তাঁর সাক্ষীদানের এই ঘটনার ব্যাপারেই তখন قُلْ اَرَاَيْتُمْ اِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللهِ وَكَفَرْتُمْ بِهٖ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ

بَنِيْ اِسْرَاءِيْلَ عَلَى مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ আয়াতটি নাযিল হলো। (সহীহ ইবনে হিব্বান, হাঃ ৭১৬২)

৪৭। সূরহ মুহাম্মাদ

আয়াত - ৩৮, রুকু - ৪, সূরহ টি মাদানী

আলোচনাঃ

সূরহ মুহাম্মাদ পূর্ণ সূরহই মাদানী।

সূরহ টির বিষয় বস্তু সাক্ষ্য দেয় যে, সূরহ টি হিজরতের পরে এমন এক সময় মাদিনায় নাযিল হয়েছিল, যখন সশস্ত্র যুদ্ধ করার নির্দেশ হয়েছিল, কিন্তু তখনও যুদ্ধ শুরু হয়নি। (তরজমায়ে সূরহ মুহাম্মাদ, পৃঃ ৩০)।

ইবনে আব্বাস এবং ইবনে জুবাইর ﵄ বলেন, সূরহ মুহাম্মাদ মাদিনায় নাযিল হয়েছে। (আন নুকাত ওয়াল উয়ুন, খন্ডঃ ৪, পৃঃ ৪২, তাফসীরে ইবনে কাসীর, খন্ডঃ ৭, পৃঃ ৩০৬)

৪৮। সূরহ আল-ফাতহ

আয়াত - ২৯, রুকু - ৪, সূরহ টি মাদানী

আলোচনাঃ

সূরহ আল ফাতহ হলো মাদানী সূরহ। এতে মত পার্থক্যের কোন সুযোগ নেই।

ইমাম ইবনে কাসীর ﵀ বলেন, ষষ্ঠ হিজরীর জিলকদ মাসে ওমরা পালন করার জন্যে আল্লাহর রসূল ﷺ মাদীনা ত্যাগ করে মাক্কাভিমুখে রওয়ানা হন। পথিমধ্যে হুদায়বিয়া নামক স্থানে মাক্কার মুশরিকরা তাঁকে মাক্কায় প্রবেশ ও বায়তুল্লাহ যিয়ারত থেকে বাঁধা প্রদান করে। অতঃপর তারা এ মর্মে সন্ধির প্রস্তাব পেশ করে, তিনি এ বছর ফিরে যাবেন এবং আগামী বছর এসে ওমরা পালন করবেন। ওমর ﵁ সহ আরো অনেক বড় বড় সাহাবীর অপছন্দ সত্ত্বেও আল্লাহর রসূল সাঃ এ সন্ধি প্রস্তাবে একমত হন। এর বিস্তারিত ঘটনা যথাস্থানে উল্লেখ করা হবে। আল্লাহর রসূল ﷺ সেখানেই হাদী (কুরবানীর পশু) কুরবানী করে মাদীনা মুনাওয়ারায় ফিরে যান। ফেরার পথে এ সূরহ অবতীর্ণ

হয়। (তাফসীরে ইবনে কাসীর, খন্ডঃ ৭, পৃঃ ২৩১-২৩২)

আনাস ﵁ বলেন, মুসলমানগণ হুদায়বিয়ার ময়দানে বাহ্যত পরাজয়মূলক সন্ধি এবং উমরা না করেই মাদিনা অভিমুখে রওয়ানা হন। এটা ছিল আমাদের সকল সাহাবীর জন্য খুবই পীড়াদায়ক। আমাদেরকে কষ্ট, দুঃশ্চিন্তা ও হতাশা আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। এই অবস্থার প্রেক্ষিতে إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِيْنًا! আয়াতটি নাযিল হয়। আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, আমার ওপর এমন একটি সূরহ নাযিল হয়েছে, যা আমার নিকট দুনিয়া ও দুনিয়ার যাবতীয় বস্তুর চেয়ে অধিক প্রিয়। (মারবিয়্যাতু গাজওয়াতিল হুদায়বিয়া, খন্ডঃ ১, পৃঃ ১৬)

৪৯। সূরহ আল-হুজরাত

আয়াত - ১৮, রুকু - ২, সূরহ টি মাদানী

আলোচনাঃ

সূরহ আল হুজরাত পূর্ণ সূরহই মাদানী।

জালাল উদ্দিন সুয়ূতী ﵀ বলেন, সূরহ ফাতাহে কাফিরদের সাথে যুদ্ধের কথা বলা হয়েছে। আর আলোচ্য সূরয় অর্থাৎ হুজরাতে মুসলমানদের মধ্যে যারা বিদ্রোহী তাদের সাথে যুদ্ধের কথা বলা হয়েছে। সুতরাং উভয় সূরয় নাফরমানদের সাথে যুদ্ধের আলোচনা থাকায় উভয় সূরহ এর মধ্যে পরস্পরের যোগসূত্র রয়েছে। (আসবারু তারতিবিল কুরআন, পৃঃ ৯১)

অতএব, অত্র সূরহ তে যুদ্ধের ঘোষণা এবং অপর একটি মাদানী সূরহ এর সঙ্গে যোগসূত্র দ্বারা প্রমাণিত হয় সূরহ হুজরাত মাদানী সূরহ। যা সূরহ এর বিষয়বস্তু ও নাযিলের প্রেক্ষাপট থেকে স্পষ্টই প্রমাণিত।

আব্দুল্লাহ ইবনে জুবায়ের ﵁ বলেন, একবার বনু তামীম থেকে কিছু লোক এলো আল্লাহর রসূল ﷺ এর কাছে। আবু বকর সিদ্দীক ﵁ বললেন, হে আল্লাহর রসূল! কা'কা ইবনে মা'বাদকে আমির নিযুক্ত করুন। উমর ﵁ বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আকরা ইবনে হাবেস ﵁ কে আমির নিযুক্ত করুন। তাঁর কথা শুনে আবু বকর সিদ্দীক ﵁

বললেন, আপনি কেবল আমার বিরোধিতা করতেই সচেষ্ট। তাই আমার সঙ্গে দ্বিমত করছেন! জবাবে উমর ﵁ বললেন, আমি মোটেই বিরোধিতা থেকে কথাটি বলিনি। এভাবে তাঁদের দুইজনের মধ্যে উচ্চবাচ্য হতে লাগল। আল্লাহর রসূলের সামনে তাঁদের স্বর উচ্চ হওয়ার এই ঘটনা প্রসঙ্গে প্রথম তিন আয়াত নাযিল হয় এবং সাহাবাগণকে আল্লাহর রসূলের সামনে নিচুস্বরে কথা বলার আদেশ করা হলো। (সহিহ বুখারী, হাঃ ৪৮৪৭)

৫০। সূরহ ক্বফ

আয়াত - ৪৫, রুকু - ৩, সূরহ টি মাক্কী

আলোচনাঃ

সূরহ ক্বফ হলো মাক্কী সূরহ। তবে তার ৩৮ নং আয়াতটি মাদানী।

ইবনে আব্বাস এবং ইবনে জুবাইর ﵁ বলেন, সূরহ ক্বফ মাক্কায় নাযিল হয়েছে। (আন নাসিখ ওয়াল মানসুখ, ইমাম ইবনে হাযাম ﵀, পৃঃ ৫৭)

সূরহ ক্বফ এর ৩৮ নং আয়াতের শান-ই নুযূলে ইবনে আব্বাস ﵁ বলেন, ইবনে আব্বাস ﵁ বলেন, একবার ইহুদিরা আল্লাহর রসূল ﷺ - এর কাছে আগমন করে আসমান-জমিন সৃষ্টি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, আল্লাহ তা'য়ালা রবি ও সোমবারে পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, মঙ্গলবার পাহাড়-পর্বত এবং এর মাঝের কল্যাণকর সবকিছু সৃষ্টি করেছেন, বুধবার গাছপালা, পানি, বসতভূমি ও মরুভূমি সৃষ্টি করেছেন, বৃহস্পতিবার আসমান সৃষ্টি করেছেন, শুক্রবারের শেষের তিন ঘণ্টার আগে আগে নক্ষত্ররাজি, চন্দ্র, সূর্য, ফেরেশতা সৃষ্টি করেছেন। আর শেষের তিন ঘণ্টার প্রথম ঘণ্টায় মানুষের ভাগ্য তথা হায়াত-মউত সৃষ্টি করেছেন, দ্বিতীয় ঘণ্টায় বিপদ ও দুর্যোগ সৃষ্টি করেছেন এবং তৃতীয় ঘণ্টায় আদম ﵇ কে সৃষ্টি এবং তাঁকে জান্নাতে স্থান দিয়েছেন, ইবলিসকে সিজদা করার আদেশ করেছেন এবং শেষ ঘণ্টার শেষ প্রহরের দিকে তাকে জান্নাত থেকে বের করে দিয়েছেন। ইহুদিরা বলল, হে মুহাম্মাদ ﷺ । তারপর কী হলো? আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, তারপর আল্লাহ তা'য়ালা আরশে

অধিষ্ঠিত হলেন। ইহুদিরা বলল, আপনি ঠিকই বলেছেন, তবে একটু অসমাপ্তি রয়েছে। সেই অসমাপ্ত অংশটুকু হলোঃ

ثُمَّ اسْتَرَاحَ يَوْمَ السَّبْتِ وَاسْتَلْقَى عَلَى الْعَرْشِ

'এরপর আল্লাহ তা'য়ালা শনিবার বিশ্রাম করলেন এবং আরশের ওপর শুয়ে পড়লেন!'

আল্লাহর সাথে 'বিশ্রাম করার' সম্বোধন করায় আল্লাহর রসূল ﷺ খুবই অসন্তুষ্ট ও রাগান্বিত হলেন। তখন আলোচ্য আয়াতটি নাযিল হলো এবং বেদ্বীনদের অসৌজন্যমূলক কথায় রাগান্বিত ও অসন্তুষ্ট না হওয়ার আদেশ করে এবং আল্লাহ আসমান-জমিন সৃষ্টি করার পর ক্লান্ত হননি বলে আয়াতে ঘোষণা করে এই আয়াতটি নাযিল হলো। (আল কাশফ ওয়াল বায়ান, খন্ডঃ ৯, পৃঃ ১০৬)

৫১। সূরহ আয-যারিয়াত

আয়াত - ৬০, রুকু - ৩, সূরহ টি মাক্কী

আলোচনাঃ

সূরহ আয যারিয়াত হলো মাক্কী সূরহগুলোর মধ্যে হতে একটি। তবে তাতে বেশ কয়েকটি মাদানী আয়াত রয়েছে।

শায়েখ মুস্তফা আদবী ﵀ বলেন, সূরহ আয যারিয়াত নাযিল হওয়ার স্থান হলো মাক্কা নগরী। (সিলসিলাতুত তাফসীর, খন্ডঃ ৩৮, পৃঃ ১)

সূরহ আয যারিয়াতের ১৭ নং আয়াতের শান-ই নুযূলে মুজাহিদ ﵀ বলেন, আয়াতটি আনসারগণের মর্যাদা ও ফজিলত বর্ণনা প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে। তাঁরা মাগরিব সলাত আদায় করে মসজিদেই বসে থাকতেন। এরপর ইশার সলাত আল্লাহর রসূলের সাথে আদায় করে ঘরে ফিরে যেতেন। এই আয়াত এবং আস-সিজদার تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ আয়াতটি মূলত একই ঘটনা প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে। (তাফসীরে তাবারী, খন্ডঃ ১৬, পৃঃ ১৪৮)

৫২। সূরহ আত-তূর

আয়াত - ৪৯, রুকু - ২, সূরহ টি মাক্কী

আলোচনাঃ

সূরহ আত তূর হলো মাক্কী সূরহ।

শায়েখ মুহাম্মাদ আমিন বিন আব্দুল্লাহ আল হারারি ﵀ বলেন, আলোচ্য সূরহ এর শুরুতে আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর অসীম সৃষ্টিকুলের বড় তিনটি বস্তুর কসম করেছেন। তূর পাহাড়, বাইতুল মামূর এবং সমুদ্রের। কেননা এই তিনটি স্থানে তিনজন সম্মানিত নাবী মহান আল্লাহ তা'য়ালার সঙ্গে কথা বলেছিলেন। তূর পাহাড়ে মূসা ﵇, বাইতুল মামূরে আল্লাহর রসূল ﷺ মিরাজ রজনিতে এবং সমুদ্রে মাছের পেটে ইউনুস ﵇ । কাফিররা পরকাল ও নবুওয়াত অস্বীকার করতো। তাই নবুওয়াত প্রমাণের জন্য কাফিরদের সামনে এই তিনটি স্থান উপস্থাপন করা হয়েছে। কেননা এই তিনটি স্থানেই তিন জন নাবী মহান আল্লাহ তা'য়ালার সাথে কথা বলেছেন। আর আল্লাহর সাথে কথা বলা নুবুওয়াতের একটি অংশ। (হাদায়িকুর রওহিওয়ার রয়হান, খন্ডঃ ২৮, পৃঃ ৪৪)

অতএব অত্র সূরহ এর সূচনায় বিষয়বস্তু থেকে প্রমাণিত হয় যে, সূরহ টি মাক্কী।

ইবনে আব্বাস এবং ইবনে জুবাইর ﵄ বলেন, সূরহ আত তূর মাক্কায় নাযিল হয়েছে। (আল বায়ান, ইমাম আদ দানী ﵀ , পৃঃ ২৩৩)

৫৩। সূরহ আন-নাজম

আয়াত - ৬২, রুকু - ৩, সূরহ টি মাক্কী

আলোচনাঃ

সূরহ আন নাজম হলো মাক্কী সূরহ। এতে মতপার্থক্যের কোন সুযোগ নেই। তবে তার ৩২ ও ৪৩ নং আয়াতদ্বয় মাদানী।

ইমাম বুখারী ﵀ বলেন, আমাকে পর্যায়ক্রমে নসর ইবনে আলী, আবু আহমদ, ইসরাঈল, আবু ইসহাক, আসওয়াদ ইবনে ইয়াযীদ ﵀ এর সূত্রে আবদুল্লাহ ﵁ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন - সাজদার আয়াত সম্বলিত সর্বপ্রথম যে সূরহ টি অবতীর্ণ হয়, তা হলো সূরহ নাজম। এ সূরহ অবতীর্ণ হওয়ার পর আল্লাহর রসূল ﷺ সাজদা করেন। তাঁর

দেখাদেখি উপস্থিত অন্যরাও সাজদা করে। তবে এক ব্যক্তিকে দেখলাম, সে স্বাভাবিক নিয়মে সাজদা না করে এক মুষ্টি মাটি হাতে নিয়ে তাতে কপাল ঠেকিয়ে সাজদা করে। উমাইয়া ইবনে খালাফ নামক সে লোকটি পরবর্তীতে কাফির অবস্থায় নিহত হতে আমি দেখেছি।

ইমাম বুখারী ﵀ কয়েক জায়গায়ই এ হাদীস উল্লেখ করেছেন। ইমাম মুসলিম, আবু দাউদ ও নাসাঈ ﵀ আবু ইসহাক ﵀ থেকে বিভিন্ন সূত্রে এ হাদীস উল্লেখ করেছেন। এ বর্ণনায় যে উমাইয়া ইবনে খালাফ এর নাম বলা হয়েছে, তাতে জটিলতা রয়েছে। কেননা এ সূত্র ছাড়া অপর সূত্রে উমাইয়া ইবনে খালাফের পরিবর্তে উতবা ইবনে রাবিয়ার নাম উল্লেখ করা হয়েছে। (তাফসীরে ইবনে কাসীর, খন্ডঃ ৭, পৃঃ ৪৩৫)

অত্র হাদিস দুইটিতে যেই দুইটি ব্যক্তির কাফির হয়ে যাওয়ার কথা উল্লেখ হয়েছে। তারা দুজনই ছিলো মাক্কার কুরাইশদের নেতৃস্থানীয় পর্যায়ের ব্যক্তি। যাদের মাদিনার ইসলামের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। অতএব স্পষ্টতই বোঝা যায় সূরহ আন নাজম মাক্কী সূরহ।

ইবনে আব্বাস ﵄ বলেন, নাবী ﷺ সূরহ নাজম তিলাওয়াত করে সিজদা করেছেন। এবং তার সাথে মুসলিম, মুশরিক, জ্বীন ও মানুষেরা সিজদা করেছে। (সহিহ বুখারী, তাফসীর অধ্যায়, সূরহ আন নাজম পরিচ্ছেদ)

ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী ﵀ বলেছেন, এই ঘটনাটি কোনো মতভেদ ছাড়াই মাক্কায় ঘটেছে। (ফাতহুল বারী, খন্ডঃ ৮, পৃঃ ৬১৫)

উম্মুল মুমিনীন আয়েশা সিদ্দীকা ﵂ বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ একবার একটি মজলিসের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। মজলিসের লোকেরা তখন হাসাহাসি করছিল। তিনি তাদেরকে বললেন, আমি যা জানি যদি তোমরা তা জানতে তবে কম হাসতে এবং বেশি বেশি কাঁদতে। তিনি একথা বলে উক্ত মজলিস অতিক্রম করে চলে যেতেই জিবরাঈল ﵇ وَاَنَّهُ هُوَ اَضْحَكَ وَاَبْكَى আয়াত নিয়ে আগমন করলেন।

এই আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর আল্লাহর রসূল ﷺ মজলিসের নিকট পুনরায় ফিরে এলেন এবং বললেন, আমি তোমাদেরকে অতিক্রম করে চল্লিশ কদম এগিয়ে যাওয়ার আগেই জিবরাঈল ﷺ এই আয়াত নিয়ে আগমন করেছেন এবং তিনি আমাকে আদেশ করেছেন, আপনি সেই কওমের কাছে আবার যান এবং আয়াতটি তিলাওয়াত করুন। একথা বলে তিনি তাদের সামনে তা তিলাওয়াত করলেন। (তাফসীরে মুনির, খন্ডঃ ২৭, পৃঃ ১২৭)

৫৪। সূরহ আল-ক্বমার

আয়াত - ৫৫, রুকু - ৩, সূরহ টি মাক্কী

আলোচনাঃ

সূরহ আল ক্বমার হলো পূর্ণ মাক্কী সূরহ।

শায়েখ আত তাহির ইবনে আশুর رحمه الله বলেন, সূরহ টি হিজরতের পূর্বেই নবুওয়াতের ৫ম সনে মাক্কায় নাযিল হয়েছে। ইবনে আব্বাস رضي الله عنه এর মতে সূরহ ক্বমার নাযিল হওয়া এবং বদর যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার মাঝে সময়ের ব্যবধান ছিলো ৭ বছর। আর বদর যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিলো দ্বিতীয় হিজরীতে। (আত তাহরীর ওয়াত তানবীর, খন্ডঃ ২৭, পৃঃ ১৬৬)

حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ قَالَ سَاَلَ اَهْلُ مَكَّةَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آيَةً فَانْشَقَّ الْقَمَرُ بِمَكَّةَ مَرَّتَيْنِ فَنَزَلَت : اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ (اِلَى قَوْلِهِ : (سخرٌ مُسْتَمِرٌ) يَقُوْلُ ذَاهِبٌ . قَالَ اَبُوْ عِيْسَى هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ

আনাস رضي الله عنه বলেন, যখন মাক্কাবাসীরা নাবী ﷺ এর নিকট একটি নিদর্শন পেশ করার দাবি করল, সে সময় মাক্কাতে চাঁদটি দুইবার বিদীর্ণ হয়। এ সম্পর্কে আয়াত অবতীর্ণ হয় : "ক্বিয়ামাত নিকটবর্তী হয়েছে এবং চাঁদ বিদীর্ণ হয়েছে। তারা কোন মু'জিযা (নিদর্শন) প্রত্যক্ষ করলে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে, এটা তো চিরাচরিত যাদু।" (সূরহ ক্বামার ১-২) (জামে আত তিরমিজি, হাঃ ৩২৮৬)

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ اَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِيْ

مَعْمَرٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنًى فَانْشَقَّ الْقَمَرُ فِلْقَتَيْنِ فِلْقَةٌ مِنْ وَرَاءِ الْجَبَلِ وَفِلْقَةٌ دُوْنَهُ فَقَالَ لَنَا رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْهَدُوا . يَعْنِى : (اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ)

ইবনু মাস'ঊদ ﷺ বলেন, একদিন আমরা নাবী ﷺ এর সঙ্গে মিনায় অবস্থানরত ছিলাম। সে সময় হঠাৎ চাঁদ বিদীর্ণ হয়ে দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল। এর একটি অংশ পাহাড়ের পিছন দিকে এবং অন্য অংশ পাহাড়ের সম্মুখে পড়ে গেল। আল্লাহর রসূল আমাদের বললেনঃ তোমরা প্রত্যক্ষ কর এবং সাক্ষী থাকঃ "ক্বিয়ামাত নিকটবর্তী হয়েছে এবং চাঁদ বিদীর্ণ হয়েছে।" (সূরহ ক্বামার, আঃ ১) (জামে আত তিরমিজি, হাঃ ৩২৮৫)

৫৫। সূরহ আর-রহমান

আয়াত - ৭৮, রুকু - ৩, সূরহ টি মাক্কী

আলোচনাঃ

সূরহ আর রহমান হলো মাক্কী সূরহ। যা সূরহ আর রহমানের বিষয়বস্তু ও নাযিলের প্রেক্ষাপট থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত হয়।

ইবনে আব্বাস ﷺ ও ইবনে জুবাইর ﷺ এবং আয়িশা ﷺ বলেন, সূরহ আর রহমান মাক্কায় নাযিল হয়েছে। (আল বায়ান, ইমাম আদ দানী ﷺ, পৃঃ ১৩৩-১৩৪)

উরওয়া ইবনে যুবায়ের ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : 'আল্লাহর রসূল এর পর মাক্কায় সর্বপ্রথম উচ্চস্বরে কুরআন পাঠকারী ছিলেন আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ ﷺ । তিনি বলেন : একদিন আল্লাহর রসূল ﷺ এর সাহাবীগণ একত্রিত হলেন এবং বললেন : আল্লাহর কসম, কুরাইশরা কখনোই এই কুরআন উচ্চস্বরে পাঠ করতে শোনেনি; সুতরাং কে আছে যে তাদের এটি শোনাবে? আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ বললেন : আমি। তারা বললেন : আমরা তাদের পক্ষ থেকে আপনার জীবনের আশঙ্কা করছি। আমরা তো এমন একজন লোক চাচ্ছি যার পেছনে শক্তিশালী গোত্র রয়েছে, যাতে কাওমের লোকেরা তাকে কোনো কষ্ট দিতে চাইলে তার গোত্র তাকে রক্ষা করতে পারে। তিনি

(ইবনে মাসউদ) বললেন : তোমরা আমাকে ছেড়ে দাও, নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাকে রক্ষা করবেন। বর্ণনাকারী বলেন : অতঃপর ইবনে মাসউদ ﵁ পরদিন সকালবেলা চাশতের সময়ে মাকামে ইবরাহিমে আসলেন, যখন কুরাইশরা তাদের মজলিসে বসা ছিল। এরপর তিনি মাকামের পাশে দাঁড়িয়ে উচ্চস্বরে তিলাওয়াত করলেন : بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ আল্লাহর নামে শুরু করছি যিনি পরম করুণাময় অতি-দয়ালু। الرَّحْمَنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ (দয়াময় আল্লাহ। তিনি শিক্ষা দিয়েছেন কুরআন)। বর্ণনাকারী বলেন : এরপর তিনি তাদের দিকে মুখ করে তিলাওয়াত করতে থাকলেন। তারা তার দিকে তাকাতে লাগল এবং বলতে শুরু করল : ইবনে উম্মে আবদ (ইবনে মাসউদের উপনাম) কী বলছে? এরপর তারা বলল : সে তো মুহাম্মাদ যা নিয়ে এসেছে তারই কিছু অংশ তিলাওয়াত করছে। তখন তারা তার দিকে উঠে এল এবং তার মুখমণ্ডলে আঘাত করতে লাগল। কিন্তু তিনি তিলাওয়াত চালিয়ে যেতে থাকলেন যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তিলাওয়াত করানোর ইচ্ছা করলেন। এরপর তিনি তার সাথীদের কাছে ফিরে গেলেন, অথচ তার মুখমণ্ডলে আঘাতের চিহ্ন ছিল। তারা তাকে বলল : এটাই সেই বিষয় যা নিয়ে আমরা আপনার ব্যাপারে ভীত ছিলাম। তিনি বললেন : আল্লাহর শত্রুরা এখনকার চেয়ে আমার কাছে আর কখনও এত তুচ্ছ ছিল না। তোমরা যদি চাও তবে আগামীকাল সকালেও আমি তাদের সামনে একই কাজ করব। তারা বলল : না, আপনার জন্য এটাই যথেষ্ট, আপনি তাদের তা শুনিয়েছেন যা তারা অপছন্দ করে। (আস-সিরাতুন নবুবিয়্যাহ, ইবনে ইসহাক ﵀ , খন্ডঃ ১, পৃঃ ৩১৪-৩১৫)

মুকাতিল ﵀ বলেন, সূরহ ফুরকানের وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ اسْجُدُوْا لِلرَّحْمٰنِ আয়াতটিতে আল্লাহ তা'য়ালার গুনবাচক নাম اَلرَّحْمٰنِ উল্লেখ করা হলে, কাফিররা বলে আমরা তো রহমান নামে কাউকে চিনি না। তাদের এই কথার জবাবে আলোচ্য আয়াত عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ اَلرَّحْمٰنُ নাযিল হয় এবং রহমানের পরিচয় তুলে ধরা হয়। (ফাতহুল বায়ান ফি মাকাসিদিল কুরআন, খন্ডঃ ১৩, পৃঃ ৩১৩)

আর সূরহ ফুরকান নাযিল হয়েছে নবুওয়াতের দশম বছরে। যা আমি ইতিপূর্বেই আলোচনা করেছি।

৫৬। সূরহ আল-ওয়াক্বিয়াহ

আয়াত - ৯৬, রুকু - ৩, সূরহ টি মাক্কী

আলোচনাঃ

সূরহ আল ওয়াক্বিয়াহ হলো মাক্কী সূরহ। তবে তার কয়েকটি আয়াত মাদানী রয়েছে।

হাফেয আবু ইয়ালা ﵀ বলেন, আমার কাছে পর্যায়ক্রমে খালাফ ইবনে হিশাম, বাযযার ﵀ আবুল আহওয়াস, আবু ইসহাক এর সনদে ইকরামা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আবু বকর ﵁ বলেছেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ কে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রসূল ﷺ , আপনাকে কিসে বৃদ্ধ বানিয়ে দিয়েছে? আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, 'সূরহ হুদ, ওয়াকিয়াহ, নাবা ও তাকউইর আমাকে বৃদ্ধ বানিয়ে ফেলেছে।' ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী ﵀ বলেন, আমার কাছে পর্যায়ক্রমে আবু কুরাইব ﵀ মুহাম্মাদ বিন আলা, মুয়াবিয়া বিন হিশাম, শায়বান, আবু ইসহাক, ইকরামার সনদে ইবনে আব্বাস ﵄ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আবু বকর ﵁ বললেন, হে আল্লাহর রসূল ﷺ, আপনি তো বৃদ্ধ হয়ে গেলেন। আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, আমাকে 'সূরহ হুদ, ওয়াকিয়াহ, মুরসালাত, নাবা ও তাকউইর বৃদ্ধ বানিয়ে ফেলেছে।' (তাফসীরে ইবনে কাসীর, খন্ডঃ ৪, পৃঃ ১৩২)

ইবনে আব্বাস ও ইবনে জুবাইর ﵄ বলেন, নিশ্চয়ই সূরহ আল ওয়াক্বিয়াহ মাক্কায় নাযিল হয়েছে। (আদ দুররুল মানসুর, ইবনে মারদুওয়াহ ﵀ , খন্ডঃ ৮, পৃঃ ৩)

হাবশায় হিজরত ও ইসরার ঘটনার মাঝামাঝি সময়ে মাক্কায় নাযিল হয়েছে। (সূরহ-আয়াতের মুনাসাবাত ও শান-ই নুযূল, মুফতি আবু বকর সিরাজী, খন্ডঃ ২, পৃঃ ৫২৭)

১০ নং আয়াতের শান-ই নুযূলে ইবনে আব্বাস ﵄ বলেন, যারা দুই কিবলার দিকে ছলাত আদায় করেছেন এবং বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ

করেছেন, তাদের ফজিলাত বর্ণনা করে আয়াতটি নাযিল হয়েছে। (মাফাতিহুল নায়িব, খন্ডঃ ৩৪, পৃঃ ১০৯)

কিবলা পরিবর্তন ও বদর যুদ্ধের ঘটনা মাদিনাতেই ঘটেছে। এই ব্যাপারে কোনরূপ মত পার্থক্য নেই। যদিও অত্র আয়াতটি কিবলা পরিবর্তন ও বদর যুদ্ধের যোদ্ধাদের ফজিলাত বর্ণনা করে নাযিল হয়েছে। তবুও এটা কিয়ামাত পর্যন্ত মুসলিমরা দুইটি আমলের মাধ্যমে এই মর্যাদা লাভ করবে। আর তা হলো, উবাইদা ইবনে সামিত ﵁ বলেন, যারা মাসজিদে আগে যায় এবং জিহাদে বের হয় তাদের মর্যাদা বর্ণনা করে নাযিল হয়েছে। (তাফসীরে রুহুল মাআনী, খন্ডঃ ২, পৃঃ ৪৯৫)

৭৮-৮২ নং আয়াতের শান-ই নুযূলে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ﵄ বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ প্রচণ্ড তাপের মধ্যে তাবুক যুদ্ধের সফর করলেন। চলতে চলতে লোকেরা পানিবিহীন 'হিজর' নামক একটি স্থানে যাত্রা বিরতি দিলেন। তারা পিপাসায় কাতর হয়ে পড়লেন। এমনকি পিপাসার কারণে কেউ কেউ উট জবেহ করতে চাইলেন, যাতে উটের পাকস্থলিতে থাকা পানি বের করে তা পান করতে পারেন। উমর ﵁ বলেন, আমরা মনজিলে অবতরণ করার পর কেউ কেউ তাদের নিজেদের উট জবেহ করে চিবানো ঘাস নিংড়িয়ে পানি পান করলেন। আর কিছু ঘাস (গোবর) বুকের ওপর দিলেন গরমের তীব্রতা কমানোর (শীতলতা লাভের) জন্য।

এই ভয়াবহ পরিস্থিতিতে আবু বকর সিদ্দীক ﵁ আল্লাহর রসূল ﷺ এর নিকট পানি প্রার্থনা করলেন। আল্লাহর রসূল ﷺ তখন বললেন, আমি যদি বৃষ্টিপ্রার্থনার সলাত আদায় করি এবং তাতে বৃষ্টি হয়, তাহলে হয়ত তোমাদের কেউ কেউ বলবে, অমুক অমুক নক্ষত্রের প্রভাবের কারণে বৃষ্টি হয়েছে। সাহাবাগণ বললেন, হে আল্লাহর রসূল! এখন তো নক্ষত্র উদয়ের সময় নয়, তাই কেউ এমন ধারণা করবে না। তখন আল্লাহর রসূল ﷺ কিছু পানি চাইলেন এবং তা দিয়ে অজু করে সলাতে দাঁড়ালেন। সলাতে বৃষ্টির জন্য দু'য়া করলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই চতুর্দিক কালো হয়ে গেল। আকাশে মেঘমালা দেখা দিল এবং

প্রচুর বৃষ্টি হলো। এমনকি বৃষ্টির পানিতে আশেপাশের সকল নালা ও উপত্যকা পানিতে ভরে গেল। কোনো কোনো বর্ণনায় পাওয়া যায়, মেঘমালা কেবল ওই বাহিনীর লোকদের উপরেই ছড়িয়ে পড়ল, তাদের অতিক্রম করল না। যাহোক, সকলে পরিতৃপ্ত হয়ে পানি পান করলেন এবং নিজ নিজ পাত্রে পানি সংরক্ষণও করলেন। সাহাবাগণ বলেন, আল্লাহর রসূল দেখলেন, একজন ব্যক্তি আজলা ভরে তার পাত্রে পানি ভরছে এবং বলছে - هذا نوء فلان 'এটা অমুকের প্রভাবের বৃষ্টির পানি।' আরেক বর্ণনায় এসেছে, জনৈক আনসারী সাহাবী মুনাফিক হিসেবে অভিযুক্ত একজন ব্যক্তিকে বললেন, 'তুমি কি খেয়াল করেছ আল্লাহর রসূল ﷺ বৃষ্টিপ্রার্থনা করার ফলে কী বিপুল পরিমাণ বৃষ্টি হলো?' সে বলল, 'আরে বৃষ্টি তো হয়েছে অমুক অমুক নক্ষত্রের প্রভাবে!' এসব লোকের এধরনের কথার প্রেক্ষিতে وَتَجْعَلُوْنَ رِزْقَكُمْ اَنَّكُمْ تُكَذِّبُوْنَ আয়াতটি নাযিল হলো এবং ঘোষণা করা হলো, তোমরা আল্লাহ প্রদত্ত রিজিক তথা বৃষ্টি লাভের পর শোকরগোজার না করে তা অন্যের দিকে তথা নক্ষত্রের প্রভাবের দিকে নিছবত করে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো! (সিরাতুল হালাবিয়াহ, খন্ডঃ ৫, পৃঃ ৩৮৪)

৫৭। সূরহ আল-হাদীদ

আয়াত - ২৯, রুকু - ৪, সূরহ টি মাদানী

আলোচনাঃ

সূরহ আল হাদীদ হলো মাদানী সূরহগুলোর মধ্যে হতে একটি।

ইবনে আব্বাস ﷺ এবং ইবনে জুবাইর ﷺ বলেন, সূরহ আল হাদীদ মাদিনায় নাযিল হয়েছে। (আন নাসিখ ওয়াল মানসুখ, খন্ডঃ ৩, পৃঃ ৫২)

শায়েখ ইবরাহিম ইবনে ইসমাঈল ইবায়ারী ﷺ বলেন, সূরহ টি বদর যুদ্ধের পর এবং আহযাব যুদ্ধের আগে মাদিনায় নাযিল হয়েছে। (আল মাওসুআতুল কুরআনিয়্যাহ, খন্ডঃ ৮, পৃঃ ১৬৯)

৫৮। সূরহ আল-মুজাদালাহ

আয়াত - ২২, রুকু - ৩, সূরহ টি মাদানী

আলোচনাঃ

সূরহ আল মুজাদালাহ হলো মাদিনায় নাযিলকৃত মাদানী সূরহ।

ইবনে আব্বাস ﵄ এবং ইবনে জুবাইর ﵄ বলেন, সূরহ আল মুজাদালাহ মাদিনায় নাযিল হয়েছে। (আল বায়ান, ইমাম আদ দানী ﵀, পৃঃ ২৪২)

ইবনে আবু হাতিম ﵀ পর্যায়ক্রমে আ'মাশ, তামীম ইবনে সালামা, উরওয়াহ ﵀ এর সূত্রে আয়িশা ﵂ থেকে বর্ণিত, রেওয়াতে রয়েছে, আয়িশা ﵂ বলেন, বরকতময় সে মহান আল্লাহ, যিনি উঁচু নীচু সকল আওয়াযই শোনেন। অভিযোগকারিণী খাওলা বিনতে ছা'লাবা ﵂ রসূল ﷺ এর খিদমতে হাযির হয়ে ফিসফিস করে অভিযোগ পেশ করছিলেন, কখনো কোনো শব্দ আমার কানে পৌঁছতো, কিন্তু অধিকাংশ কথাই আমার শোনার উপায় ছিলো না। তিনি তার স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করছিলেন - হে আল্লাহর রসূল! লোকটির সঙ্গে থেকে আমি যৌবন কাটালাম, সন্তান সন্ততিও হলো, এখন বৃদ্ধা হয়েছি। সন্তান হওয়ারও কোনো সম্ভাবনা নেই। এখন তিনি আমার সাথে 'যিরার' করলেন। হে আল্লাহ! তোমার কাছে আমি এ ফরিয়াদ জানাচ্ছি। এই বলে অভিযোগকারিণী ঘর থেকে বের হতেও পারেননি। এমন সময় জিবরাঈল ﵇ এ আয়াত নিয়ে হাযির হলেন – قَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّتِيْ تُجَادِلُكَ فِيْ زَوْجِهَا وَتَشْتَكِيْٓ اِلَى اللهِ মহিলার স্বামীর নাম আওস ইবনে সামেত ﵁।

ইবনে লাহিয়া ﵀ বলেন, আবুল আসওয়াদ ﵀ ওরওয়া ﵀ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, তিনি হলেন, 'আওস ইবনে সামেত' ﵁। আর এই আওস ইবনে সামেত ﵁ মাঝে মাঝে মানসিকভাবে অসুস্থ হতেন, যখন তিনি অসুস্থ হতেন, তখন কখনও কখনও নিজ স্ত্রীর সাথে যিরার করে বসতেন। তারপর যখন সুস্থ হতেন, তখন যেন কিছুই হয়নি মনে করতেন। তার স্ত্রী এ ব্যাপারে আল্লাহর রসূল এর কাছে ফতোয়া জানার জন্যে আসেন এবং আল্লাহ তায়ালার কাছে ফরিয়াদ জানান, তখনই قَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّتِيْ تُجَادِلُكَ فِيْ زَوْجِهَا وَتَشْتَكِيْٓ

اِلَى اللهِ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। উরওয়া ﵀ থেকে তাঁর পুত্র হিশাম ﵀ ও অনুরূপ বর্ণনা করেন।

ইবনে আবু হাতেম ﵀ বলেন, পর্যায়ক্রমে আমার পিতা, মূসা ইবনে ইসমাঈল আবু সালামা ﵀ এর সূত্রে জারীর ইবনে হাযেম ﵀ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আবু ইয়াযীদ ﵀ কে বর্ণনা করতে শুনেছি, তিনি বলেন, এক মহিলা ওমর ﵁ এর সাথে দেখা করেন। সে মহিলাকে বলা হতো - খাওলা বিনতে ছা'লাবা। এ সময় লোকদের সাথে পথ চলছিলেন। এক বৃদ্ধা তাঁকে ডেকে থামান এবং খলীফা বিনীতভাবে তার কথা শুনতে লাগলেন। বৃদ্ধা নিজ প্রয়োজন পূর্ণ করে চলে গেলে খলীফা সঙ্গীদের কাছে ফিরে আসলে একজন বললেন, হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি এক বৃদ্ধার জন্যে এতোগুলো কুরায়শী লোককে দীর্ঘক্ষণ দাঁড় করিয়ে রাখলেন? তিনি বললেন, হায়! তোমরা যদি জানতে এ বৃদ্ধা কে? ইনি তো সেই মহিলা, যার ফরিয়াদ আল্লাহ তা'য়ালা সপ্ত আকাশের ওপর থেকে শুনেছেন। এ মহিলা হলো – 'খাওলা বিনতে ছা'লাবা।' আল্লাহর কসম! যদি আজ সকাল থেকে সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত পর্যন্ত তিনি আমাকে কিছু বলতে থাকতেন, তথাপি আমি তার কাছে থেকে নড়তাম না। শুধু সলাতের সময় সলাত পড়ে আবার তার খেদমতে হাযির হতাম। এ হাদীসের সূত্রে আবু ইয়াযীদ ﵁ ও ওমর ইবনে খাত্তাব ﵁ এর মাঝে বিচ্ছিন্নতা রয়েছে। এ সূত্র ছাড়া অন্য সূত্রেও হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। (তাফসীর ইবনে কাসীর, খন্ডঃ ৭, পৃঃ ৬৮০)

৫৯। সূরহ আল-হাশর

আয়াত - ২৪, রুকু - ৩, সূরহ টি মাদানী

আলোচনাঃ

সূরহ আল হাশর হলো মাদানী সূরহ।

ইবনে আব্বাস ﵁ এ সূরহকে 'সূরহ বনী নাযীর' বলতেন, এটা মাদীনায় অবতীর্ণ হয়।

সাঈদ ইবনে মানসূর ﵀ বলেন, পর্যায়ক্রমে হোশায়ম, আবু বিশর ﵀ এর সূত্রে সাঈদ ইবনে জোবায়র ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি

ইবনে আব্বাস ﷺ কে সূরহ হাশর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন,সূরহ হাশর বনী নাযীর সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম ﷺ অন্য সূত্রে হোশায়ম ﷺ থেকে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইমাম বোখারী ﷺ পর্যায়ক্রমে আবু আওয়ানা, আবু বিশর ﷺ এর সূত্রে সাঈদ ইবনে জোবায়র ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি একদিন ইবনে আব্বাস ﷺ - কে জিজ্ঞেস করলাম, এটা কি সূরহ হাশর? উত্তরে তিনি বললেন, বরং বলো, সূরহ 'আন নাযীর।' (তাফসীর ইবনে কাসীর, খন্ডঃ ৭, পৃঃ ৭১৯)। আর বানী নাযির হলো মাদিনার ইয়াহুদি সম্প্রদায়ের একটি গোত্র।

ইবনে আব্বাস এবং ইবনে জুবাইর ﷺ বলেন, সূরহ হাশর মাদিনায় নাযিল হয়েছে। (আন নুকাত ওয়াল উয়ুন, খন্ডঃ ৪, পৃঃ ২০৬)

৬০। সূরহ আল-মুমতাহানা

আয়াত - ১৩, রুকু - ২, সূরহ টি মাদানী

আলোচনাঃ

সূরহ আল মুমতাহানা হলো মাদীনায় নাযিলকৃত মাদানী সূরহ। যাতে কোন মত পার্থক্যের সুযোগ নেই।

ইমাম ইবনে কাসীর ﷺ বলেন, এই সূরহ শুরুর ভাগ বদরী সাহাবী হাতিব ইবনে আবু বালতামা ﷺ এর ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নাযিল হয়েছে। (তাফসীর ইবনে কাসীর, খন্ডঃ ৭, পৃঃ ৭৬৮)

হাতিব ইবনে আবু বালতামা রদিঃ এর সেই ঘটনাঃ

হাতিব ﷺ হিজরতকারীদের একজন এবং বদর যোদ্ধাদেরও অন্যতম। তিনি গোত্রীয়ভাবে কোরায়শী ছিলেন না; বরং ওসমান ﷺ এর 'হালীফ' বা মৈত্রী চুক্তিবদ্ধ ছিলেন। মাক্কায় তার ধন সম্পদ ও সন্তান সন্ততি রয়ে গিয়েছিলো। যখন মাক্কার কাফেররা হুদায়বিয়ার সন্ধিচুক্তি ভঙ্গ করে, তখন আল্লাহর রসূল মাক্কা বিজয়ের সংকল্প নিয়েছিলেন। এরপর মাক্কার কাফিরদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের যুদ্ধ প্রস্তুতির জন্যে আদেশ করেন এবং তিনি দোয়া করেছিলেন, 'হে আল্লাহ! আমাদের এ খবর তুমি তাদের কাছে গোপন রাখো।'

হাতিব ﵁ একখানা পত্র লিখে কুরাইশ গোত্রের এক মহিলার মাধ্যমে মাক্কায় প্রেরণ করে তাদের জানিয়ে সহযোগিতা করতে চাইলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ তাদের বিরুদ্ধে জিহাদের সংকল্প করেছেন। এদিকে আল্লাহ তা'য়ালা আল্লাহর রসূল ﷺ কে ওহীর মাধ্যমে ব্যাপারটি জানিয়ে দিলেন এবং ঐ মহিলার পশ্চাদ্ধাবন করার জন্যে লোক প্রেরণ করেন। লোকটি মহিলার কাছ থেকে পত্রটি উদ্ধার করিয়ে আনেন। এ ঘটনা সঠিক হওয়ার ব্যাপারে বুখারী ও মুসলিম গ্রন্থে বর্ণনা রয়েছে

ইমাম আহমদ ﵀ বলেন, পর্যায়ক্রমে সুফিয়ান, আমর, হাসান ইবনে মোহাম্মদ ইবনে আলী, ওবায়দুল্লাহ ইবনে আবু রাফে ﵀ এর সূত্রে আলী ﵁ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ আমাকে, যুবাইর ইবনে আওয়াম ও মিকদাদ ﵁ কে প্রেরণ করলেন এবং বললেন, তোমরা মহিলাটির পশ্চাদ্ধাবন করো। তাকে তোমরা 'রওযায়ে খাখ' নামক স্থানে উটের পিঠে বসা অবস্থায় পাবে। তার কাছে একখানা পত্র আছে, পত্রটি উদ্ধার করে আনো। আলী ﵁ বলেন, আমরা উট চালিয়ে দ্রুতগতিতে মহিলাটির পশ্চাদ্ধাবন করলাম। 'রওযায়ে খাখ' - এ তাকে পেলাম এবং বললাম, পত্র বের করে দাও। মহিলাটি বললো, আমার কাছে কোনো পত্র নেই। আমরা বললাম, হয় পত্রখানা বের করে দাও, না হয় তোমাকে আমরা বিবস্ত্র করে ফেলবো। পরিশেষে মহিলা তার চুলের খোঁপা থেকে পত্রখানা বের করে দেয়। আমরা তা নিয়ে আল্লাহর রসূলের কাছে উপস্থিত হলাম। এ পত্রে হাতিব ﵁ মাক্কার মুশরিকদের আল্লাহর রসূলের অভিযান সম্পর্কে অবহিত করতে চেয়েছেন। এরপর আল্লাহর রসূল হাতিব ﵁ কে বললেন, হে হাতিব । এ কাজ করতে তুমি কেন উদ্বুদ্ধ হলে? হাতিব ﵁ আরয করলেন, আমি গোত্রীয়ভাবে কুরাইশী নই; বরং তাদের মাঝে বসবাসকারীদের একজন। প্রত্যেক মুহাজিরের আপন লোক মাক্কায় রয়েছে। তারা তাদের আত্মীয় স্বজনকে হেফাযত করে। আমি ঈমান গোপন রেখে, ঈমান থেকে দূরে সরে বা পাপাচার পছন্দ করে এ কাজ করিনি; বরং কাফিরদের কাছে এ সংবাদ পৌঁছে দিয়ে একটু সহযোগিতা দেখাতে পারলে, তাদের জুলুম নির্যাতন থেকে আমার লোকেরা হেফাযতে থাকবে।

তার কথা শুনে আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, হাতিব সত্য বলেছে। এদিকে ওমর ﷺ অগ্নিশর্মা হয়ে বললেন, 'আমাকে অনুমতি দিন, আমি এ মুনাফিকের গর্দান উড়িয়ে দেবো।' আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, হে ওমর। তোমার কি জানা নেই, আল্লাহ তা'য়ালা 'বদর যোদ্ধাদের' সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেছেন। আর হাতিব তো বদর যোদ্ধাদের অন্যতম। ইবনে মাজাহ ﷺ ছাড়া মুহাদ্দিসগণের এক দল অন্য সূত্রে সুফিয়ান ইবনে ওয়ায়না ﷺ থেকে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। (তাফসীর ইবনে কাসীর, খন্ডঃ ৭, পৃঃ ৭৬৮ - ৭৬৯)

৬১। সূরহ আস-সফ

আয়াত - ১৪, রুকু - ২, সূরহ টি মাদানী

আলোচনাঃ

সূরহ আস সফ হলো মাদানী সূরহ।

ইবনে আবু হাতেম ﷺ বলেন, পর্যায়ক্রমে আব্বাস ইবনে ওয়ালীদ ইবনে মাযইয়াদ আল বায়রূতী, তার পিতা ওয়ালীদ, আওযাঈ, ইয়াহইয়া ইবনে আবু কাছীর, আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমান ﷺ এর সূত্রে আবদুল্লাহ ইবনে সালাম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, 'আমরা কতিপয় সাহাবী একত্রে বসে আলাপ করছিলাম, আমাদের কেউ গিয়ে রসূল ﷺ এর কাছে জেনে আসবে, আল্লাহর কাছে সর্বাধিক প্রিয় কাজ কোনটি? তখনই রসূল ﷺ আমাদের ডাকার জন্যে লোক পাঠান এবং একজন একজন করে সবাইকে ডেকে নেন। আমরা যখন সেখানে সমবেত হলাম, তখনই এ সূরহ নাযিল হয়। এরপর তিনি পূর্ণ সূরহ আমাদের পড়ে শোনান।

আবু সালামা ﷺ বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে সালাম ﷺ আমাদের পূর্ণ সূরহ পড়ে শোনান। ইয়াহইয়া ইবনে আবু কাছীর ﷺ বলেন, আবু সালামা ﷺ আমাকে পূর্ণ সূরহ পড়ে শুনিয়েছেন। আব্বাস ইবনে ওয়ালীদ ﷺ বলেন, আমার পিতা বলেছেন, আমাকে পূর্ণ সূরহ টি পড়ে শোনান। (তাফসীর ইবনে কাসীর, খন্ডঃ ৭, পৃঃ ৮০৭)

আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম রদিঃ এর ইসলাম গ্রহনের ঘটনাঃ

আওফ ইবনে মালেক আশজাঈ ﷺ বলেন, একবার আল্লাহর রসূল

ﷺ আমাকে সঙ্গে নিয়ে ইহুদিদের ঈদ/উৎসবের দিন তাদের উপাসনালয়ে প্রবেশ করলেন। ইহুদিরা আমাদের প্রবেশে অসন্তুষ্ট হলো। কিন্তু আল্লাহর রসূল ﷺ সেখানে প্রবেশ করে ইহুদিদের সম্বোধন করে বললেন, হে ইহুদি সম্প্রদায়! আমাকে এমন বারোজন লোক দেখাও, যারা এ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ এর স্বাক্ষী দিলে আসমানের নিচে বসবাসকারী, সকল ইহুদির অপরাধ ক্ষমা করে তাদের প্রতি আল্লাহর ক্রোধ তুলে নিবেন।

আওফ ﷺ বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ একথা বলার পর তারা নিশ্চুপ হয়ে গেল, তাদের কেউই জবাব দিল না। আল্লাহর রসূল তিনবার এভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, কিন্তু তারা প্রতিবারই নিশ্চুপ থাকল। তখন আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, তোমরা অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলে। কিন্তু মনে রেখো, আমি হলাম সর্বশেষ নাবী, আমার দ্বারাই নবুওয়াতের ধারার সমাপ্তি ঘটেছে। তোমরা তা বিশ্বাস করো বা না করো এটাই বাস্তবতা। সুতরাং তোমাদের অস্বীকৃতি জ্ঞাপনে কিছু যায় আসে না।

আওফ ﷺ বলেন, এরপর আল্লাহর রসূল ﷺ সেখান থেকে ফিরে আসতে লাগলেন, আমিও তাঁর সঙ্গে ছিলাম। যখন মজলিস থেকে একেবারে বের হয়ে পড়ব ঠিক সেই মুহূর্তে পেছন থেকে একজন ব্যক্তি (আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম) বললেন, হে মুহাম্মাদ ﷺ ! আপনি যেমনটা বলেছেন সেটাই ঠিক। একথা বলে তিনি সমবেত লোকদের সম্বোধন করে বললেন, হে লোক সকল! তোমাদের কে কে আমাকে ভালো করে চেনে? সমবেত ইহুদিরা সমস্বরে বলল, আমরা আমাদের বর্তমান ও অতীতের কাউকে আপনার চেয়ে বড় আলেম, ফকিহ এবং আল্লাহর কিতাব সম্পর্কে অধিক বিজ্ঞ পাইনি। ইহুদিরা এই স্বীকারোক্তি প্রদানের পর তিনি বললেন, 'তাহলে স্বাক্ষী থাকো, আমি ঘোষণা করছি যে, মুহাম্মাদ ﷺ এতক্ষণ যা বলেছেন সেটাই সত্য। তিনি আল্লাহর রসূল ﷺ এবং তোমরা তাওরাতে যে নাবীর বিবরণ দেখতে পাও, তিনি হলেন এই ব্যক্তিই।

আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম এই স্বীকারোক্তি প্রদান করলে সমবেত ইহুদিরা মুহূর্তের মধ্যেই পরিপূর্ণরূপে পাল্টে গেল। এতক্ষণ পর্যন্ত

যাঁকে তারা তাদের সবচেয়ে বড় আলেম ও ফকিহ বলে স্বীকার করছিল তাঁকেই তারা মিথ্যুক বলে অস্বীকার করে বসল। শুধু তাই নয়, তারা তাঁকে গালমন্দ করতে লাগল। আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম ﵁ কে ইহুদিরা গালমন্দ শুরু করলে আল্লাহর রসূল ﷺ সেটার জবাব দিয়ে বললেন, তোমাদের এখনকার কথা গ্রহণযোগ্য নয়। তোমরা একটু আগে তাঁকে নিজেদের সবচেয়ে বড় আলেম বলে প্রশংসা করলে, আর সে ঈমান আনার সঙ্গে সঙ্গে তোমরা তাঁকে গালমন্দ শুরু করলে! সুতরাং তোমাদের এই দ্বৈত আচরণ গ্রহণযোগ্য নয়। এরপর আল্লাহর রসূল ﷺ আওফ ইবনে মালিক ও সদ্য ইসলাম গ্রহণকারী আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম ﵁ কে সঙ্গে নিয়ে সেখান থেকে বের হয়ে এলেন। ইহুদিদের সকলেই সত্য গ্রহণে অস্বীকৃতি জানালেও একজন ব্যক্তি সত্যের স্বাক্ষী দিলেন। (সহিহ ইবনে হিব্বান, হাঃ ৭১৬২)

৬২। সূরহ আল-জুমআহ

আয়াত - ১১, রুকু - ২, সূরহ টি মাদানী

আলোচনাঃ

সূরহ আল জুমআহ'র বিষয়বস্তু ও নাযিলের প্রেক্ষাপট থেকে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, সূরহ আল জুমআহ হলো মাদানী সূরহ।

ইবনে সীরীন ﵀ বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ মাদিনায় আগমনের এবং জুমআর বিধান ফরজ হওয়ার পূর্বে মাদিনাবাসী জুমআ আদায় করতেন এবং তাঁরা এর নামকরণও করেছেন জুমআ বলে। আনসারগণ বললেন, ইহুদিদের প্রতি সপ্তাহে একবার একত্রিত হওয়ার সুনির্দিষ্ট দিন রয়েছে। নাসারাদেরও একটি সুনির্দিষ্ট দিন রয়েছে। সুতরাং হে লোকসকল! এসো, আমরাও সপ্তাহে একদিন সকলে একস্থানে সমবেত হই, আল্লাহর জিকির-আজকার করি, নামাজ আদায় ও তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। এই প্রস্তাব প্রদানের পর তাঁদের কেউ কেউ বললেন, শনিবার হলো ইহুদিদের সমবেত হওয়ার দিন। রবিবার নাসারাদের।

অতএব আমরা সমবেত হব يَوْمَ الْعُرُوْبَةِ এ। ওই সময় শুক্রবারকে তাঁরা يَوْمَ الْعُرُوْبَةِ বলতেন। সিদ্ধান্ত মোতাবেক তাঁরা আসআদ ইবনে

জুরারা ﵁ এর ইমামতিতে জুমআর সলাত আদায় করলেন। তিনি সমবেত লোকদের উদ্দেশ্যে ওয়াজ করলেন, আল্লাহর কথা স্মরণ করলেন এবং এই সলাতটিকে জুমআর সলাত হিসেবে আখ্যায়িত করলেন। আর সাদ ইবনে জুরারা ﵁ সমবেত লোকদেরকে খাওয়ানোর জন্য বকরি জবেহ করলেন। ওই একটি বকরিই সকল মানুষের দুপুর ও রাতের খাবারের জন্য যথেষ্ট হলো, কেননা প্রথম প্রথম সমবেত লোকদের সংখ্যা ছিল খুবই কম। এই ঘটনার পর আল্লাহ তা'য়ালা اِذَا نُوْدِىَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلَى ذِكْرِ اللهِ আয়াতটি নাযিল করেন এবং অন্যদেরকেও জুমআর সলাতে হাজির হওয়ার আদেশ করেন। (মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক, হাঃ ৫১৪৪)

আবু হুরাইরা ﵁ থেকে যা প্রমাণিত, তিনি বলেন, আমরা নাবী ﷺ এর কাছে বসা ছিলাম যখন তার উপর সূরহ আল জুমআহ নাযিল হলো। যখন তিনি তিলাওয়াত করলেন, এবং তাদের মধ্য হতে অন্যদের জন্য যারা এখনও তাদের সাথে মিলিত হয়নি। এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলেন হে ,আল্লাহর রসূল ﷺ , এরা কারা? নাবী ﷺ তাকে কোনো উত্তর দিলেন না যতক্ষণ না তিনি এক বার, দুই বার বা তিন বার জিজ্ঞাসা করলেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমাদের মাঝে সালমান আল-ফারিসি ﵁ ছিলেন। তখন নাবী ﷺ সালমানের উপর নিজের হাত রাখলেন এবং বললেন, যদি ইমান সুরাইয়া নক্ষত্রের নিকটেও থাকতো, তবে এই ব্যক্তিদের মধ্য হতে কিছু লোক অবশ্যই তা লাভ করতো। (সহিহ বুখারী, কিতাবুত তাফসীর অধ্যায়, সূরহ আল জুমআহ পরিচ্ছেদ)

ইবনে আব্বাস এবং ইবনে জুবাইর ﵁ বলেন, নিশ্চয়ই সূরহ আল জুমআহ মাদিনায় নাযিল হয়েছে। (আদ দুররুল মানসুর, ইবনে মারদুওয়াহ ﵀ , খন্ডঃ ৮, পৃঃ ১৫১)

৬৩। সূরহ আল-মুনাফিকূন

আয়াত - ১১, রুকু - ২, সূরহ টি মাদানী

আলোচনাঃ

সূরহ আল মুনাফিকূন হলো মাদানী সূরহ।

যায়িদ ইবনে আরকাম ﷺ বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ এর সঙ্গে কোনো এক সফরে আমরা বের হলাম। এ সফরে মানুষজন অনেক কষ্টে পতিত হয়। সে সময় আব্দুল্লাহ ইবন উবাই তার সাথীদেরকে বলল, আল্লাহর রসূল ﷺ এর সাথীদের জন্য তোমরা কিছু ব্যয় করো না, যাতে তারা তাঁর কাছ হতে দূরে চলে যায়।

আর সে এটাও বলল, আমরা মাদিনায় ফিরে আসলে সেখান থেকে নিশ্চয়ই বেশি দুর্বলকে বহিষ্কৃত করবে শক্তিশালী ব্যক্তি। এ কথা শুনে আমি আল্লাহর রসূল ﷺ এর কাছে এসে তার এ কথাবার্তার ব্যাপারে আল্লাহর রসূল ﷺ কে জানালাম। আমার কথা শুনে তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু উবাইকে ডেকে পাঠালেন এবং তাকে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করলেন। সে জোরদার শপথ করে বলল, সে এমন কর্ম করেনি। আর বলল, জায়েদ আল্লাহর রসূল ﷺ এর কাছে মিথ্যা কথা বলেছে। আল্লাহর রসূল ﷺ তার কথা সত্যায়ন করলেন এবং আমাকে মিথ্যা আখ্যায়িত করলেন। জায়েদ ﷺ বলেন, এতে আমি ভীষণ কষ্ট পেলাম যে, এত কষ্ট আগে কখনও পাইনি। কষ্টে আমি একেবারে ঘরে পড়ে গেলাম। তখন আল্লাহ তা'য়ালা আমার সততার পক্ষে আয়াতটি অবতীর্ণ করেন। আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর আল্লাহর রসূল ﷺ আমাকে ডেকে নিলেন এবং বললেন, আল্লাহ তোমার কথাকে সত্যায়ন করেছেন। এরপর আল্লাহর রসূল ﷺ তাদেরকে এজন্য আহ্বান করলেন যে, তিনি তাদের জন্যে মার্জনা প্রার্থনা করবেন। তিনি বলেন, তখন তারা তাদের মাথা ঘুরিয়ে নিল। আল্লাহ তা'য়ালা তাদের ব্যাপারে বলেছেন - كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ 'তারা দেয়ালে ভর দেয়া কাঠের স্তম্ভস্বরূপ।' যায়িদ ﷺ বলেন, বাহ্যিকভাবে তারা ছিল খুবই সুন্দর মানুষ। (সহিহ মুসলিম, হাঃ ৭২০০)

ইবনে আব্বাস এবং ইবনে জুবাইর ﷺ বলেন, সূরহ আল মুনাফিকূন মাদিনায় নাযিল হয়েছে। (আন নাসিখ ওয়াল মানসুখ, আন নাহহাস ﷺ, খন্ডঃ ৩, পৃঃ ১২২)

৬৪। সূরহ আত-তাগাবুন

আয়াত - ১৮, রুকু - ২, সূরহ টি মাদানী

আলোচনাঃ

সূরহ আত তাগাবুন হলো মাদানী সূরহগুলোর একটি।

ইমাম আদ দানী ﵀ বলেন, মাক্কী ও মাদানী সূরহগুলো গণনা করা হয়েছে। এবং সূরহ আত-তাগাবুন কে মাদানী সূরহ এর অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। (আল বায়ান, পৃঃ ১৩৭)

ইবনে আব্বাস ﵄ এবং ইবনে জুবাইর ﵁ বলেন, সূরহ আত তাগাবুন মাদিনায় নাযিল হয়েছে। (আদ দুররুল মানসুর, ইবনে মারদুওয়াইহ ﵀ , খন্ডঃ ৮, পৃঃ ১৮২)

৬৫। সূরহ আত-ত্বলাক

আয়াত - ১২, রুকু - ২, সূরহ টি মাদানী

আলোচনাঃ

সূরহ আত ত্বলাক হলো মাদানী সূরহ।

আনাস ﵁ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ উম্মুল মুমিনীন হাফসা ﵂ কে তালাক দেন। এর কারণ হলো, আল্লাহর রসূল ﷺ তাঁর কাছে একটি গোপন কথা বলে তা গোপন রাখার আদেশ করেছিলেন। কিন্তু তিনি তা উম্মুল মুমিনীন আয়েশা সিদ্দীকা ﵂ এর কাছে প্রকাশ করে দেন। এতে আল্লাহর রসূল ﷺ রাগান্বিত হয়ে এক তালাক প্রদান করেন। তালাক পেয়ে তিনি পিতার ঘরে চলে যান। তখন আল্লাহ তা'য়ালা আয়াতটি নাযিল করেন। তাঁকে বলা হয়, আপনি তাঁকে (হাফসাকে) ফিরিয়ে নিন। কেননা সে অধিক রোজাদার এবং অধিক পরিমাণে সদকাকারিণী। আর সে হবে জান্নাতে আপনার স্ত্রীগণের একজন। (আল ইস্তিআব, খন্ডঃ ৩, পৃঃ ৪২৫)

ইবনে আব্বাস ﵄ বলেন, সূরহ আত-ত্বলাক মাদিনায় নাযিল হয়েছে। (আদ দুররুল মানসুর, ইবনে মারদুওয়াইহ ﵀ , খন্ডঃ ৮, পৃঃ ১৮৮)

৬৬। সূরহ আত-তাহরীম

আয়াত - ১২, রুকু - ২, সূরহ টি মাদানী

আলোচনাঃ

সূরহ আত তাহরীম হলো মাদানী সূরহ।

ইবনে জারীর ﵀ বলেন, পর্যায়ক্রমে সাঈদ ইবনে ইয়াহ্ইয়া, আমার পিতা ইয়াহ্ইয়া, মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক, যুহরী, ওবায়দুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ﵀ এর সূত্রে ইবনে আব্বাস ﵄ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি একদিন ওমর ﵁ কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, আলোচ্য ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট আল্লাহর রসূল ﷺ এর দুই স্ত্রী কারা? জবাবে তিনি বলেন, আয়েশা ও হাফসা ﵄ । এ ঘটনা উম্মে ইবরাহীম [মারিয়া কিবতিয়া] ﵂ সম্পর্কিত। আল্লাহর রসূল ﷺ একদিন হাফসা ﵄ এর পালায় তারই ঘরে মারিয়া কিবতিয়া ﵂ এর সংগে একান্তে মিলিত হন। হাফসা ﵄ এটা টের পেয়ে বললেন, হে আল্লাহর নাবী। আমার দিনে, আমার পালায়, আমারই বিছানায় আপনি এটা করলেন? আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন - আচ্ছা, তুমি কি এতে সন্তুষ্ট হবে, আমি তাকে আমার জন্যে হারাম করে নেবো এবং আর তার কাছে যাবো না?' হাফসা ﵄ বললেন, হ্যাঁ, ফলে আল্লাহর রসূল ﷺ তাকে নিজের জন্যে হারাম করেন এবং হাফসা ﵄ কে বললেন, এ কথা কারো কাছে বলো না, কিন্তু হাফসা ﵄ তা আয়শা ﵄ এর কাছে বলে দেন। পরে আল্লাহ তা'য়ালা এ ঘটনা প্রকাশ করে আয়াত নাযিল করেনঃ

يَآ يُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ اُمَا اَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ تَبْتَغِيْ مَرْضَاتَ اَزْوَاجِكَ

ইবনে আব্বাস ﵄ বলেন, আমরা জানতে পেরেছি, আল্লাহর রসূল ﷺ পরবর্তীতে কসমের কাফফারা প্রদান করে আবার মারিয়া ﵂ এর সাথে একান্তে মিলিত হন। (তাফসীর ইবনে কাসীর, খন্ডঃ ৭, পৃঃ ৯১০-৯১১)

আয়িশা ﵄ থেকে যা প্রমাণিত, তিনি বলেন, নাবী ﷺ যায়নাব বিনতে জাহশ এর নিকট অবস্থান করতেন এবং সেখানে মধু পান করতেন। অতঃপর আমি ও হাফসা একে অপরের সাথে পরামর্শ করলাম যে, নাবী ﷺ আমাদের যার কাছেই আগে প্রবেশ করবেন, সে যেন বলে : 'আমি আপনার নিকট থেকে মাগাফীর এর গন্ধ পাচ্ছি ; আপনি কি মাগাফীর খেয়েছেন?' এরপর তিনি তাঁদের একজনের নিকট প্রবেশ

করলে তিনি তাঁকে তা বললেন। তখন তিনি বললেন : 'না, বরং আমি যায়নাব বিনতে জাহশের নিকট মধু পান করেছি, আমি আর কখনো তা পান করব না।' তখন অবতীর্ণ হলো : (হে নাবী! আল্লাহ আপনার জন্য যা হালাল করেছেন, তা আপনি কেন হারাম করছেন...} {যদি তোমরা উভয়ে আল্লাহর নিকট তাওবা করো) [১-৪] পর্যন্ত আয়েশা ও হাফসার ব্যাপারে। এবং (যখন নাবী তাঁর জনৈক বিবির কাছে একটি কথা গোপনে বলেছিলেন) তাঁর এই উক্তির কারণে যে : 'বরং আমি মধু পান করেছি'। (সহিহ বুখারী, তালাক অধ্যায়)

৬৭। সূরহ আল-মুলক

আয়াত - ৩০, রুকু - ২, সূরহ টি মাক্কী

আলোচনাঃ

সূরহ আল মুলক হলো মাক্কী সূরহ।

ইমাম আদ দানী ﵀ বলেন, মাক্কী ও মাদানী সূরহগুলো গণনা করা হয়েছে। এবং সূরহ আল মুলক কে মাক্কী সূরহগুলোর অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। (আল বায়ান, পৃঃ ১৩৬)

ইবনে আব্বাস ﵄ বলেন, সূরহ তাবারক আল মুলক মাক্কায় নাযিল হয়েছে। (আল কাশশফ, খন্ডঃ ৪, পৃঃ ১২০)

৬৮। সূরহ আল-ক্বলাম

আয়াত - ৫২, রুকু - ২, সূরহ টি মাক্কী

আলোচনাঃ

সূরহ আল ক্বলাম হলো মাক্কী সূরহ। তবে তাতে কিছু মাদানী আয়াত রয়েছে।

ইবনে আব্বাস ﵄ ও আয়িশা ﵂ বলেন, নিশ্চয়ই সূরহ নূন ওয়াল ক্বলাম মাক্কায় নাযিল হয়েছে। (আল কাশশফ, খন্ডঃ ৪, পৃঃ ১২৬)

ইবরাহিম ইবনে ইসমাঈল ইবায়ারি ﵀ বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ হেরা গুহায় ধ্যানমগ্ন হতেন। এখানেই জিবরাঈল ﵇ আগমন করেন এবং নিজের আসল চেহারায় আল্লাহর রসূলের সামনে আত্মপ্রকাশ করেন। তাঁকে দেখে আল্লাহর রসূল ﷺ ভয় পেয়ে যান এবং ভয়ে

জ্বরে আক্রান্ত হয়ে খাদিজা ﵂ এর ঘরে ফিরে আসেন। খাদিজা ﵂ প্রথমে তাঁকে সান্ত্বনা প্রদান করেন এরপর চাচা ওয়ারাকা ইবনে নাওফেলের কাছে নিয়ে যান। ওয়ারাকা তখন নাসারা ছিলেন। তিনি আল্লাহর রসূল ﷺ মুখে বিস্তারিত ঘটনা শ্রবণ করেন। সবকিছু শুনে তিনি বলেন, তুমি যদি এই দীনের ওপর অবিচল থাকো, তবে আমি তোমাকে মজবুতভাবে সাহায্য করব।

এই ঘটনাটি পরবর্তীতে কুরায়শদের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে। তারা ঘটনাটিকে মূল্যহীন এবং আল্লাহর রসূল ﷺ কে পাগল বলে অপপ্রচার করতে থাকে। তাদের এই অপপ্রচার খণ্ডন করতে এবং আল্লাহর রসূল ﷺ কে মানসিক শক্তি যোগানোর জন্য আয়াতটি নাযিল করা হয়। (আল-মাওসুআতুল কুরআনিয়া, খন্ডঃ ১০, পৃঃ ১০৩)

১৭ নং আয়াতের শান-ই নুযূলে ইবনে জুরাইজ ﵀ বলেন, বদর যুদ্ধের দিন আবু জাহেল তার অনুসারীদেরকে বলছিল, মুসলমানদেরকে একটা একটা করে পাকড়াও করো এবং রশিতে বাঁধো। তাদের কাউকে হত্যা করো না। তার এই মন্তব্যের প্রেক্ষিতে আয়াতটি নাযিল হয়। আয়াতে আবু জাহেলের এই কর্মকাণ্ডকে বাগানওয়ালাদের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে তুলনা করা হয় এই হিসেবে যে, তারা নিজেদের ওপর বিধান ও আল্লাহর শোকর আদায় করার ব্যাপারে সক্ষম ছিল, যেভাবে বাগানের মালিকরা সক্ষম ছিল। কিন্তু বাগানের মালিকরা সেই সক্ষমতার শোকর আদায় করেনি। ঠিক তদ্রূপ আবু জাহেল ও তার অনুসারীরাও নিজেদের জ্ঞানবুদ্ধি অনুযায়ী যে শোকর আদায় করার ব্যাপারে আদিষ্ট ছিল তা আদায় করেনি। (তাফসীরে ইবনে আবী হাতিম, খন্ডঃ ২, পৃঃ ২২৭)

৬৯। সূরহ আল-হাক্কাহ

আয়াত - ৫২, রুকু - ২, সূরহ টি মাক্কী

আলোচনাঃ

সূরহ আল হাক্কাহ হলো মাক্কী সূরহ।

ইমাম বায়যাবী ﵀ বলেন, সূরহ আল হাক্কাহ সর্বসম্মতিক্রমে মাক্কী সূরহগুলোর অন্তর্ভূক্ত। (তাফসীরে বায়যাবী, খন্ডঃ ২, পৃঃ ৫২০)

ইবনে আব্বাস ﷺ এবং ইবনে জুবাইর ﷺ বলেন, সূরহ আল হাক্কাহ মাক্কায় নাযিল হয়েছে। (ফাতহুল ক্বদির, খন্ডঃ ৫, পৃঃ ২৭৭)

৭০। সূরহ আল-মা'আরিজ

আয়াত - ৪৪, রুকু - ২, সূরহ টি মাক্কী

আলোচনাঃ

সূরহ আল মা'আরিজ হলো মাক্কায় নাযিলকৃত মাক্কী সূরহ।

ইমাম বায়যাবী ﷺ বলেন, সূরহ আল মা'আরিজ ঐ সকল সূরহ এর অন্তর্ভূক্ত। যার মাক্কী হওয়ার ব্যাপারে ঐক্যমত রয়েছে। (তাফসীরে বায়যাবী, খন্ডঃ ২, পৃঃ ৫২৫)

ইবনে আব্বাস ﷺ এবং ইবনে যুবাইর ﷺ বলেন, সূরহ আল মা'আরিজ মাক্কায় নাযিল হয়েছে। (আদ দুররুল মানসুর, ইবনে মারদুওয়াইহ, খন্ডঃ ৮, পৃঃ ২৭৭)

সুদ্দী ﷺ বলেন, আয়াতটি মাক্কায় নজর ইবনে হারেছের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। সে বলতঃ

اَللَّهُمَّ اِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَاَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أو ائْتِنَا بِعَذَاب أليم

'হে আল্লাহ! যদি মুহাম্মাদের আনীত দ্বীন সত্য হয়ে থাকে, তবে আমাদের ওপর আসমান থেকে পাথরের বৃষ্টি বর্ষণ করুন অথবা আপনার আজাব দ্বারা ধ্বংস করে দিন।' সে যে আজাব কামনা করত দুনিয়াতেই এর কিছু অংশ বাস্তবায়িত হয়েছে বদরপ্রান্তরে। কেননা সে বদর যুদ্ধে লাঞ্ছনাকর পরিণতি বরণ করে। (আল ইস্তিআব, খন্ডঃ ৩, পৃঃ ৪৫৭)

৭১। সূরহ নূহ

আয়াত - ২৮, রুকু - ২, সূরহ টি মাক্কী

আলোচনাঃ

সূরহ নূহ হলো মাক্কী সূরহ।

ইবনে দারীস ﷺ বলেন, মাক্কী ও মাদানী সূরহগুলো গণনা করা

হয়েছে এবং সূরহ আন নূহ কে মাক্কী সূরহগুলোর অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। (ফাযায়িলুল কুরআন, পৃঃ ৩৫)

ইবনে আব্বাস ﷺ বলেছেন, নিশ্চয়ই সূরহ আন নূহ মাক্কায় নাযিল হয়েছে। (আন নাসিখ ওয়াল মানসুখ, আন নাহহাস ﷺ , খন্ডঃ ৩, পৃঃ ১২৮)

৭২। সূরহ আল-জ্বিন

আয়াত - ২৮, রুকু - ২, সূরহ টি মাক্কী

আলোচনাঃ

সূরহ আল জ্বিন হলো মাক্কী সূরহ।

ইবনু আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ একদল সাহাবীর সঙ্গে উকাজ বাজারে গমন করেন। তখন শয়তানদের জন্য আকাশের সংবাদ সংগ্রহ করা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল এবং শয়তানদের ওপর অগ্নিশিখা নিক্ষেপ করা হচ্ছিল। তাই একদল শয়তান তাদের নিকট গিয়ে বলল, আকাশের খবরাখবর জ্ঞাত হওয়া আমাদের জন্য বন্ধ হয়ে গিয়েছে এবং আমাদের ওপর আগুনের শিখা বর্ষিত হচ্ছে। তারা বলল, নিশ্চয়ই কোনো নতুন ঘটনা ঘটে থাকবে। তোমরা দুনিয়ার পূর্ব হতে পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত খোঁজ নিয়ে দেখো, কী কারণে আমাদের নিকট আকাশের খবর আসা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। সুতরাং তারা দুনিয়ার পূর্ব-পশ্চিম ঘুরে বেড়াতে লাগল। তাদের কিছু সংখ্যক লোক তিহামার পথে উকাজ বাজারে গমন করছিল। আল্লাহর রসূল ﷺ তখন 'নাখল' নামক স্থানে স্বীয় সাহাবীগণসহ ফজরের সলাত আদায় করছিলেন। তারা (জিন সম্প্রদায়) যখন কুরআন পাঠ শুনল, তখন তাতে মনোনিবেশ করল এবং বলল, আকাশের খবরাখবর বন্ধ হওয়ার কারণ একমাত্র এটাই। এরপর তারা তাদের কওমের নিকট ফিরে গেল এবং বলল, হে আমাদের কওম! আমরা এক আশ্চর্য কুরআন শ্রবণ করেছি, যা সত্য পথ-নির্দেশক। আমরা তাতে বিশ্বাস স্থাপন করেছি এবং এবং আমরা কখনও আমাদের রবের সাথে কাউকে শরীক করব না। তখন আল্লাহ তা'য়ালা অবতীর্ণ করেন,

قُلْ اُوْحِيَ اِلَيَّ اَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوْا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْاٰنًا عَجَبًا

‘বলুন, আমার প্রতি ওহী নাযিল হয়েছে যে, জিনদের একটি দল শুনেছে এবং তারা বলেছে, আমরা বিস্ময়কর কুরআন শ্রবণ করেছি।’ (সহিহ বুখারী, হাঃ ৪৯২১)

ইমাম বায়হাকী ﵀ বলেন, মাক্কী ও মাদানী সূরহগুলো গণনা করা হয়েছে। এবং সূরহ আল-জ্বিন কে মাক্কী সূরহগুলোর অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। (দালাইলুন নুবুওয়্যাহ, খন্ডঃ ৭, পৃঃ ১৪২-১৪৩)

ইমাম থালাবী ﵀ বলেন, সূরহ আল-জ্বিন সেই সকল সূরহগুলোর অন্তর্ভূক্ত যেই সকল সূরহগুলো মাক্কী হওয়ার ব্যাপারে সকলেই একমত। (আল কাশফুল বায়ান, খন্ডঃ ৪, পৃঃ ১৪৫)

ইবনে আব্বাস ﵄, ইবনে জুবাইর ﵁ এবং আয়িশা ﵂ বলেন, সূরহ আল-জ্বিন মাক্কায় নাযিল হয়েছে। (আন নাসিখ ওয়াল মানসূখ, ইবনে মারদুওয়াইহ ﵀ , খন্ডঃ ৮, পৃঃ ২৯৬)

৭৩। সূরহ আল-মুযযাম্মিল

আয়াত - ২০, রুকু - ২, সূরহ টি মাক্কী

আলোচনাঃ

সূরহ আল মুযযাম্মিল হলো সর্বসম্মতিক্রমে মাক্কী সূরহ।

হাফেয আবু বকর আহমদ ইবনে আমর ইবনে আব্দুল খালেক আল বাযযার ﵀ পর্যায়ক্রমে মুহাম্মাদ ইবনে মূসা আল কাত্তান আল ওয়াসেতী, মোয়াল্লা ইবনে আবদুর রহমান, শারীক, আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আকীল ﵀ এর সূত্রে জাবীর ﵁ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, কুরাইশ নেতৃবৃন্দ ‘দারুন নদওয়া’য় একত্রিত হয়ে পরস্পরে বলাবলি করতে লাগলো, এ লোকটির [মুহাম্মাদ] এমন একটি নাম নির্বাচন করা হোক, যেন তা শুনে বহিরাগত লোকেরা তার কাছে না ভিড়ে। এ প্রস্তাবের সমর্থনে কেউ বললো, ‘কাহেন’ বা গণক রাখা হোক, অন্যরা বললো, না, সে তো ‘কাহেন’ নয়। কেউ বললো, ‘মাজ নূন’ বা পাগল আখ্যা দেয়া হোক। অন্যরা বললো, না, সে তো ‘পাগল’ নয়। কেউ বললো, ‘সাহের’ বা যাদুকর আখ্যা দেয়া হোক। অন্যরা বললো, না, সে তো ‘সাহের’ বা যাদুকরও নয়। এভাবে

তারা বিভিন্ন মতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। বৈঠক এখানেই শেষ হয়। আল্লাহর রসূল ﷺ এ সংবাদ শুনতে পেয়ে ভারাক্রান্ত মনে কাপড় মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়েন। ইত্যবসরে জিবরাঈল عليه السلام এসে يَآ اَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ 'হে কম্বলাবৃত! يَآ اَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ 'হে বস্ত্রাচ্ছাদিত!' বলে ডাক দেন। (তাফসীর ইবনে কাসীর, খন্ডঃ ৮, পৃঃ ১৮৪)

ইবনে আব্বাস এবং ইবনে জুবাইর رضي الله عنهما বলেন, নিশ্চয়ই সূরহ আল মুযযাম্মিল মাক্কায় নাযিল হয়েছে। (আল ইতকান ফি উলুমিল কুরআন, খন্ডঃ ১, পৃঃ ৮১)

৭৪। সূরহ আল-মুদ্দাসসির

আয়াত - ৫৬, রুকু - ২, সূরহ টি মাক্কী

আলোচনাঃ

সূরহ আল মুদ্দাসসির হলো সর্বসম্মতিক্রমে মাক্কী সূরহ।

ইমাম মুসলিম رحمه الله পর্যায়ক্রমে ওকায়ল, ইবনে শিহাব, আবু সালামা رحمه الله এর সূত্রে জাবের ইবনে আবদুল্লাহ رضي الله عنه থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ কিছুদিন ওহী বন্ধ থাকার ঘটনা বর্ণনা প্রসংগে বলেছেন, একদিন আমি হাঁটছিলাম। হঠাৎ ওপরের দিকে একটি আওয়ায শুনতে পেলাম, তখন আমি আকাশের দিকে মাথা তুলে দেখতে পেলাম, হেরা গুহায় আমার কাছে যে ফেরেশতা এসেছিলেন, তিনি আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানে একটি চেয়ারে বসে আছেন। দেখে ভয়ে আমার মাটিতে লুটিয়ে পড়ার উপক্রম হয়। কোনো রকমে বাড়ী এসে আমার স্ত্রী খাদীজা رضي الله عنها কে বললাম, তোমরা আমায় কাপড় দিয়ে ঢেকে দাও। ঘরের লোকেরা আমায় কাপড় দিয়ে ঢেকে দিলো। অতপর আল্লাহ তা'য়ালা এ আয়াতগুলো নাযিল করেন

يَآ اَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ - قُمْ فَاَنْذِرْ - وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ - وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ - وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ-

(তাফসীর ইবনে কাসীর, খন্ডঃ ৮, পৃঃ ২০৭)

ইবনে আব্বাস رضي الله عنهما এবং ইবনে জুবাইর رضي الله عنهما বলেন, নিশ্চয়ই সূরহ আল মুদ্দাসসির মাক্কায় নাযিল হয়েছে। (ফাতহুল ক্বদির, খন্ডঃ ৫, পৃঃ ৩২১)

৭৫। সূরহ আল-ক্বিয়ামাহ

আয়াত - ৪০, রুকু - ২, সূরহ টি মাক্কী

আলোচনাঃ

সূরহ আল ক্বিয়ামাহ হলো মাক্কী সূরহ।

ইবনে আব্বাস ﵄ এবং ইবনে জুবাইর ﵁ বলেন, নিশ্চয়ই সূরহ আল ক্বিয়ামাহ মাক্কায় নাযিল হয়েছে। (ফাতহুল ক্বদির, খন্ডঃ ৫, পৃঃ ৩৩২)

ইমাম আবু হাইয়্যান আল আন্দালুসী ﵀ বলেন, বর্ণিত আছে, একবার আদী ইবনে আবু রবিআ আল্লাহর রসূল ﷺ কে জিজ্ঞাসা করল, কিয়ামত কবে সংঘটিত হবে? কিয়ামতের অবস্থা ও স্বরূপ কী হবে? আল্লাহর রসূল ﷺ তখন কিয়ামত দিবসের কিছু অবস্থা বর্ণনা করলেন। তাঁর কথা শুনে অভিশপ্ত আদী বলল, যদি আমি সেই দিবস নিজ চোখে প্রত্যক্ষও করি তবু আপনাকে সত্যায়ন করব না এবং আপনার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করব না। আল্লাহ কীভাবে এসব পুরাতন ও ধ্বংস হয়ে যাওয়া হাড্ডি একত্রিত করে কিয়ামত কায়েম করবেন তা আমার বুঝে আসে না। তার এই কথার জবাবে সুরহ'র শুরুর আয়াতগুলো নাযিল করেন। (আল বাহরুল মুহীত, খন্ডঃ ১০, পৃঃ ৩৯২)

৭৬। সূরহ আদ-দাহর

আয়াত - ৩১, রুকু - ১, সূরহ টি মাদানী

আলোচনাঃ

সূরহ আদ দাহর এর বিষয়বস্তু ও নাযিলের প্রেক্ষাপট থেকে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, সূরহ আদ দাহর হলো মাদানী সূরহ।

ইমাম জাওযী ﵀ বলেন, মাক্কী ও মাদানী সূরহগুলো গণনা করা হয়েছে। এবং সূরহ আদ দাহর কে মাদানী সূরহগুলোর অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। (তানযিলুল কুরআন, ইমাম জাওযী ﵀ , পৃঃ ৩০)

ইবনে আব্বাস ﵄ বলেন, সূরহ আদ দাহর মাদিনায় নাযিল হয়েছে। (আদ দুররুল মানসুর, ইবনে মারদুওয়াইহ ﵀ , খন্ডঃ ৮, পৃঃ ৩৬৫)

মুজাহিদ ﵀ বলেন, বদর যুদ্ধে মুশরিকদের সত্তরজন বন্দি হলে মুহা

জিরদের সাতজন ব্যক্তি তাদের মুশরিক বন্দিদের পেছনে খরচ করেন। তাঁরা হলেন আবু বকর সিদ্দিক, উমর, আলী, জুবায়ের, আব্দুর রহমান, সাদ ও আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ ﷺ । তাঁদের শান-ই আলোচ্য সূরহ'র আয়াতগুলো নাযিল হয়। (আল ইস্তিআব, খন্ডঃ ৩, পৃঃ ৪৮৬)

আইয়ূব ইবনে উতবা, আ'তা ﷺ এর সূত্রে ইবনে ওমর ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, একদিন হাবশা থেকে এক ব্যক্তি আল্লাহর রসূল ﷺ এর কাছে আগমন করে। আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, তোমার কোনো প্রশ্ন থাকলে করতে পারো। লোকটি বললো, হে আল্লাহর রসূল ﷺ ! আকার আকৃতি, রং রূপ ও নবুওত দ্বারা আপনাদের আমাদের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দেয়া হয়েছে। আচ্ছা, আপনি যাঁর ওপর ঈমান এনেছেন, আমিও যদি তাঁর ওপর ঈমান আনি এবং আপনি যে আমল করেন, আমিও সে আমল করি, তা হলে আমি কি আপনার সাথে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবো? জবাবে আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, হ্যাঁ, যে সত্তার হাতে আমার জীবন তাঁর শপথ, জান্নাতে কৃষ্ণ বর্ণের লোকদের এক হাজার বছরের দূরত্ব থেকেও দেখা যাবে। অতপর আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, যে ব্যক্তি لا اله الّا الله বললো, সে আল্লাহর কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়ে গেলো, আর যে ব্যক্তি سبحان الله وبحمده পড়লো, সে এক লক্ষ চব্বিশ হাজার নেকী লাভ করলো। এ কথা শুনে এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো, এরপরও আমরা কিভাবে ধ্বংস হবো? আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, অনেক লোক কেয়ামতের দিন এতো পরিমাণ আমল নিয়ে আসবে, তা পাহাড়ের ওপর রাখলে তা পাহাড়ের জন্যে ভার অনুভত হবে, কিন্তু আল্লাহর নেয়ামতের তুলনায় এটা নিতান্তই নগণ্য বলে পরিগণিত হবে, তখন আল্লাহ যাকে তাঁর রহমতের কোলে টেনে নেবেন কেবল সে-ই রক্ষা পাবে। এ প্রসংগেই

هَلْ اَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِيْنٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْ كُورًا اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ اَمْشَاءِ تَبْتَلِيْهِ فَجَعَلْنُهُ سَمِيْعًا بَصِيْرًا اِنَّا هَدَيْنَهُ السَّبِيْلَ اِمَّا شَاكِرًا وَاِمَّا كَفُورًا اِنَّا اَعْتَدْنَا لِلْكَفِرِيْنَ سَلْسِلَا وَاغْلُلًا وَسَعِيْرًا اِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُوْنَ مِنْ كَاسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُوْرًان عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللهِ يُفَجِّرُ ونَهَا تَفْجِيْرًا يُوْفُوْنَ بِالنَّذْرِ

وَيَخَافُوْنَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيْرًا وَيُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيْنًا وَيَتِيْمًا وَاَسِيْرًا اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّٰهِ لَا نُرِيْدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُوْرًا اِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوْسًا قَمْطَرِيْرًا فَوَقٰهُمُ اللّٰهُ شَرَّ ذٰلِكَ الْيَوْمِ وَ لَقّٰهُمْ نَضْرَةً وَسُرُوْرًا وَجَزٰهُمْ بِمَا صَبَرُوْا جَنَّةً وَحَرِيْرًا مُتَّكِيْنَ فِيْهَا عَلَى الْأَرَابِكِ لَا يَرَوْنَ فِيْهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيْرًا وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلٰلُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوْفُهَا تَذْلِيْلًا - وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِانِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَاَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيْرَاْ قَوَارِيْرَا مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوْهَا تَقْدِيْرًا وَيُسْقَوْنَ فِيْهَا كَاْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَ نْجَبِيْلًا عَيْنًا فِيْهَا تُسَمّٰى سَلْسَبِيْلًا وَيَطُوْفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ تُخَلَّدُوْنَ اِذَا رَاَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُوْرًا وَاِذَا رَاَيْتَ ثَمَّ رَاَيْتَ نَعِيْمًا وَ مُلْكًا كَبِيْرًا

আয়াতগুলো নাযিল হয়। অতপর হাবশী লোকটি জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রসূল ﷺ ! জান্নাতে আপনি যা দেখবেন, আমিও কি তা দেখতে পাবো? আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, হ্যাঁ। শুনে লোকটি কাঁদতে লাগলো। অবশেষে সে মৃত্যবরণ করলো। সাহাবী ইবনে উমর ﷺ বলেন, আমি দেখেছি, আল্লাহর রসূল ﷺ নিজে তাঁকে দাফন করেছেন। (তাফসীরে ইবনে কাসীর, খন্ডঃ ৮, পৃঃ ২৬৮-২৬৯)

২০ নং আয়াতের শান-ই নুযূলে ইকরামা ﷺ বলেন, উমর ﷺ একবার আল্লাহর রসূল ﷺ এর নিকট আগমন করলেন। সে সময় আল্লাহর রসূল ﷺ খেজুর ছালের চাটাইয়ের ওপর শয়নরত ছিলেন। চাটাইয়ের দাগ তাঁর বদন মোবারকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। উমর ﷺ এই দৃশ্য দেখে কেঁদে ফেললে আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, হে উমর! তুমি কাঁদছ কেন? উমর ﷺ বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনি কিসরা, কায়সার ও হাবশার বাদশাদের কথা এবং তাদের রাজত্বের শান-শওকতের কথা উল্লেখ করে থাকেন। অথচ আপনি রসূল হয়ে কী কষ্টের জীবনযাপন করছেন! জবাবে আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, হে উমর! তুমি কি এটা পছন্দ করো না যে, তাদের জন্য হবে দুনিয়া আর আমাদের জন্য হবে আখেরাত? তাঁর এই কথার প্রেক্ষিতেই وَاِذَا رَاَيْتَ ثَمَّ رَاَيْتَ نَعِيْمًا وَمُلْكًا كَبِيْرًا আয়াতটি নাযিল হয়। (লুবানূন নুকুল, খন্ডঃ ১, পৃঃ ২০৭)

৭৭। সূরহ আল-মুরসালাত

আয়াত - ৫০, রুকু - ২, সূরহ টি মাক্কী

আলোচনাঃ

সূরহ আল মুরসালাত হলো মাক্কী সূরহ।

হাফেয আবু ইয়ালা ﵀ বলেন, আমার কাছে পর্যায়ক্রমে খালাফ ইবনে হিশাম, বাযযার ﵀ আবুল আহওয়াস, আবু ইসহাক এর সনদে ইকরামা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আবু বকর ﵁ বলেছেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ কে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রসূল ﷺ , আপনাকে কিসে বৃদ্ধ বানিয়ে দিয়েছে? আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, 'সূরহ হুদ, ওয়াকিয়াহ, নাবা ও তাকউইর আমাকে বৃদ্ধ বানিয়ে ফেলেছে।' ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী ﵀ বলেন, আমার কাছে পর্যায়ক্রমে আবু কুরাইব ﵀ মুহাম্মাদ বিন আলা, মুয়াবিয়া বিন হিশাম, শায়বান, আবু ইসহাক, ইকরামার সনদে ইবনে আব্বাস ﵄ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আবু বকর ﵁ বললেন, হে আল্লাহর রসূল ﷺ , আপনি তো বৃদ্ধ হয়ে গেলেন। আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, আমাকে 'সূরহ হুদ, ওয়াকিয়াহ, মুরসালাত, নাবা ও তাকউইর বৃদ্ধ বানিয়ে ফেলেছে।' (তাফসীরে ইবনে কাসীর, খন্ডঃ ৪, পৃঃ ১৩২)

ইমাম বুখারী ﵀ পর্যায়ক্রমে ওমর ইবনে হাফস ইবনে গিয়াছ, তার পিতা হাফস ইবনে গিয়াস, আ'মাশ, ইবরাহীম, আসওয়াদ ﵀ এর সূত্রে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ ﵁ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমরা একদিন আল্লাহর রসূল ﷺ এর সাথে মিনা'র এক গুহায় অবস্থান করছিলাম। এ সময় সূরহ 'মুরসালাত' অবতীর্ণ হয়। তখন আল্লাহর রসূল ﷺ সূরহ টি তিলাওয়াত করতে লাগলেন, আর আমরা তার মুখ থেকে শুনে মুখস্থ করতে লাগলাম। হটাৎ একটি সাপ আমাদের দংশন করতে উদ্যত হয়। দেখে আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, এটা মেরে ফেলো। আমরা মারতে উদ্যত হলে সাপটি চলে যায়। তখন আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, 'সাপটি তোমাদের অনিষ্ট থেকে রক্ষা পেলো, আর তোমরাও সেটির অনিষ্ট থেকে রক্ষা পেয়েছো। (তাফসীর ইবনে কাসীর, খন্ডঃ ৮, পৃঃ ২৭৫)।

ইমাম ইবনে আশুর ﵀ বলেন, সালাফ মুফাসসিরগণের অধিকাংশের নিকট এটি মাক্কী সূরহ। এটি ইবনে মাসঊদ ﵁ এর হাদিসের বাহ্যিক অর্থ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়। এবং এই অর্থটি দাবী করে যে, নাযিলের দিক থেকে সূরহ মুরসালাত কুরআনের প্রথম দিকের সূরহগুলোর অন্তর্ভূক্ত। কারণ এটি তখন নাযিল হয়েছিল যখন নাবী ﷺ তার কয়েকজন সাহাবীর সাথে মিনার একটি গুহায় আত্মগোপণ করে ছিলেন। (আত তাহরীর ওয়াত তানবীর, খন্ডঃ ২৯, পৃঃ ৪১৮)
ইবনে আব্বাস রদিঃ বলেন, সূরহ আল মুরসালাত মাক্কায় নাযিল হয়েছে। (আদ দুররুল মানসুর, ইবনে মারদুওয়াইহ ﵀ , খন্ডঃ ৮, পৃঃ ৩৮০)

৭৮। সূরহ আন-নাবা

আয়াত - ৪০, রুকু - ২, সূরহ টি মাক্কী

আলোচনাঃ

সূরহ আন নাবা হলো মাক্কী সূরহ।

হাফেয আবু ইয়ালা ﵀ বলেন, আমার কাছে পর্যায়ক্রমে খালাফ ইবনে হিশাম, বাযযার ﵀ আবুল আহওয়াস, আবু ইসহাক এর সনদে ইকরামা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আবু বকর ﵁ বলেছেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ কে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রসূল ﷺ , আপনাকে কিসে বৃদ্ধ বানিয়ে দিয়েছে? আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, ‘সূরহ হুদ, ওয়াকিয়াহ, নাবা ও তাকউইর আমাকে বৃদ্ধ বানিয়ে ফেলেছে।’ ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী ﵀ বলেন, আমার কাছে পর্যায়ক্রমে আবু কুরাইব ﵀ মুহাম্মাদ বিন আলা, মুয়াবিয়া বিন হিশাম, শায়বান, আবু ইসহাক, ইকরামার সনদে ইবনে আব্বাস ﵄ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আবু বকর ﵁ বললেন, হে আল্লাহর রসূল ﷺ , আপনি তো বৃদ্ধ হয়ে গেলেন। আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, আমাকে ‘সূরহ হুদ, ওয়াকিয়াহ, মুরসালাত, নাবা ও তাকউইর বৃদ্ধ বানিয়ে ফেলেছে।’ (তাফসীরে ইবনে কাসীর, খন্ডঃ ৪, পৃঃ ১৩২)

সাইয়্যেদ সিদ্দিক হাসান খান ﵀ বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ নবুওয়াত লাভ করার পর মানবজাতি কে একত্ববাদ, নবুওয়াতের স্বীকৃতি এবং

পরকালের দিকে আহ্বান করতে লাগলেন। তাঁর দাওয়াতে মুশরিকরা বলাবলি করতে লাগল, মুহাম্মাদ ﷺ কী নিয়ে আগমন করলেন? তিনি কী নিয়ে আবির্ভূত হয়েছেন? পরকালে কী সংঘটিত হওয়ার সংবাদ দেন? তারা যখনই কোনো বৈঠকে সমবেত হতো তখনই কথাগুলো বলত, কোনো বৈঠক আল্লাহর রসূল ﷺ ও তাঁর আনীত বিষয়ের অস্বীকৃতিমূলক আলোচনা ছাড়া শেষ হতো না। তারা এসব বিষয় জানার জন্য জিজ্ঞাসা করত না, বরং অস্বীকৃতি জ্ঞাপন ও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করার জন্য একে অপরকে জিজ্ঞাসা করত। তাদের এসব জিজ্ঞাসার জবাবে সূরহ'র নাবার শুরুর আয়াতগুলো নাযিল হলো। (ফাতহুল বায়ান, খন্ডঃ ১৫, পৃঃ ২৭)

ইমাম আদ দানী ﷺ বলেন, সূরহ আন-নাবা হচ্ছে ঐ সকল সূরহ এর অন্তর্ভূক্ত যেগুলোর মাক্কী হওয়ার ব্যাপারে ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। (আল বায়ান, পৃঃ ২৬২)

ইবনে আব্বাস ﷺ এবং ইবনে জুবাইর ﷺ বলেছেন, সূরহ আন নাবা মাক্কায় নাযিল হয়েছে। (ফাতহুল ক্বদির, খন্ডঃ ৫, পৃঃ ৩৫৯)

৭৯। সূরহ আন-নাযিয়াত

আয়াত - ৪৬, রুকু - ২, সূরহ টি মাক্কী

আলোচনাঃ

সূরহ আন নাযিয়াত হলো মাক্কী সূরহ। তবে তাতে কয়েকটি মাদানী আয়াত রয়েছে।

ইমাম থালাবী ﷺ বলেন, সূরহ আন নাযিয়াত সেই সকল সূরহগুলোর অন্তর্ভূক্ত। যেই সকল সূরহগুলো মাক্কী হওয়ার ব্যাপারে ঐক্যমত রয়েছে। (আল কাশফুল বায়ান, খন্ডঃ ৪, পৃঃ ১৮০)

ইবনে আব্বাস ﷺ এবং ইবনে জুবাইর ﷺ বলেন, নিশ্চয়ই সূরহ আন নাযিয়াত মাক্কায় নাযিল হয়েছে। (ফাতহুল ক্বদির, খন্ডঃ ৫, পৃঃ ৩৬৮)

৪০ ও ৪১ নং আয়াতের শান-ই নুযূলে উল্লেখ রয়েছে, সুদ্দী ﷺ বলেন, وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ আয়াতটি আবু বকর সিদ্দিক ﷺ সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। এর কারণ হলো, আবু বকর সিদ্দিক ﷺ এর একটি গোলাম

ছিল, যে তাঁর নিকট খানা নিয়ে আসত। তিনি প্রতিবার গোলামকে খানার উৎস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতেন। একদিন সে খানা নিয়ে এলো। কিন্তু সেদিন ব্যতিক্রম ঘটনা ঘটল। তিনি গোলামকে খানার উৎস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে ভুলে গেলেন। ফলে জিজ্ঞাসা না করেই খেয়ে ফেললেন। খাওয়া শেষ হলে গোলাম বলল, আজ তো আপনি খাবারের উৎস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন না। আবু বকর ﵁ বললেন, আমি জিজ্ঞাসা করতে ভুলে গিয়েছিলাম। বলো, খানা কোথেকে এনেছ? গোলাম বলল, আমি জাহেলি যুগে জ্যোতিষীগিরী করেছিলাম, মজুরি বাকি ছিল। আজ সে পরিশোধ করেছে। সেই মজুরির টাকার খাবার এটি। একথা শুনামাত্রই আবু বকর ﵁ বমি করে সব ফেলে দিলেন। এরপর বললেন, হে আল্লাহ! খাদ্যনালীতে যা কিছু অবশিষ্ট থাকল আপনি তা আটকে দিন, সেগুলো যেন আমার খাদ্যে পরিণত না হয়। আল্লাহভীতির এই বিরল ঘটনার প্রেক্ষিতে তখন وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ আয়াতটি নাযিল হলো। (তাফসীরে কুরতুবী, খন্ডঃ ১৯, পৃঃ ২০৮)

৮০। সূরহ আবাসা

আয়াত - ৪২, রুকু - ১, সূরহ টি মাক্কী

আলোচনাঃ

সূরহ আবাসা হলো মাক্কী সূরহ। তবে ৩৭ নং আয়াতটি মাদানী।

ইমাম ইবনে কাসীর ﵀ বলেন, বহু মুফাসসিরের অভিমত হলো, আল্লাহর রসূল ﷺ একদিন জৈনিক কুরাইশ নেতাকে দ্বীনের কথা বুঝাচ্ছিলেন। ইত্যবসরে অন্ধ সাহাবী ইবনে উম্মে মাকতূম, যিনি পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, এসে দ্বীনের বিভিন্ন বিষয়ে জিজ্ঞেস করতে আরম্ভ করেন, কিন্তু আল্লাহর রসূল ﷺ একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দ্বীনী কাজে ব্যস্ত ছিলেন। অর্থাৎ আল্লাহর রসূল ﷺ ঐ কুরাইশ নেতার ইসলাম গ্রহণে আগ্রহী ছিলেন বিধায় সাহাবী ইবনে উম্মে মাকতূমের প্রতি মনোযোগ দেন নি, তখন আল্লাহ তা'য়ালা এ আয়াতগুলো নাযিল করেন,

عَبَسَ وَتَوَلّٰى - اَنْ جَآءَهُ الْاَعْمٰى - وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّهٗ يَزَّكّٰى - اَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرٰى

- اَمَّا مَنِ اسْتَغْنٰى - فَاَنْتَ لَهٗ تَصَدّٰى - وَمَا عَلَيْكَ اَلَّا يَزَّكّٰى - وَاَمَّا مَنْ جَآءَكَ يَسْعٰى - وَهُوَ يَخْشٰى - فَاَنْتَ عَنْهُ تَلَهّٰى

(তাফসীরে ইবনে কাসীর, খন্ডঃ ৮, পৃঃ ৩২১-৩২২)

৩৭ নং আয়াতের শান-ই নুযূলে আয়েজ ইবনে শুরাইহ আল-কিন্দী ﵀ বলেন, আমি আনাস ইবনে মালেক ﵁ কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, একবার আয়েশা সিদ্দিকা ﵂ আল্লাহর রসূল কে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! কিয়ামত দিবসে সব লোককে কি আল্লাহ তা'য়ালা উলঙ্গ করে উত্তোলন করবেন? আল্লাহর রসূল বললেন, হ্যাঁ। আয়েশা ﵂ বললেন, তারা একে অপরের লজ্জাস্থান দেখবে না?! তখন আল্লাহ তা'য়ালা আলোচ্য আয়াতটি নাযিল করলেন। (শান-ই নুযূল, খন্ডঃ ২, পৃঃ ৬৮৪)

৮১। সূরহ আত-তাকউইর

আয়াত - ২৯, রুকু - ১, সূরহ টি মাক্কী

আলোচনাঃ

সূরহ আত তাকউইর হলো মাক্কী সূরহ।

হাফেয আবু ইয়ালা ﵁ বলেন, আমার কাছে পর্যায়ক্রমে খালাফ ইবনে হিশাম, বাযযার ﵀ আবুল আহওয়াস, আবু ইসহাক এর সনদে ইকরামা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আবু বকর ﵁ বলেছেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ কে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রসূল ﷺ , আপনাকে কিসে বৃদ্ধ বানিয়ে দিয়েছে? আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, 'সূরহ হুদ, ওয়াকিয়াহ, নাবা ও তাকউইর আমাকে বৃদ্ধ বানিয়ে ফেলেছে।' ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী ﵀ বলেন, আমার কাছে পর্যায়ক্রমে আবু কুরাইব ﵀ মুহাম্মাদ বিন আলা, মুয়াবিয়া বিন হিশাম, শায়বান, আবু ইসহাক, ইকরামার সনদে ইবনে আব্বাস ﵄ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আবু বকর ﵁ বললেন, হে আল্লাহর রসূল ﷺ , আপনি তো বৃদ্ধ হয়ে গেলেন। আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, আমাকে 'সূরহ হুদ, ওয়াকিয়াহ, মুরসালাত, নাবা ও তাকউইর বৃদ্ধ বানিয়ে ফেলেছে।' (তাফসীরে ইবনে কাসীর, খন্ডঃ ৪, পৃঃ ১৩২)
ইমাম আদ দানী ﵀ বলেন, মাক্কী ও মাদানী সূরহগুলো গণনা করা

হয়েছে। এবং সূরহ আত তাকউইর কে মাক্কী সূরহগুলোর অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। (আল বায়ান, পৃঃ ১৩৫)

ইমাম থালাবী ﵀ বলেছেন, সূরহ আত তাকউইর ঐ সকল সূরহগুলোর অন্তর্ভূক্ত হয়েছে যে সকল সূরহগুলোর মাক্কী হওয়ার ব্যাপারে ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। (আল কাশফুল বায়ান, খন্ডঃ ৪, পৃঃ ১৮৭) ইবনে আব্বাস ﵁ , ইবনে জুবাইর ﵁ এবং আয়িশা ﵂ বলেন, সূরহ আত তাকউইর মাক্কায় নাযিল হয়েছে। (আদ দুররুল মানসুর, ইবনে মারদুওয়াইহ ﵀ , খন্ডঃ ৮, পৃঃ ৪২৯)

৮২। সূরহ আল-ইংফিতার

আয়াত - ১৯, রুকু - ১, সূরহ টি মাক্কী

আলোচনাঃ

সূরহ আল ইংফিতার হলো মাক্কী সূরহ।

ইমাম আদ দানী ﵀ বলেন, মাক্কী ও মাদানী সূরহগুলো গণনা করা হয়েছে। এবং সূরহ আল ইংফিতার কে মাক্কী সূরহগুলোর অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। (আল বায়ান, পৃঃ ১৩৬)

ইমাম থালাবী ﵀ বলেছেন, সূরহ আল-ইংফিতার ঐ সকল সূরহগুলোর অন্তর্ভূক্ত হয়েছে যে সকল সূরহগুলোর মাক্কী হওয়ার ব্যাপারে ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। (আল কাশফুল বায়ান, খন্ডঃ ৪, পৃঃ ১৯২)

ইবনে আব্বাস ﵁ এবং ইবনে জুবাইর ﵁ বলেন,সূরহ আল-ইংফিতার মাক্কায় নাযিল হয়েছে। (আদ দুররুল মানসুর, ইবনে মারদুওয়াইহ ﵀ , খন্ডঃ ৮, পৃঃ ৪৩৭)

৮৩। সূরহ আল-মুতাফফিফীন

আয়াত - ৩৬, রুকু - ১, সূরহ টি মাদানী

আলোচনাঃ

সূরহ আল মুতাফফিফীন হলো মাদানী সূরহ।
ইমাম নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ ﵀ বলেন, মুহাম্মাদ ইবনে আকীল আমাদের অবগত করেছেন, (ইবনে মাজাহ ﵀ রাবী আবদুর রহমান

ইবনে বিশর ﵀ এর নাম বৃদ্ধি করেছেন) তারা বলেন, আলী ইবনে হুসাইন ইবনে ওয়াকেদ আমাদের হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমার পিতা হুসাইন ইবনে ওয়াকেদ আমাকে কুরাইশ বংশের জনৈক গোলাম ইয়াযীদ ইবনে আবু সাঈদ আন নাহবী থেকে, তিনি ইকরামা ﵀ এর সূত্রে ইবনে আব্বাস ﵄ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ যখন মাদীনায় আগমন করেন, তখন ওজন ও মাপের ব্যাপারে মাদীনাবাসীরা নিকৃষ্ট মানুষ বলে প্রসিদ্ধ ছিলো। ফলে আল্লাহ তা'য়ালা وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ দুর্ভোগ তাদের জন্যে যারা মাপে কম দেয় নাযিল করেন। অতঃপর তারা সঠিক ও সুন্দর ভাবে ওজন করতেলাগলো। (তাফসীরে ইবনে কাসীর, খন্ডঃ ৮, পৃঃ ৩৬৭)

ইবনে আব্বাস ﵄ বলেন, মাদিনায় সর্বপ্রথম যা নাযিল হয়েছে তা হলো وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ (ফাতহুল ক্বদির, খন্ডঃ ৫, পৃঃ ৩৯৪, মাসাইদুন নাযার, ইমাম আল বিকাঈ ﵀ , খন্ডঃ ৩, পৃঃ ১৬৭)

৮৪। সূরহ আল-ইংশিক্বক্ব

আয়াত - ২৫, রুকু - ১, সূরহ টি মাক্কী

আলোচনাঃ

সূরহ আল ইংশিক্বক্ব হলো মাক্কী সূরহ।

ইমাম জালালউদ্দিন সুয়ূতী ﵀ বলেন,মাক্কী ও মাদানী সূরহগুলো গণনা করা হয়েছে। এবং সূরহ আল ইংশিক্বক্ব কে মাক্কী সূরহগুলোর অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। (আল ইতকান ফি উলুমিল কুরআন, খন্ডঃ ১, পৃঃ ৮২)। ইমাম আদ দানী ﵀ বলেন, সূরহ আল-ইংফিতার ঐ সকল সূরহগুলোর অন্তর্ভূক্ত হয়েছে যে সকল সূরহগুলোর মাক্কী হওয়ার ব্যাপারে ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। (আল বায়ান, পৃঃ ২৬৮)

ইবনে আব্বাস ﵄ এবং ইবনে জুবাইর ﵄ বলেন, সূরহ আল ইংশিক্বক্ব মাক্কায় নাযিল হয়েছে। (ফাতহুল ক্বদির, খন্ডঃ ৫, পৃঃ ৪০১)

৮৫। সূরহ আল-বুরুজ

আয়াত - ২২, রুকু - ১, সূরহ টি মাক্কী

আলোচনাঃ

সূরহ আল বুরুজ হলো মাক্কী।

ইমাম বিকাঈ ﵀ বলেন, সুরহটি মাক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। আর মাক্কী জীবন ছিল মুসলমানদের জন্য কুরইশদের পক্ষ থেকে অসহনীয় নির্যাতনে ভরপুর। বিভিন্নভাবে তারা মুসলমানগণকে কষ্ট দিত। বেলাল, সুহাইব, সুমাইয়া, আম্মার ইবনে হারেছ ﵁ সহ অসংখ্য দুর্বল মুসলমানের ওপর নির্যাতনের স্টিমরোলার চালিয়েছিল। শিআবে আবু তালিবে মুসলমানদেরকে দীর্ঘদিন অবরোধ করে রেখেছিল।

নির্যাতনের মাত্রা বেড়ে গেলে একদিন খাব্বাব ﵁ আল্লাহর রসূল ﷺ এর নিকট এলেন। সে সময় আল্লাহর রসূল ﷺ কাবার ছায়ায় হেলান দিয়ে বসেছিলেন। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রসূল ﷺ । আমাদের সাহায্যের জন্য দু'য়া করবেন না? আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের মাথার ওপর করাত রেখে চিরে ফেলা হতো। কারো কারো দেহ থেকে লোহার চিরুনি দিয়ে চামড়া ছিলে ফেলা হতো। আল্লাহর কসম, তিনি এই দ্বীন কে অবশ্যই পূর্ণতা দান করবেন। তবে তোমরা তাড়াহুড়া করছ।

এভাবে আল্লাহর রসূল ﷺ তাঁর সাহাবাগণকে ধৈর্যধারণের পরামর্শ দিতেন। আর ধৈর্যধারণের ক্ষেত্রে নিয়ামক ভূমিকা পালন করে অতীতের অনুরূপ কোনো ঘটনা। তাই আল্লাহর রসূল ﷺ ও তাঁর সাহাবাগণকে সান্তনা প্রদানের জন্য আলোচ্য সূরহ টি নাযিল করা হয়, যাতে আসবাবে উখদুদের ঐতিহাসিক ঘটনার বিবরণ রয়েছে। (নাজমুদ দুয়ার ফী তানাছুবিল আয়াতি ওয়াস সুওয়ার, খন্ডঃ ৮, পৃঃ ৫৬১)

আসহাবে উখদূদের ঘটনা

ইমাম আহমদ ﵀ বলেন, আফফান পর্যায়ক্রমে হাম্মাদ ইবনে সালামা, সাবেত, আবদুর রহমান ইবনে আবু লায়লা ﵀ এর সূত্রে ছোহাইব ﵁ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, পূর্বযুগে এক বাদশাহ ছিলো। তার ছিলো এক যাদুকর। যাদুকর বৃদ্ধ

হয়ে গেলে বাদশাহকে বললো, আমি বৃদ্ধ হয়ে গেছি। হয়তো আর বেশী দিন বাঁচবো না। আপনি আমাকে একটি ছেলে দিন, যাকে আমি যাদু শিক্ষা দিয়ে যাবো। যাদুকরের পরামর্শে বাদশাহ তাকে একটি ছেলে দেন। যাদুকর তাকে যাদু শেখাতে আরম্ভ করলো। এভাবে কিছুদিন কেটে যায়।

বাদশাহর কাছ থেকে যাদুকরের কাছে যাওয়ার পথে এক পাদ্রী বাস করতো। একদিন যুবক যাদুকরের কাছে যাওয়ার সময় পাদ্রীর কাছে যায় এবং তার কথাবার্তা শুনে মুগ্ধ হয়ে পড়ে। পাদ্রীর কাছে যাতায়াতের কারণে যাদুকরের কাছে যেতে দেরী হওয়ার ফলে একদিকে যাদুকর। অপরদিকে বাড়ীর অভিভাবকরাও শাস্তি দেয়। উভয় দিকের মার খেয়ে যুবক পাদ্রীর কাছে এসে অভিযোগ করে। শুনে পাদ্রী তাকে বুদ্ধি দিলো, যাদুকর তোমাকে প্রহার করতে চাইলে বলো, বাড়ী থেকে আসতে দেরী হয়েছে, আর বাড়ীতে গিয়ে বলো, যাদুকরের কাছ থেকে আসতে বিলম্ব হয়ে গেছে। এভাবে আরো কিছুদিন কেটে যায়।

একদিন সে যুবক দেখতে পেলো, লোক চলাচলের রাস্তায় বিরাট এক হিংস্র প্রাণী পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছে। এর ভয়ে মানুষ এক পাও সামনে অগ্রসর হতে পারছে না। এ অবস্থা দেখে ছেলেটি মনে মনে বললো, আজ আমি পরীক্ষা করে দেখবো, পাদ্রীর দ্বীন আল্লাহর কাছে পছন্দনীয়, নাকি যাদুকরের। এই ভেবে সে এক খণ্ড পাথর হাতে নিয়ে এ বলে প্রাণীটির গায়ে নিক্ষেপ করলো – 'হে আল্লাহ, পাদ্রীর আদর্শ তোমার কাছে যদি যাদুকরের আদর্শ থেকে প্রিয় হয়, তাহলে তুমি এ প্রাণীটি মেরে লোকদের রাস্তা অতিক্রম সহজ করে দাও। সংগে সংগে প্রাণীটি মরে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। অতপর পাদ্রীর কাছে সে এ ঘটনা ব্যক্ত করলে পাদ্রী বললো, বৎস, তুমি আমার চাইতেও শ্রেষ্ঠ। তবে ভবিষ্যতে তোমাকে বিপদের সম্মুখীন হতে হবে, তখন কিন্তু কারো কাছে আমার কথা বলবে না।

অতপর যুবক অসাধারণভাবে অন্ধ, কুষ্ঠ ইত্যাদি দূরারোগ্য ব্যাধি ভালো করতে লাগলো। বাদশাহর এক অন্ধ সহচর ছিলো। এ সংবাদ শুনতে

পেয়ে সে বিপুল উপঢৌকনসহ বালকের কাছে এসে বললো, আমার পক্ষ থেকে তুমি এ উপঢৌকন গ্রহণ করো এবং আমার চোখ ভালো করে দাও। বালক বললো, আমি তো কোনো রোগ ভালো করতে পারি না। ভালো করার মালিক আল্লাহ। তুমি যদি তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করো, তাহলে আমি তোমার জন্যে তাঁর কাছে দু'য়া করবো, তিনি তোমাকে ভালো করে দেবেন। অতঃপর বালকের দু'য়ায় লোকটির চোখ ভালো হয়ে গেলো।

বাদশাহর দরবারে ফিরে এসে লোকটি যথারীতি উপবেশন করলো। তাকে দেখে বাদশাহ আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলো, কি ব্যাপার, তুমি এ চোখ পেলে কোথায়? সে বললো, আমার রব দিয়েছেন। বাদশাহ বললো, আমি? লোকটি বললো, না, আপনি নন, যিনি আপনার ও আমার রব। বাদশাহ বললো, কী! আমি ছাড়া আবার তোমার রব কে? লোকটি বললো, আপনার ও আমার রব হলেন আল্লাহ। এ কথা শুনে বাদশাহ লোকটিকে অমানুষিক শাস্তি প্রদান করে এবং চাপে পড়ে সে লোক বালকের সন্ধান বলে দেয়।

বাদশাহ বালকটিকে ডেকে পাঠায়। সে আসলে বাদশাহ তাকে জিজ্ঞেস করলো, তুমি নাকি যাদুমন্ত্রের মাধ্যমে অন্ধ ও কুষ্ঠ ইত্যাদি রোগ ভালো করো। বালক বললো, আমি তো কাউকে ভালো করতে পারি না, ভালো করেন তো আমার আল্লাহ তা'য়ালা। বাদশাহ বললো, আমি? বালক বললো, আপনি নন। বাদশাহ বললো, আমি ছাড়া কি তোমার অন্য কোনো রব আছে? যুবক বললো, হ্যাঁ আছে। আমার ও আপনার

রব হলেন আল্লাহ। এতে বাদশাহ তার ওপর অমানুষিক নির্যাতন চালায়। অবশেষে চাপে পড়ে বাধ্য হয়ে বালক পাদ্রীর কথা বলে দেয়।

পাদ্রীকে দরবারে উপস্থিত করে বাদশাহ তাকে তার দ্বীন ত্যাগ করার নির্দেশ দেয়, কিন্তু সে রাজি না হওয়ায় কড়াত দিয়ে ফেঁড়ে তার মাথা দ্বিখণ্ডিত করে ফেলে। ঈমান ত্যাগ না করায় এভাবে অন্ধ লোকটিকেও মেরে ফেলা হয়।

অতঃপর বাদশাহ বালককে বললো, ভালো চাইলে এখনও ঈমান ত্যাগ করো। ঈমান ত্যাগ করতে অস্বীকার করায় একদল লোকসহ তাকে

এক পাহাড়ে পাঠিয়ে দেয়া হয়। লোকদের বলে দেয়া হয়, যদি সে ঈমান ত্যাগ করতে সম্মত না হয়, তাহলে তাকে পাহাড়ের চূড়া থেকে ধাক্কা দিয়ে নীচে ফেলে দেবে। তারা বালককে নিয়ে যায় পাহাড়ের চূড়ায় ওঠে বালকটি বললো, হে আল্লাহ, তারা যা চাচ্ছে, এ ব্যাপারে তুমিই আমার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাও। সংগে সংগে পাহাড় প্রকম্পিত হয়ে ওঠে এবং সবাই পাহাড় চূড়ো থেকে নীচে পতিত হয়। কিন্তু বালকটি বেঁচে যায়। মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়ে বালকটি বাদশাহর দরবারে এসে উপস্থিত হয়। বাদশাহ দেখে জিজ্ঞেস করলো, তোমার সংগীরা কোথায়? সে বললো, আল্লাহ তাদের ধ্বংস করে দিয়েছেন।

অতঃপর ডুবিয়ে মারার জন্যে বাদশাহ তাকে এরূপ লোকের হাতে সমর্পণ করে নদীতে পাঠিয়ে দেয়, কিন্তু এখানেও বাদশাহর লোকেরা সব ডুবে মরে, আর সে প্রাণ নিয়ে ফিরে আসে। এবার তাকে আগুনে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা করলে সকলেই পুড়ে মরে, কিন্তু সে বেঁচে যায়।

অবশেষে বালক বাদশাহকে বললো, আমাকে মারার সাধ্য আপনার নেই। আমার একটি পরামর্শ শুনুন। সে মতে কাজ করলে হয়তো আপনি সফল হতে পারেন। বাদশাহ বললো, কি তোমার পরামর্শ? বালক বললো, আপনার প্রজা সাধারণকে এক খোলা ময়দানে সমবেত করুন। অতঃপর আমাকে শূলিতে চড়িয়ে আমার তূনীর থেকে একটি তীর নিয়ে 'এ বালকের রব আল্লাহর নামে' বলে আমার গায়ে নিক্ষেপ করুন। এভাবেই কেবল আপনি আমাকে হত্যা করতে সক্ষম হবেন।

বালকের পরামর্শে বাদশাহ এভাবেই তাকে হত্যা করার আয়োজন করে এবং 'এ বালকের রব আল্লাহর নামে' বলে তীর নিক্ষেপ করলে সেটা তার কান পট্টিতে আঘাত হানে। আর বালকটি শাহাদাত বরণ করে। অবস্থা দেখে উপস্থিত লোকেরা বলে ওঠলো, আমরা এ বালকের রবের প্রতি ঈমান আনলাম। অবস্থা বেগতিক দেখে বাদশাহ ক্ষোভে ফেটে পড়ে এবং অসংখ্য অগ্নিকুণ্ড তৈরী করে সকলকে তাতে নিক্ষেপ করে পুড়িয়ে মারে। এক দুগ্ধপোষ্য শিশুসহ তার মাকে নিক্ষেপ করার সময় মা একটু ইতস্তত বোধ করলে অবোধ শিশুটি বলে ওঠে, মা ধৈর্য ধরো, কারণ তুমি সৎপথে রয়েছো। (তাফসীরে ইবনে কাসীর,

খন্ডঃ ৮, পৃঃ ৪০৪ - ৪০৬)

৮৬। সূরহ আত-ত্বরিক

আয়াত - ১৭, রুকু - ১, সূরহ টি মাক্কী

আলোচনাঃ

সূরহ আত ত্বরিক হলো মাক্কী সূরহ।

আবদুল্লাহ ইবনে ইমাম আহমদ ﵀ বলেন, আমার পিতা পর্যায়ক্রমে আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ, তার পিতা, মারওয়ান ইবনে মুয়াবিয়া আল ফাযারী, আবদুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমান আত তায়েফী, আবদুর রহমান ইবনে খালিদ ইবনে আবু জাবাল আল উদওয়ানী ﵀ এর সূত্রে তার পিতা খালিদ ইবনে আবু জাবাল আল উদওয়ানী ﵁ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, তিনি আল্লাহর রসূল ﷺ কে বানী ছাকীফের পূর্ব প্রান্তে একটি ধনুক বা লাঠির ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে সূরহ ত্বরিক তিলাওয়াত করতে শুনেছেন এ সময় তিনি তাদের কাছে সাহায্য লাভের জন্য বসেছিলেন। তিনি বলেন, আমি জাহেলী যুগে মুশরিক অবস্থায়ই সূরহ টি নাবী কারীম ﷺ থেকে শুনে শুনে মুখস্থ করে ফেলি। অতঃপর মুসলমান হয়ে আমি সূরহ টি তেলাওয়াত করি। সূরহ টি শুনে ছাকীফ গোত্রের কাছে আসলে তারা জিজ্ঞেস করলো, ঐ লোকটির কাছে তুমি কি শুনলে? আমি সূরহ টি তিলাওয়াত করে তাদের শুনালাম। সেখানে উপস্থিত কয়েকজন কুরাইশ বলে ওঠলো, এ লোকটিকে আমরা ভালো করেই জানি। তার কথা সত্য হলে সর্বাগ্রে আমরাই তা গ্রহণ করতাম। (তাফসীরে ইবনে কাসীর, খন্ডঃ ৮, পৃঃ ৪১৭)

ইবনে আব্বাস ﵄ বলেন, সূরহ আত ত্বরিক মাক্কায় নাযিল হয়েছে। (আন নাসিখ ওয়াল মানসূখ, খন্ডঃ ৩, পৃঃ ১৩২)

৮৭। সূরহ আল-আ'লা

আয়াত - ১৯, রুকু - ১, সূরহ টি মাক্কী

আলোচনাঃ

সূরহ আল আ'লা হলো মাক্কী সূরহ।

ইমাম বুখারী ﵀ পর্যায়ক্রমে আবদান, তার পিতা, শো'বা, আবু ইসহাক ﵀ এর সূত্রে বারা ইবনে আযেব ﵁ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, সাহাবীদের মধ্যে সর্বপ্রথম মুস'য়াব ইবনে উমায়র ও ইবনে উম্মে মাকতুম ﵁ আমাদের কাছে (মাদীনায় হিজরতপূর্বক) আগমন করেন। তারা আমাদের কুরআন পড়াতে শুরু করেন। অতঃপর আম্মার, বেলাল ও সা'দ ﵁ আগমন করেন। তারপর বিশ জনকে সংগে করে ওমর ﵁ এর আগমন ঘটে। তারপর আসেন নাবী কারীম ﷺ। সাহাবী বারা ইবনে আযিব ﵁ বলেন, নাবী কারীম ﷺ কে পেয়ে মাদীনাবাসী এতো আনন্দিত বোধ করলো, অন্য কোনো কারণে তাদের এতো আনন্দবোধ করতে দেখিনি। এমনকি তাদের আনন্দের আতিশয্যে মাদীনার শিশু কিশোররা বলা শুরু করলো – 'ইনি আল্লাহর রসূল, যিনি আমাদের মাঝে আগমন করেছেন।' আল্লাহর রসূল ﷺ এর আগমনের পূর্বেই আমি সূরহ আ'লা এবং এ ধরনের আরো কয়েকটি সূরহ পড়ে ফেলি। এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়, সূরহ আ'লা আল্লাহর রসূল ﷺ এর হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছিলো। অর্থাৎ সূরহ টি মাক্কী। (তাফসীরে ইবনে কাসীর, খন্ডঃ ৮, পৃঃ ৪২৩)

ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী ﵀ বলেন, সূরহ আল-আ'লা মাক্কী সূরহ। (ফাতহুল বারী, খন্ডঃ ৭, পৃঃ ২৬২)

৮৮। সূরহ আল-গশিয়াহ

আয়াত - ২৬, রুকু - ১, সূরহ টি মাক্কী

আলোচনাঃ

সূরহ আল গশিয়াহ হলো মাক্কী সূরহ। এতে মত পার্থক্যের কোনো সুযোগ নেই।

ইমাম আদ দানী ﵀ বলেন, সূরহ আল গশিয়াহ সেই সকল সূরহগুলোর অন্তর্ভূক্ত যেই সকল সূরহগুলো মাক্কী হওয়ার ব্যাপারে ঐক্যমত রয়েছে। (আল বায়ান, পৃঃ ২৭২)

ইবনে আব্বাস ﵁ এবং ইবনে জুবাইর ﵁ বলেন, সূরহ আল গশিয়াহ মাক্কায় নাযিল হয়েছে। (ফাতহুল ক্বদির, খন্ডঃ ৫, পৃঃ ৪২৪)

৮৯। সূরহ আল-ফজর

আয়াত - ৩০, রুকু - ১, সূরহ টি মাক্কী

আলোচনাঃ

সূরহ আল ফজর হলো মাক্কী সূরহ। তবে এতে ২৭-৩০ নং আয়াত তিনটি মাদানী রয়েছে।

ইবনে আব্বাস ﵁ , ইবনে জুবাইর ﵁ এবং আয়িশা ﵂ বলেন, সূরহ আল ফজর মাক্কায় নাযিল হয়েছে। (ফাযায়িলুল কুরআন, ইমাম ইবনে দারীস ﵀ , পৃঃ ৩৪)

ইমাম ইবনে আতিয়্যাহ ﵀ সূরহ আল ফজরকে মাক্কী সূরহ বলেছেন। (আল মুহাররার আল ওয়াজিজ, খন্ডঃ ১৬, পৃঃ ২৯২)

২৭-৩০ নং আয়াতের শান-ই নুযূলে, বুরায়দা ﵁ বলেন, আয়াতটি হামজা ﵁ এর শান-ই নাযিল হয়েছে। তিনি উহুদ যুদ্ধে শাহাদাতবরণ করলে আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয়, হে হামজার পবিত্র ও নিশ্চিন্ত আত্মা! তুমি নিশ্চিন্তে জান্নাতে প্রবেশ করো। (ইবনে আবী হাতিম, খন্ডঃ ২, পৃঃ ২৯১)

৯০। সূরহ আল-বালাদ

আয়াত - ২০, রুকু - ১, সূরহ টি মাদানী

আলোচনাঃ

সূরহ আল বালাদ এর বিষয়বস্তু ও নাযিলের প্রেক্ষাপট থেকে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, সূরহ আল বালাদ হলো মাদানী সূরহ।

আবু বারজা আসলামী ﵁ বলেন, আলোচ্য আয়াতটি আমার শান-ই নাযিল হয়েছে। আমি মাক্কা বিজয়ের দিন তাঁবু থেকে বের হয়ে পড়লাম এবং আল্লাহর রসূল ﷺ যে কয়জন লোককে যে কোনো অবস্থায় হত্যা করার আদেশ দিয়েছিলেন তাদের অনুসন্ধান করতে লাগলাম। এদের একজন ছিল আব্দুল্লাহ ইবনে খাতাল। আমি দেখলাম, সে কাবার গিলাফ ধরে নিজের জীবনের নিরাপত্তা লাভের চেষ্টা করছে। আল্লাহর রসূল ﷺ যেহেতু যে কোনো অবস্থায় তাদেরকে হত্যা করার আদেশ করেছিলেন তাই আমি তাকে রোকনে ইয়ামানি এবং মাকামে

ইবরাহিমের মাঝের স্থানে হত্যা করলাম। এরপর আমার উক্ত ঘটনার ব্যাপারে আয়াতটি নাযিল হলো এবং আল্লাহর রসূলের জন্য কাবায় অবাধ্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হালাল হওয়ার ঘোষণা প্রদান করা হলো। (ফাতহুল বায়ান ফি মাকাসিদিল কুরআন, খন্ডঃ ১৫, পৃঃ ২৩৯)

ইবনে আব্বাস ﵄ বলেন, আয়াতটি নাযিল করা হয়েছে আল্লাহর রসূল ﷺ এর মাক্কার হালাল-হারাম হওয়া সংক্রান্ত একটি বিধান প্রদানের জন্য। সেটা হলো, মাক্কা বিজয়ের দিন তাঁকে আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ থেকে অবকাশ প্রদান করা হয় যে, তিনি যাকে ইচ্ছা মাক্কার এই হারাম নগরীতে হত্যা করতে পারবেন, যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করতে পারবেন। এই আয়াতটি নাযিল হওয়ার সূত্রেই আব্দুল্লাহ ইবনে খাতালকে কাবাঘরের গিলাফ ধরা অবস্থাতেও হত্যা করা হয়। এই বিধান আল্লাহর রসূল ﷺ ছাড়া আর কারো জন্য প্রযোজ্য নয়। সুতরাং কারো জন্যই কোনো পরিস্থিতিতেই মাক্কার হারাম সীমানার মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ জায়েয নয়। (তাফসীরে ইবনে আবী হাতিম, খন্ডঃ ১২, পৃঃ ৪০৮, মাওসুয়াতুল কুরআনিয়াহ, খন্ডঃ ১, পৃঃ ৭০)

৯১। সূরহ আশ-শামস

আয়াত - ১৫, রুকু - ১, সূরহ টি মাক্কী

আলোচনাঃ

সূরহ আশ শামস হলো মাক্কী সূরহ।

ইবনে আব্বাস ﵄ ও ইবনে যুবাইর ﵄ বলেন, সূরহ আশ শামস মাক্কায় নাযিল হয়েছে। (আদ দুররুল মানসুর, ইবনে মারদুওয়াইহ রহিঃ, খন্ডঃ ৮, পৃঃ ৫২৭)

৯২। সূরহ আল-লাইল

আয়াত - ২১, রুকু - ১, সূরহ টি মাদানী

আলোচনাঃ

সূরহ আল লাইল হলো মাদানী সূরহ।

ইবনে আবু হাতেম ﵀ বলেন, আবু আবদুল্লাহ আত তেহরানী পর্যায়ক্রমে হাফছ ইবনে ওমর আল আদানী, হাকাম ইবনে আবান,

ইকরামা ﵁ এর সূত্রে ইবনে আব্বাস ﵄ থেকে বর্ণনা করেন, আল্লাহর রসূল ﷺ এর যামানায় এক ব্যক্তির খেজুর বাগান ছিলো, তার এ বাগানের খেজুর গাছের কিছু ডালপালা পাশের এক দরিদ্র ও ছোটো ছোটো সন্তানওয়ালা মুমিন ব্যক্তির বাড়ীর আঙ্গিনায় ছড়িয়ে পড়ে। বাগানের মালিক বাগানের গাছ থেকে ফল পাড়তে গেলে ঝাঁকুনিতে কিছু ফল ঐ গরীব ব্যক্তির আঙ্গিনায় পড়তো এবং তার ছোটো ছোটো বাচ্চারা তা তুলে নিতো। এ নিয়ে বাগানের মালিক গরীব মুমিন ব্যক্তির সাথে ঝগড়া করতো। যদি ঐ ছোটো বাচ্চারা কোনো ফল তাদের মুখে দিতো। তখন বাগানের মালিক বাচ্চাদের মুখে আঙ্গুল ঢুকিয়ে তা বের করে নিতো। পরবর্তীতে গরীব মুমিন বাগানের মালিকের এ আচরণের ব্যাপারে আল্লাহর রসূল ﷺ এর দরবারে অভিযোগ করলে তিনি বললেন, ঠিক আছে, তুমি যাও, আমি ব্যাপারটা দেখছি।

আল্লাহর রসূল ﷺ বাগানের মালিকের সাথে সাক্ষাত করে তাকে বললেন, তুমি অমুক ব্যাক্তির বাড়ীর দিকে ঝুলানো ডালবিশিষ্ট খেজুর গাছটি আমাকে দাও, এর বিনিময়ে আমি। তোমাকে জান্নাতের একটি খেজুর গাছ দান করবো। বাগানের মালিক বললো, আমি আপনাকে গাছটি দিতাম; কিন্তু সেটির ফলগুলো আমার কাছে খুবই পছন্দনীয়। আমার বাগানে এতো খেজুর গাছ আছে, কিন্তু কোনো খেজুর গাছের ফল এর মতো সুমিষ্ট ও পছন্দনীয় নয়। এ কথার পর আল্লাহর রসূল ﷺ সেখান থেকে যেতে লাগলেন। ইত্যবসরে এক ব্যক্তি তাঁর পিছু নেয়। সে নাবী কারীম ﷺ ও ঐ বাগান মালিকের কথোপকথন শুনেছিলো।

সে আল্লাহর রসূল ﷺ কে বললো, হে আল্লাহর রসূল, আমি যদি ঐ খেজুর গাছটি নিয়ে আপনাকে দেই, তবে কি আমাকে জান্নাতে ঐ খেজুর গাছ দান করবেন, যা ঐ বাগানের মালিককে দানের ওয়াদা করেছিলেন। আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, হাঁ, তাহলে আমি জান্নাতের ঐ খেজুর গাছ তোমাকে দান করবো। অতপর ঐ ব্যক্তি বাগান মালিকের সাথে সাক্ষাত করে। তারা উভয়ই খেজুর বাগানের মালিক ছিলো। প্রথম বাগানের মালিক দ্বিতীয় বাগানের মালিককে বললো,

আমি তোমায় একটি সংবাদ দিচ্ছি, শোনো, মুহাম্মাদ ﷺ আমাকে বলেছেন, 'তুমি আমাকে অমুক ব্যক্তির বাড়ীর দিকে ডালপালা খেজুর গাছটি দাও, আমি তোমাকে জান্নাতে একটি খেজুর গাছ দান করবো।' আমি বলেছি, আমি আপনাকে ঐ গাছটি দিতাম, তবে ঐ গাছের ফল আমার কাছে খুবই পছন্দনীয় (তাই আমি ঐ গাছটি দিতে অপারগ)। এ কথা শুনে দ্বিতীয় বাগানের মালিক চুপ হয়ে গেলো। অতঃপর এ ব্যক্তি প্রথম বাগানের মালিক কে বললো, তুমি কি ঐ ঝুলন্ত ডালবিশিষ্ট খেজুর গাছটি বিক্রি করতে চাও? সে বললো, না, তবে যদি তুমি আমাকে এর বিনিময়ে এই এই জিনিসগুলো দাও (তাহলে আমি বিবেচনা করতে পারি)। আমার মনে হয় না, তুমি এ একটি গাছের বিনিময়ে আমার চাহিদা পূরণ করবে। তখন দ্বিতীয় বাগানের মালিক প্রথম বাগানের মালিককে বললো, তুমি এ একটি গাছের বিনিময়ে কি চাও? সে বললো, চল্লিশটি খেজুর গাছ। দ্বিতীয় বাগানের মালিক তাকে বললো, তুমি খুবই বাড়িয়ে বলেছো, তুমি তোমার একটি খেজুর গাছের পরিবর্তে চল্লিশটি খেজুর গাছ চাচ্ছো! অতঃপর তারা উভয়ে চুপ হয়ে অন্য প্রসঙ্গে কথা বলতে লাগলো। কথার ফাঁকে সে বললো, আমি তোমাকে চল্লিশটি খেজুর গাছ দিতে প্রস্তুত। তখন প্রথম বাগানের মালিক বললো, এ বিষয়ে তুমি সত্যবাদী হলে সাক্ষীদের সামনে স্বীকার করো। তখন কিছু লোক ডেকে তাদের সামনে দ্বিতীয় বাগানের মালিক বললো, তোমরা সাক্ষী থাকো, আমি এ শর্তে আমার বাগানের চল্লিশটি খেজুর গাছ একে দেবো, সে তার বাগানের অমুক গাছ, যার ডাল অমুক ব্যক্তির বাড়ীর দিকে ঝুলানো, সেটি আমাকে দেবে।

এরপর দ্বিতীয় বাগানের মালিক প্রথম বাগানের মালিককে বললো, তোমার কি মত? প্রথম বাগানের মালিক বললো, আমি এতে রাজি। কিছুক্ষণ পর প্রথম বাগানের মালিক বললো, আমার ও তোমার মাঝে বেচাকেনা যতোক্ষণ পাকাপাকি না হবে ততোক্ষণ আমরা পৃথক হবো না। দ্বিতীয় বাগানের মালিক বললো, আমি বোকা নই, আমি তোমাকে অমুক ব্যক্তির বাড়ীর দিকে ঝুলানো একটি খেজুর গাছের পরিবর্তে আমার বাগানের চল্লিশটি খেজুর গাছ দিয়েছি। তখন প্রথম বাগানের মালিক বললো, আমি এ শর্তে রাজি, তুমি আমার চাহিদামতো চল্লিশটি

খেজুর গাছ দেবে। দ্বিতীয় মালিক বললো, হাঁ, দেবো। তারপর তারা পৃথক হয়ে গেলো। অতপর ঐ দ্বিতীয় বাগানের মালিক আল্লাহর রসূল ﷺ এর দরবারে এসে বললো, হে আল্লাহর রসূল, অমুক ব্যক্তির বাড়ীর দিকে ডালপালা ঝুলানো খেজুর গাছটি আমার হয়ে গেছে, এখন আমি ঐ গাছটি আপনাকে দিয়ে দিচ্ছি। তখন আল্লাহর রসূল ﷺ ঐ গরীব মুমিন ব্যক্তির বাড়ীতে গেলেন এবং বললেন, এখন থেকে এ গাছটির মালিক তুমি ও তোমার পরিবার।

রাবী ইকরামা ﵀ বলেন, সাহাবী ইবনে আব্বাস ﵄ বলেছেন, এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই আল্লাহ তা'য়ালা সূরহ লায়লের এ আয়াতগুলো নাযিল করেন -

وَالَّيۡلِ اِذَا يَغۡشٰى - وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلّٰى - وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالۡاُنۡثٰٓى - اِنَّ سَعۡيَكُمۡ لَشَتّٰى - فَاَمَّا مَنۡ اَعۡطٰى وَاتَّقٰى - وَصَدَّقَ بِالۡحُسۡنٰى – فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلۡيُسۡرٰى - وَاَمَّا مَنۡ بَخِلَ وَاسۡتَغۡنٰى - وَكَذَّبَ - بِالۡحُسۡنٰى – فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلۡعُسۡرٰى - وَمَا يُغۡنِى عَنۡهُ مَالُهٗٓ اِذَا تَرَدّٰى - اِنَّ عَلَيۡنَا لَلۡهُدٰى – وَاِنَّ لَنَا لَلۡاٰخِرَةَ وَالۡاُوۡلٰى - فَاَنۡذَرۡتُكُمۡ نَارًا تَلَظّٰى - لَا يَصۡلٰهَآ اِلَّا الۡاَشۡقَى - الَّذِىۡ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى - وَسَيُجَنَّبُهَا الۡاَتۡقَى - الَّذِىۡ يُؤۡتِىۡ مَالَهٗ يَتَزَكّٰى - وَمَا لِاَحَدٍ عِنۡدَهٗ مِنۡ نِّعۡمَةٍ تُجۡزٰٓى - اِلَّا ابۡتِغَآءَ وَجۡهِ رَبِّهِ الۡاَعۡلٰى - وَلَسَوۡفَ يَرۡضٰى -

(তাফসীরে ইবনে কাসীর, খন্ডঃ ৮, পৃঃ ৪৯৭-৪৯৮)

৯৩। সূরহ আদ-দুহা

আয়াত - ১১, রুকু - ১, সূরহ টি মাক্কী

আলোচনাঃ

সূরহ আদ দুহা হলো মাক্কী সূরহগুলোর একটি।

ইমাম আহমদ ﵀ বলেন, আবু নুয়াঈম পর্যায়ক্রমে সুফিয়ান ﵀ এর সূত্রে আসওয়াদ ইবনে কায়স ﵀ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি সাহাবী জুনদুব ﵁ কে বলতে শুনেছি, আল্লাহর রসূল ﷺ একবার অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। এতে তিনি এক রাত বা দুই রাত তাহাজ্জুদের জন্যে ওঠতে পারেননি। নাবী কারীম ﷺ এর এ অবস্থা দেখে এক মহিলা এসে বললো, মুহাম্মাদ! মনে হয় তোমার শয়তান তোমাকে

ছেড়ে দিয়েছে। এ ঘটনা প্রসঙ্গে সূরহ দুহার وَالضُّحٰى - وَالَّيۡلِ اِذَا سَجٰى - مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلٰى - আয়াতগুলো নাযিল হয়। (তাফসীরে ইবনে কাসীর, খন্ডঃ ৮, পৃঃ ৫০৪)

ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, সূরহ আদ দুহা মাক্কায় নাযিল হয়েছে। (আন নাসিখ ওয়াল মানসূখ, খন্ডঃ ৩, পৃঃ ১৩২)

৯৪। সূরহ আল-ইংশিরহ

আয়াত - ১১, রুকু - ১, সূরহ টি মাক্কী

আলোচনাঃ

সূরহ আল ইংশিরহ হলো মাক্কী সূরহ।

ইবনে দারীস ﷺ বলেন, মাক্কী ও মাদানী সূরহগুলো গণনা করা হয়েছে। এবং সূরহ আল ইংশিরহ কে মাক্কী সূরহগুলোর অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। (ফাযায়িলুল কুরআন, পৃঃ ৩৬)

ইবনে আব্বাস ﷺ ইবনে যুবাইর ﷺ ও আম্মাজান আয়িশাহ ﷺ বলেন, সূরহ আল ইংশিরহ মাক্কায় নাযিল হয়েছে। (আল বাহরুল মুহিত, খন্ডঃ ১০, পৃঃ ৪৯৯)

৯৫। সূরহ আত-ত্বীন

আয়াত - ৮, রুকু - ১, সূরহ টি মাক্কী

আলোচনাঃ

সূরহ আত ত্বীন হলো মাক্কী সূরহ।

ইমাম আদ দানী ﷺ বলেন, মাক্কী ও মাদানী সূরহগুলো গণনা করা হয়েছে। এবং সূরহ আত ত্বীন কে মাক্কী সূরহ এর অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। (আল বায়ান, পৃঃ ১৩৬)

আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর ﷺ বলেন, সূরহ আত ত্বীন মাক্কায় নাযিল হয়েছে। (ফাতহুল ক্বদির, খন্ডঃ ৫, পৃঃ ৪৬৩)

৯৬। সূরহ আল-আলাক

আয়াত - ১৯, রুকু - ১, সূরহ টি মাক্কী

আলোচনাঃ

সূরহ আল আলাক মাক্কায় নাযিল হয়েছে। অত্র সূরহ এর প্রথম পাঁচ আয়াতই হলো আল কুরআনের নাযিলকৃত সর্বোপ্রথম আয়াত।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ اَنَّهَا قَالَتْ اَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْوَحْيِ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ فِى النَّوْمِ فَكَانَ لاَ يَرَى رُؤْيَا اِلاَّ جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ ثُمَّ حُبِّبَ اِلَيْهِ الْخَلاَءُ وَكَانَ يَخْلُو بِغَارِ حِرَاءٍ فَيَتَحَنَّثُ فِيهِ ـ وَهُوَ التَّعَبُّدُ ـ اللَّيَالِىَ ذَوَاتِ الْعَدَدِ قَبْلَ اِنْ يَنْزِعَ اِلَى اَهْلِهِ وَيَتَزَوَّدُ لِذَلِكَ ثُمَّ يَرْجِعُ اِلَى خَدِيجَةَ فَيَتَزَوَّدُ لِمِثْلِهَا حَتَّى جَاءَهُ الْحَقُّ وَهُوَ فِى غَارِ حِرَاءٍ فَجَاءَهُ الْمَلَكُ فَقَالَ اقْرَا . قَالَ مَا اَنَا بِقَارِئٍ . قَالَ فَاَخَذَنِى فَغَطَّنِى حَتَّى بَلَغَ مِنِّى الْجَهْدَ ثُمَّ اَرْسَلَنِى فَقَالَ اقْرَا . قُلْتُ مَا اَنَا بِقَارِئٍ . فَاَخَذَنِى فَغَطَّنِى الثَّانِيَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّى الْجَهْدَ ثُمَّ اَرْسَلَنِى فَقَالَ اقْرَا . فَقُلْتُ مَا اَنَا بِقَارِئٍ . فَاَخَذَنِى فَغَطَّنِى الثَّالِثَةَ ثُمَّ اَرْسَلَنِى فَقَالَ {اقْرَا بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِى خَلَقَ * خَلَقَ الإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ * اقْرَا وَرَبُّكَ الأَكْرَمُ} . فَرَجَعَ بِهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْجُفُ فُؤَادُهُ فَدَخَلَ عَلَى خَدِيجَةَ بِنْتِ خُوَيْلِدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا فَقَالَ زَمِّلُونِى زَمِّلُونِى . فَزَمَّلُوهُ حَتَّى ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ فَقَالَ لِخَدِيجَةَ وَأَخْبَرَهَا الْخَبَرَ لَقَدْ خَشِيتُ عَلَى نَفْسِى . فَقَالَتْ خَدِيجَةُ كَلاَّ وَاللّٰهِ مَا يُخْزِيكَ اللّٰهُ اَبَدًا اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَقْرِى الضَّيْفَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ . فَانْطَلَقَتْ بِهِ خَدِيجَةُ حَتَّى اَتَتْ بِهِ وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَلِ بْنِ اَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى ابْنَ عَمِّ خَدِيجَةَ ـ وَكَانَ امْرَاً تَنَصَّرَ فِى الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ الْعِبْرَانِىَّ فَيَكْتُبُ مِنَ الإِنْجِيلِ بِالْعِبْرَانِيَّةِ مَا شَاءَ اللّٰهُ اَنْ يَكْتُبَ وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ عَمِىَ ـ فَقَالَتْ لَهُ خَدِيجَةُ يَا ابْنَ عَمِّ اسْمَعْ مِنَ ابْنِ اَخِيكَ . فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ يَا ابْنَ اَخِى مَاذَا تَرَى فَاَخْبَرَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَبَرَ مَا رَاَى . فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ هَذَا النَّامُوسُ الَّذِى نَزَّلَ اللّٰهُ عَلَى مُوسَى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا لَيْتَنِى فِيهَا جَذَعًا لَيْتَنِى اَكُونُ حَيًّا اِذْ يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ . فَقَالَ رَسُوْلُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوَمُخْرِجِىَّ هُمْ . قَالَ نَعَمْ لَمْ يَاْتِ رَجُلٌ قَطُّ بِمِثْلِ مَا جِئْتَ بِهِ اِلاَّ عُودِىَ وَاِنْ يُدْرِكْنِى يَوْمُكَ اَنْصُرْكَ نَصْرًا مُؤَزَّرًا . ثُمَّ لَمْ يَنْشَبْ وَرَقَةُ اَنْ تُوُفِّىَ وَفَتَرَ الْوَحْىُ

আম্মাজান আয়িশা ﵂ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ এর নিকট সর্বপ্রথম যে ওয়াহী আসে, তা ছিল নিদ্রাবস্থায় বাস্তব স্বপ্নরূপে। যে স্বপ্নই তিনি দেখতেন তা একেবারে প্রভাতের আলোর ন্যায় প্রকাশিত হতো। অতঃপর তাঁর নিকট নির্জনতা পছন্দনীয় হয়ে দাঁড়ায় এবং তিনি 'হেরা'র গুহায় নির্জনে অবস্থান করতেন। আপন পরিবারের নিকট ফিরে এসে কিছু খাদ্যসামগ্রী সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার পূর্বে - এভাবে সেখানে তিনি এক নাগাড়ে বেশ কয়েক দিন 'ইবাদাতে মগ্ন থাকতেন। অতঃপর খাদীজা ﵂ এর নিকট ফিরে এসে আবার একই সময়ের জন্য কিছু খাদ্যদ্রব্য নিয়ে যেতেন। এভাবে 'হেরা' গুহায় অবস্থানকালে তাঁর নিকট ওয়াহী আসলো। তাঁর নিকট ফেরেশতা এসে বললো, 'পাঠ করুন'। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেনঃ ["আমি বললাম, 'আমি পড়তে জানি না।] তিনি ﷺ বলেন, অতঃপর সে আমাকে জড়িয়ে ধরে এমন ভাবে চাপ দিলো যে, আমার খুব কষ্ট হলো।

অতঃপর সে আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললো, 'পাঠ করুন'। আমি বললাম, আমি তো পড়তে জানি না। সে দ্বিতীয় বার আমাকে জড়িয়ে ধরে এমনভাবে চাপ দিলো যে, আমার খুব কষ্ট হলো। অতঃপর সে আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললো, 'পাঠ করুন'। আমি উত্তর দিলাম, 'আমি তো পড়তে জানি না'। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, অতঃপর তৃতীয়বারে তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরে চাপ দিলেন। তারপর ছেড়ে দিয়ে বললেন, "পাঠ করুন আপনার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন।" যিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত পিন্ড থেকে, পাঠ করুন, আর আপনার রব, যিনি অধিক সম্মানিত।

অতঃপর এ আয়াত নিয়ে আল্লাহর রসূল ﷺ প্রত্যাবর্তন করলেন। তাঁর হৃদয় তখন কাঁপছিল। তিনি খাদীজা বিনতে খুওয়ায়লিদের নিকট এসে বললেন, 'আমাকে চাদর দ্বারা আবৃত কর, আমাকে চাদর দ্বারা আবৃত কর'। তাঁরা তাকে চাঁদর দ্বারা আবৃত করলেন। এমনকি তাঁর শংকা দূর হলো। তখন তিনি খাদীজা ﵂ এর নিকট ঘটনাবৃত্তান্ত জানিয়ে তাঁকে বললেন, আমি আমার নিজেকে নিয়ে শংকা বোধ করছি। খাদীজা ﵂ বললেন, আল্লাহর কসম, কখনই নয়। আল্লাহ

আপনাকে কখনো লাঞ্ছিত করবেন না। আপনি তো আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে সদাচরণ করেন, অসহায় দুস্থদের দায়িত্ব বহন করেন, নিঃস্বকে সহযোগিতা করেন, মেহমানের আপ্যায়ন করেন এবং হক পথের দুর্দশাগ্রস্থকে সাহায্য করেন। অতঃপর তাঁকে নিয়ে খাদীজা ﵂ তাঁর চাচাত ভাই ওয়ারাকাহ ইবনে নাওফাল ইবনে আবদুল আসাদ ইব্নু আবদুল উযযাহ'র নিকট গেলেন, যিনি অন্ধকার যুগে ঈসায়ী ধর্ম গ্রহন করেছিলেন। যিনি ইবরানী ভাষায় লিখতে পারতেন এবং আল্লাহর তাওফীক অনুযায়ী ইবরানী ভাষায় ইনজীল হতে ভাষান্তর করতেন। তিনি ছিলেন অতি বৃদ্ধ এবং অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। খাদীজা ﵂ তাঁকে বললেন, 'হে চাচাত ভাই! আপনার ভাতিজার কথা শুনুন'। ওয়ারাকাহ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'ভাতিজা! তুমি কী দেখ?' আল্লাহর রসূল ﷺ যা দেখেছিলেন, সবই বর্ণনা করলেন। তখন ওয়ারাকাহ তাঁকে বললেন, এটা সেই বার্তাবাহক যাকে আল্লাহ মূসা ﵇ এর নিকট পাঠিয়েছিলেন। আফসোস! আমি যদি সেদিন যুবক থাকতাম। আফসোস ! আমি যদি সেদিন জীবিত থাকতাম, যেদিন তোমার কওম তোমাকে বহিষ্কার করবে। আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, ['তারা কি আমাকে বের করে দেবে?'] তিনি বললেন, হ্যাঁ, তুমি যা নিয়ে এসেছো অনুরূপ (ওয়াহী) কিছু যিনিই নিয়ে এসেছেন তাঁর সঙ্গেই বৈরিতাপূর্ণ আচরণ করা হয়েছে। সেদিন যদি আমি থাকি, তবে তোমাকে জোরালোভাবে সাহায্য করব। এর কিছুদিন পর ওয়ারাকাহ ইন্তিকাল করেন। আর ওয়াহীর বিরতি ঘটে। (সহিহ বুখারী, হাঃ ৩)

عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا اَنَّهَا قَالَتْ : اَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مِنَ الْوَحْيِ الرُّؤْيَا الصَّادِقَةُ فِي النَّوْمِ فَكَانَ لَا يَرَى رُؤْيَا اِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ ثُمَّ حُبِّبَ اِلَيْهِ الْخَلَاءُ وَكَانَ يَخْلُو بِغَارِ حِرَاءٍ فَيَتَحَنَّثُ فِيهِ - وَهُوَ التَّعَبُّدُ - اللَّيَالِيَ ذَوَاتِ الْعَدَدِ قَبْلَ اَنْ يَنْزِعَ اِلَى اَهْلِهِ وَيَتَزَوَّدُ لِذَلِكَ ثُمَّ يَرْجِعُ اِلَى خَدِيجَةَ فَيَتَزَوَّدُ لِمِثْلِهَا حَتَّى جَاءَهُ الْحَقُّ وَهُوَ فِي غَارِ حِرَاءٍ فَجَاءَهُ الْمَلَكُ فَقَالَ : اقْرَا قَالَ : قُلْتُ : مَا اَنَا بِقَارِئٍ . قَالَ : فَاَخَذَنِي فَغَطَّنِي حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدَ ثُمَّ اَرْسَلَنِي فَقَالَ : اقْرَا قُلْتُ : مَا اَنَا بِقَارِئٍ . فَاَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّانِيَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدَ ثُمَّ اَرْسَلَنِي فَقَالَ : اقْرَاْ فَقُلْتُ : مَا اَنَا بِقَارِئٍ . فَاَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّالِثَةَ ثُمَّ اَرْسَلَنِي فَقَالَ

: ﴿اقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِى خَلَقَ ۝ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝ اقْرَاْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۝ الَّذِى عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾ فَرَجَعَ بِهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ تَرْجُفُ بَوَادِرُهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى خَدِيجَةَ بِنْتِ خُوَيْلِدٍ فَقَالَ : زَمِّلُونِى زَمِّلُونِى . فَزَمَّلُوهُ حَتَّى ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ فَقَالَ لِخَدِيجَةَ وَاَخْبَرَهَا الْخَبَرَ : لَقَدْ خَشِيتُ عَلَى نَفْسِى فَقَالَتْ خَدِيجَةُ : كَلَّا وَاللهِ مَا يُخْزِيكَ اللهُ اَبَدًا اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَقْرِى الضَّيْفَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَابِبِ الْحَقِّ . فَانْطَلَقَتْ بِهِ خَدِيجَةُ حَتَّى اَتَتْ بِهِ وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَلِ بْنِ اَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى ابْنَ عَمِّ خَدِيجَةَ وَكَانَ امْرَاً تَنَصَّرَ فِى الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ الْعِبْرَانِىَّ فَيَكْتُبُ مِنَ الْإِنْجِيلِ بِالْعِبْرَانِيَّةِ مَا شَاءَ اللهُ اَنْ يَكْتُبَ وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ عَمِىَ . فَقَالَتْ لَهُ خَدِيجَةُ : يَا ابْنَ عَمِّ اسْمَعْ مِنِ ابْنِ اَخِيكَ . فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ : يَا ابْنَ اَخِى مَاذَا تَرَى فَاَخْبَرَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ خَبَرَ مَا رَاَى فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ : هَذَا النَّامُوسُ الَّذِى نَزَّلَ اللهُ عَلَى مُوسَى يَا لَيْتَنِى فِيهَا جَذَعًا لَيْتَنِى اَكُونُ حَيًّا اِذْ يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : اَوَمُخْرِجِىَّ هُمْ قَالَ : نَعَمْ لَمْ يَاْتِ رَجُلٌ قَطُّ بِمِثْلِ مَا جِئْتَ بِهِ اِلَّا عُودِىَ وَاِنْ يُدْرِكْنِى يَوْمُكَ اَنْصُرْكَ نَصْرًا مُؤَزَّرًا. ثُمَّ لَمْ يَنْشَبْ وَرَقَةُ اَنْ تُوُفِّىَ وَفَتَرَ الْوَحْىُ

আয়িশা উম্মুল মুমিনীন ﵂ বলেন : আল্লাহর রসূল ﷺ এর কাছে ওহির সূচনা হয়েছিল ঘুমের মধ্যে সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে। তিনি যে স্বপ্নই দেখতেন, তা ভোরের আলোর মতো সত্য হয়ে প্রকাশ পেত। এরপর তাঁর কাছে নির্জনতা প্রিয় করে দেওয়া হয়। তিনি হেরা গুহায় নির্জনে অবস্থান করতেন এবং সেখানে কয়েক রাত ধরে ইবাদতে মগ্ন থাকতেন। তারপর পরিবারের কাছে ফিরে আসতেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি প্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী সঙ্গে নিয়ে যেতেন। এরপর তিনি আবার খাদিজা রা. এর কাছে ফিরে এসে পুনরায় অনুরূপ সফরের জন্য পাথেয় সংগ্রহ করতেন।

এভাবেই একসময় তিনি হেরা গুহায় থাকা অবস্থায় তাঁর কাছে সত্য এসে গেল। অর্থাৎ তাঁর কাছে ওহি নাযিল হলো। তখন তাঁর কাছে ফেরেশতা আসলেন এবং বললেন : 'পড়ুন।' আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন : 'আমি পড়তে জানি না।' তিনি বলেন, তখন ফেরেশতা

আমাকে ধরে এত জোরে চাপ দিলেন যে, আমি অত্যন্ত কষ্ট অনুভব করলাম। তারপর তিনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন : 'পড়ুন।'
আমি বললাম : 'আমি পড়তে জানি না।' তিনি দ্বিতীয়বার আমাকে ধরে চাপ দিলেন, এমনকি আমি অত্যন্ত কষ্ট অনুভব করলাম। তারপর আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন : 'পড়ুন।'
আমি বললাম : 'আমি পড়তে জানি না।'

তারপর তিনি তৃতীয়বার আমাকে ধরে চাপ দিলেন। এরপর আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন : 'পড়ুন আপনার সেই রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন 'আলাক' (জমাট রক্তপিণ্ড/আঁকড়ে থাকা বস্তু) থেকে। পড়ুন, আর আপনার রব মহামহিমান্বিত। যিনি কলমের মাধ্যমে শিক্ষা দিয়েছেন। মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন যা সে জানত না।' এরপর আল্লাহর রসূল ﷺ এই আয়াতগুলো নিয়ে ফিরে এলেন। তখন তাঁর বুক ও শরীর কাঁপছিল।

তিনি খাদিজা বিনতে খুয়াইলিদ ﵂ এর কাছে প্রবেশ করে বললেন : 'আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দাও, আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দাও।'

তাঁরা তাঁকে চাদর দিয়ে ঢেকে দিলেন। অবশেষে তাঁর ভয় ও আতঙ্ক দূর হলো। তখন তিনি খাদিজা ﵂ কে পুরো ঘটনা জানিয়ে বললেন : 'আমি নিজের ব্যাপারে আশঙ্কা করছি।' তখন খাদিজা রা. বললেন : 'কখনোই নয়! আল্লাহর কসম! আল্লাহ আপনাকে কখনো

অপমানিত করবেন না। নিশ্চয়ই আপনি আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখেন, অসহায় ও দুর্বলদের বোঝা বহন করেন, অভাবগ্রস্তদের সাহায্য করেন, মেহমানের মেহমানদারি করেন এবং সত্য ও ন্যায়ের বিপদে মানুষের সাহায্য করেন।'

এরপর খাদিজা ﵂ তাঁকে নিয়ে তাঁর চাচাতো ভাই ওয়ারাকা ইবন নওফল ইবন আসাদ ইবন আবদুল উয্যার কাছে গেলেন। তিনি জাহিলি যুগেই খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ইবরানি ভাষায় লিখতে পারতেন এবং আল্লাহ যতটুকু চাইতেন, ততটুকু ইবরানি ভাষায় ইনজিল লিখতেন। তিনি তখন অত্যন্ত বৃদ্ধ এবং অন্ধ হয়ে

গিয়েছিলেন। খাদিজা ﵂ তাঁকে বললেন : 'হে আমার চাচাতো ভাই! আপনার ভাতিজার কথা শুনুন।'

ওয়ারাকা বললেন : 'হে আমার ভাতিজা! আপনি কী দেখেছেন?' তখন আল্লাহর রসূল ﷺ তাঁকে তাঁর দেখা ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দিলেন। ওয়ারাকা বললেন : 'ইনিই সেই নামূস (ওহিবাহক জিবরীল), যাঁকে আল্লাহ মূসা ﵇ এর কাছে পাঠিয়েছিলেন। হায়! আমি যদি তখন যুবক থাকতাম! হায়! আমি যদি সেই সময় পর্যন্ত জীবিত থাকতাম, যখন আপনার সম্প্রদায় আপনাকে বের করে দেবে!' আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন : 'তারা কি আমাকে বের করে দেবে?'

তিনি বললেন : 'হ্যাঁ। কারণ আপনি যা নিয়ে এসেছেন, এমন কিছু নিয়ে যে ব্যক্তিই এসেছে, তার সঙ্গেই শত্রুতা করা হয়েছে। আর যদি আমি আপনার সেই সময় পর্যন্ত জীবিত থাকি, তবে আমি অবশ্যই আপনাকে সর্বাত্মকভাবে সাহায্য করব।' এর কিছুদিন পরই ওয়ারাকা ইবন নওফল মৃত্যুবরণ করেন এবং কিছু সময়ের জন্য ওহি বন্ধ থাকে। (সহীহ মুসলিম, হাঃ ১৬০)

৯৭। সূরহ আল-ক্বদর

আয়াত - ৫, রুকু - ১, সূরহ টি মাদানী

আলোচনাঃ

সূরহ আল ক্বদর হলো মাদানী সূরহ।

আলী ইবনে আবী তালহা ﵀ বলেন, সূরহ আল ক্বদর মাদিনায় নাযিল হয়েছে। (ফাযায়িলুল কুরআন, আবু উবাইদ, পৃঃ ২৩২)

ইমাম ছালাবী ﵀ বলেন, অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে সূরহ আল ক্বদর মাদানী সূরহ। (তাফসীরে ছালাবী, সূরহ আল ক্বদর এর আলোচ্য বিষয়) ।

ইমাম খাযিন ﵀ বলেন, সূরহ আল ক্বদর মাদানী সূরহ হওয়াই অধিকাংশের অভিমত এবং অধিকতর বিশুদ্ধ। (তাফসীরে খাযিন, খন্ডঃ ৪, পৃঃ ৪৫০)

মুজাহিদ ﵀ বলেন, একবার আল্লাহর রসূল ﷺ কে জানানো হলো,

বনী ইসরাঈলের জনৈক ব্যক্তি জিহাদের কাপড় পরিধান করে একহাজার বছর আরেক বর্ণনা অনুযায়ী এক হাজার মাস আল্লাহর রাস্তায় কাটিয়েছে। এতে মুসলমানগণ উক্ত ব্যক্তির দীর্ঘ ইবাদতে বিস্মিত হলেন এবং নিজেদের আমলের স্বল্পতার চিন্তা করলেন। তখন আল্লাহ তা'য়ালা আলোচ্য সূরহ টি নাযিল করে মুসলমানগণকে সুসংবাদ দান করলেন যে, মুসলমানগণ এক রাতে ইবাদত করলেই হাজার রজনীর চেয়ে শ্রেয় হবে। (তাফসীরে মুসলিম ইবনে খালিদ জাঞ্জী, আবু জাফর রহিঃ, পৃঃ ৬৮, হাঃ ১৩০)

৯৮। সূরহ আল-বায়্যিনাহ

আয়াত - ৮, রুকু - ১, সূরহ টি মাদানী

আলোচনাঃ

সূরহ আল বায়্যিনাহ মাদানী সূরহ। এতে কোনো মত পার্থক্যের সুযোগ নেই।

ইমাম আহমদ ﵀ বলেন, আফ্ফান পর্যায়ক্রমে হাম্মাদ ইবনে সালামা, আলী ইবনে যায়দ, আম্মার ইবনে আবু আম্মার ﵀ এর সূত্রে আবু হাইয়া আল বদরী মালিক ইবনে আমর ইবনে সাবিত আল আনসারী ﵁ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, সূরহ বায়্যিনাহ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নাযিল হওয়ার পর জিবরাঈল ﵇ এসে বললেন, হে আল্লাহর রসূল, এ সূরহ উবাই ﵁ কে পড়ে শোনাতে আপনার রব আপনাকে নির্দেশ দিয়েছেন। তখন আল্লাহর রসূল ﷺ উবাইকে ডেকে বললেন, এ সূরহ তোমাকে পড়ে শোনাতে আল্লাহ তা'য়ালা আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন। শুনে আবেগাপ্লুত হয়ে উবাই জিজ্ঞেস করলেন, বললেন, হ্যাঁ। হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহ কি আমার কথা উল্লেখ করেছেন?। আল্লাহর রসূল বললেন, হ্যাঁ। রাবী বলেন, এতে উবাই ﵁ কেঁদে ফেলেন। (তাফসীরে ইবনে কাসীর, খন্ডঃ ৮, পৃঃ ৫৫৫)

আবু হাব্বাহ আল-বাদরী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : যখন لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ (সূরহ টির) শেষ পর্যন্ত অবতীর্ণ হলো, তখন জিবরীল ﵇ বললেন : হে আল্লাহর রসূল! নিশ্চয় আপনার রব আপনাকে নির্দেশ দিচ্ছেন যেন আপনি এটি উবাইকে পাঠ করে

শোনান। তখন নাবী উবাইকে বললেন : নিশ্চয়ই জিবরীল আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যেন আমি তোমাকে এই সূরহ টি পাঠ করে শোনাই। উবাই বললেন : হে আল্লাহর রসূল! তিনি (আল্লাহ) কি আমার কথা উল্লেখ করেছেন? তিনি বললেন : হ্যাঁ। (ইবনে আবী শাইবা, হাঃ ১০১৮৪)

৯৯। সূরহ আয-যিলযাল

আয়াত - ৮, রুকু - ১, সূরহ টি মাদানী

আলোচনাঃ

সূরহ আয যিলযাল হলো মাদানী সূরহ।

ইবনে আব্বাস ﷺ এবং কাতাদাহ ﷺ বলেন, সূরহ যিলযাল মাদিনায় নাযিল হয়েছে। (আল বায়ান, ইমাম আদ দানী ﷺ , পৃঃ ১৩৭)

সাঈদ ইবনে জুবায়ের ﷺ বলেন, وَيُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيْنًا আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর মুসলমানগণ মনে মনে ভাবতে লাগলেন, সামান্য আমলে সওয়াব হাসিল হয় না। অন্যদিকে আরেকদল মুসলমান মনে মনে ভাবলেন সামান্য মিথ্যা, কুদৃষ্টি, গিবত এবং এ জাতীয় গুনাহে তেমন কিছু হয় না। তারা আরও বললেন, আল্লাহ তা'য়ালা কেবল কবিরা গুনাহের কারণে জাহান্নামের আজাব নির্ধারণ করেছেন। তাদের উভয় প্রকার লোকের ধারণা খণ্ডন করতেই আলোচ্য সূরহ টি নাযিল হয় এবং তাতে ঘোষণা করা হয়, সামান্য নেক আমল করলেও যেমন তা হাজির পাবে তেমনি সামান্য গুনাহ করলেও তার শাস্তি ভোগ করতে হবে। (হাদায়িক, খন্ডঃ ৩২, পৃঃ ২৩১)

১০০। সূরহ আল-আদিয়াত

আয়াত - ১১, রুকু - ১, সূরহ টি মাদানী

আলোচনাঃ

সূরহ আল আদিয়াত হলো মাদানী সূরহ।

আনাস ইবনে মালিক ﷺ বলেন, নিশ্চয়ই সূরহ আল আদিয়াত মাদানী সূরহ। (আল মাক্কী ওয়াল মাদানী মিনাস সুওয়ারি ওয়াল আয়াত, শায়েখ ফালিহ, খন্ডঃ ২, পৃঃ ৫৯০)

ইবনে আব্বাস ﵄ বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ একটি অশ্বারোহী দল পাঠিয়েছিলেন। তারা এক মাস অতিবাহিত করলো। অথচ তাদের পক্ষ থেকে কোনো খবর আসছিলোনা তখন وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحاً থেকে সূরহ এর শেষ পর্যন্ত নাযিল হলো। (কাশফুল আস্তার, হাঃ ২২৯১)

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ﵄ বলেন, একবার আল্লাহর রসূল ﷺ বানী কেননার বিরুদ্ধে একটি সারিয়া বা ক্ষুদ্র যোদ্ধা বাহিনী প্রেরণ করলেন। একমাস গত হয়ে গেল। কিন্তু তাদের কোনো খবর-বার্তা পেলেন না। এতে আল্লাহর রসূল ﷺ চিন্তিত হয়ে পড়লে আলোচ্য সূরহ টি নাযিল হলো এবং উক্ত বাহিনীর প্রশংসা ও তাদের খবর জানানো হলো। (তাফসীরে ফাতহুল বায়ান, খন্ডঃ ১৫, পৃঃ ৩৪৯)

১০১। সূরহ আল-ক্বরিয়াহ

আয়াত - ১১, রুকু - ১, সূরহ টি মাক্কী

আলোচনাঃ

সূরহ আল ক্বরিয়াহ হলো মাক্কী সূরহ।

ইমাম আন নাহহাস ﵀ বলেন, মাক্কী ও মাদানী সূরহগুলো গণনা করা হয়েছে। এবং সূরহ আল ক্বরিয়াহ কে মাক্কী সূরহগুলোর অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। (আন নাসিখ ওয়াল মানসূখ, খন্ডঃ ৩, পৃঃ ১৫৩)

ইমাম আদ দানী ﵀ বলেন, সূরহ আল ক্বরিয়াহ ঐ সকল সূরহগুলোর অন্তর্ভূক্ত। যেই সকলগুলো মাক্কী হওয়ার ব্যাপারে ঐক্যমত রয়েছে। (আল বায়ান, পৃঃ ২৮৫)

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ﵄ বলেন, সূরহ আল ক্বরিয়াহ মাক্কায় নাযিল হয়েছে। (ফাতহুল ক্বদির, খন্ডঃ ৫, পৃঃ ৪৮৮)

১০২। সূরহ আত-তাকাছুর

আয়াত - ৮, রুকু - ১, সূরহ টি মাদানী

আলোচনা

সূরহ আত তাকাছুর হলো মাদানী সূরহ।
বুখারীতে ‘রিকাক’ অধ্যায়ে তার থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবুল ওলীদ আমাকে বলেছেন, পর্যায়ক্রমে হাম্মাদ ইবনে সালামা, ছাবিত,

আনাস ইবনে মালিক ﵁ এর সূত্রে উবাই ইবনে কা'ব ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা কুরআন মাজিদ তিলাওয়াত করতাম, এমনকি اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ নাযিল হয়। অর্থাৎ মানুষের জন্যে যদি স্বর্ণের বিশাল এক উপত্যকা থাকে, তারপরও সে সম্পদ সঞ্চয়ে মগ্ন হয়। (তাফসীরে ইবনে কাসীর, খন্ডঃ ৮, পৃঃ ৫৮৫)

ইমাম জালাল উদ্দিন সুয়ূতী ﵀ বলেন, সূরহ আত তাকাছূর হলো মাদানী সূরহ। এই মতটিই আমার পছন্দ। এবং এটিই সেই মত যার প্রতি আমি ঝুঁকেছি। উবাই ইবনে কা'ব ﵁ এর বর্ণিত হাদিসের কারণে। (আল ইতকান ফি উলুমিল কুরআন, ইমাম সুয়ূতী ﵀ , খন্ডঃ ১, পৃঃ ৪১, আল মাক্কী ওয়াল মাদানী মিনাস সুওয়ারি ওয়াল আয়াত, শায়েখ ফালিহ, খন্ডঃ ২, পৃঃ ৫৯৪)

১০৩। সূরহ আল-আছ্বর

আয়াত - ৩, রুকু - ১, সূরহ টি মাক্কী

আলোচনাঃ

সূরহ আল আছ্বর হলো মাক্কী সূরহ।

আমর ইবনে আস ﵁ মুসলমান হওয়ার পূর্বে এবং নাবী কারীম ﷺ এর নবুওয়াতের পরে একদিন মুসাইলামা কাযযাবের কাছে গমন করেন। মুসাইলামা আমর ইবনে আস ﵁ কে দেখে জিজ্ঞেস করলো, ইদানীং তোমাদের সংগীর ওপর কি নাযিল হচ্ছে? তিনি বললেন, সম্প্রতি তাঁর ওপর একটি সংক্ষিপ্ত অথচ ব্যাপক অর্থবোধক সূরহ নাযিল হয়েছে। মুসাইলামা বললো, বলো সেটা কি? আমর ইবনে আস ﵁ সূরহ আসর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তিলাওয়াত করে শোনান। শুনে মুসাইলামা কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললো, হ্যাঁ আমার উপরও এ ধরনের একটি সূরহ অবতীর্ণ হয়েছে। আমর ﵁ বললেন, বলো সেটা কি? মুসাইলামা বললো,

يَا وَبْرُ يَا وَبْرُ اِنَّمَا اَنْتَ اُذْنَانَ وَصَدْرٌ وَسَائِرُكَ حَفْرٌ نَقْرٌ

অতঃপর বললো, আমর, এ ব্যাপারে তোমার ধারণা কি? আমর ইবনে আস ﵁ বললেন, তুমি তো জানোই, আমার মতে তুমি একজন মিথ্যা

বাদী। (তাফসীরে ইবনে কাসীর, খন্ডঃ ৮, পৃঃ ৫৯৪)

ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, নিশ্চয়ই সূরহ আল আসর মাক্কায় নাযিল হয়েছে। (আদ দুররুল মানসুর, ইবনে মারদুওয়াইহ ﷺ , খন্ডঃ ৮, পৃঃ ৬২১)

১০৪। সূরহ আল-হুমাযাহ

আয়াত - ৯, রুকু - ১, সূরহ টি মাক্কী

আলোচনাঃ

সূরহ আল হুমাযাহ হলো মাক্কী সূরহ।

মুকাতিল ﷺ বলেন, সূরহ টি ওয়ালিদ ইবনে মুগিরা সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। সে সারাদিন আল্লাহর রসূল এর আড়ালে গিবত করে বেড়াতো আর সম্মুখে নানা রকম কটুক্তিমূলক কথা বলত। তার পরিণতি সম্পর্কে এই সূরহ টি নাযিল হয়। (তাফসীরে খাযিন, খন্ডঃ ৭, পৃঃ ২৮৯)

ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, নিশ্চয়ই সূরহ হুমাযাহ মাক্কায় নাযিল হয়েছে। (আদ দুররুল মানসুর, ইবনে মারদুওয়াইহ ﷺ , খন্ডঃ ৮, পৃঃ ৬২৩)

১০৫। সূরহ আল-ফিল

আয়াত - ৫, রুকু - ১, সূরহ টি মাক্কী

আলোচনাঃ

সূরহ আল ফিল হলো মাক্কী সূরহ।

ইমাম বিকাঈ ﷺ বলেন, মাক্কী ও মাদানী সূরহগুলো গণনা করা হয়েছে। এবং সূরহ আল ফিল কে মাক্কী সূরহগুলোর অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। (মাসাইদুন নাযার, খন্ডঃ ৩, পৃঃ ২৪৯)

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, সূরহ আল ফীল মাক্কায় নাযিল হয়েছে। (ফাতহুল ক্বদির, খন্ডঃ ৫, পৃঃ ৫০০)

১০৬। সূরহ আল-কুরইশ

আয়াত - ৫, রুকু - ১, সূরহ টি মাক্কী

আলোচনাঃ

সূরহ আল কুরইশ হলো মাক্কী সূরহগুলোর মধ্যে একটি।

মুকাতিল ﵀ বলেন, সূরহ আল কুরইশ ঐ সকল সূরহগুলোর অন্ত র্ভূক্ত। যে সকল সূরহগুলোর মাক্কী হওয়ার ব্যাপারে ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। (তাফসীরে মুকাতিল, খন্ডঃ ৪, পৃঃ ৮৫৯)

ইবনে আব্বাস ﵄ বলেন, সূরহ আল কুরইশ মাক্কায় নাযিল হয়েছে। (আদ দুররুল মানসুর, ইবনে মারদুওয়াইহ, খন্ডঃ ৮, পৃঃ ৬৩৪)

১০৭। সূরহ আল-মাঊন

আয়াত - ৭, রুকু - ১, সূরহ টি মাক্কী

আলোচনাঃ

সূরহ আল মাঊন হলো মাক্কী সূরহ। তবে তার শেষ চার আয়াত মাদানী।

ইবনে আব্বাস ﵄ বলেন, সূরহ আল মাঊন মাক্কায় নাযিল হয়েছে। (আদ দুররুল মানসুর, ইবনে মারদুওয়াইহ ﵀ , খন্ডঃ ৮, পৃঃ ৬৪১)

১-৩ নং আয়াতের শান-ই নুযূলে ইবনে জুরায়জ ﵀ বলেন, فَذَلِكَ الَّذِى يَدُعُ الْيَتِيْمَ আয়াতটি আবু সুফিয়ান সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। ঘটনা হলো, তিনি প্রতি সপ্তাহে দুটি করে উট জবেহ করতেন। একবার উটের গোস্ত কাটার সময় জনৈক এতিম এসে কিছু গোস্ত চাইলে তিনি তাকে ধমকালেন এবং সেখান থেকে তাকে খালি হাতে বিতাড়িত করে দিলেন। তার এহেন কৃপণতা ও রূঢ় আচরণ সম্পর্কে তখন আয়াতটি নাযিল হয়। (আল কাশফ ওয়াল বায়ান, খন্ডঃ ১০, পৃঃ ৩০৪)

৪-৭ নং আয়াতের শান-ই নুযূলে ইবনে আব্বাস ﵄ বলেন, সুরহ'র শেষের চার আয়াত মাদিনার মুনাফিকদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। তাদের স্বভাব ছিল, যখন মুমিনগণ সলাতে হাজির হতেন তখন তাদেরকে দেখানোর জন্য এরাও সলাতে হাজির হতো। আর যখন মুমিনগণ চলে যেত তখন তারাও সলাত ছেড়ে দিত। আর তারা তাদের ঘরের টুকিটাকি বস্তু যেমন দা, বটি, কুড়াল, কোদাল ইত্যাদি

বস্তু মুমিনগণকে ধার দিত না। এদের এই স্বভাব সম্পর্কে আয়াতগুলো নাযিল হয়। (শুয়াবুল ঈমান, হাঃ ৬৮৫৩)

১০৮। সূরহ আল-কাউসার

আয়াত - ৪, রুকু - ১, সূরহ টি মাক্কী ওয়াল মাদানী

আলোচনাঃ

সূরহ আল কাউসার দুইবার নাযিল হয়েছে। প্রথমবার মাক্কায় নাযিল হয়েছে। শেষবার মাদিনায় নাযিল হয়েছে।

ইবনে আব্বাস ﵄ বলেন, মাদিনার ইহুদি নেতা কাব ইবনে আশরাফ মাক্কায় আগমন করলে কুরাইশ নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাত করল। কুরাইশ নেতারা বলল, আপনি তো ইয়াসরিবের সর্বশ্রেষ্ঠ এবং তাদের নেতা? সে মাথা নেড়ে বলল, হ্যাঁ। তখন মাক্কার নেতারা বলল, আমরা হাজীদের খেদমত করি, তাদের পানি পান করাই এবং কাবাঘরের দেখভাল করি। সুতরাং আমরাই এই শহরের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। অথচ আমাদের শহরের এই নির্বংশ লোকটি (আল্লাহর রসূল ﷺ) নিজেকে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করেন। সুতরাং আপনিই বিচার করুন, কে আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ? মাক্কার কুরাইশ নেতাদের এসব কথার জবাবে কাব ইবনে আশরাফ বলল, আপনারাই সেই (নির্বংশ) লোকটির চেয়ে শ্রেষ্ঠ ও মর্যাদাবান। তার এই কথার প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'য়ালা আলোচ্য সুরহটি নাযিল করেন এবং আল্লাহর রসূল ﷺ এর মর্যাদা ও স্মরণ চিরকাল থাকবে বলে ঘোষণা করেন এবং যারা তাঁর বিরোধিতা করছে তারাই প্রকৃতপক্ষে নির্বংশ বলে ঘোষণা করেন। (সহিহ ইবনে হিব্বান, হাঃ ৬৫৭২)

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ اَخْبَرَنَا الْمُخْتَارُ بْنُ فُلْفُلٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَحَدَّثَنَا اَبُو بَكْرِ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْمُخْتَارِ عَنْ اَنَسٍ قَالَ بَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ بَيْنَ اَظْهُرِنَا فِي الْمَسْجِدِ اِذْ اَغْفَى اِغْفَاءَةً ثُمَّ رَفَعَ رَاسَهُ مُتَبَسِّمًا فَقُلْنَا مَا اَضْحَكَكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ فَقَالَ ' اُنْزِلَتْ عَلَيَّ آنِفًا سُورَةٌ " . فَقَرَاَ ' بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ (اِنَّآ اَعْطَيْنٰاكَ الْكَوْثَرَ * فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ * اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الاَبْتَرُ) " ثُمَّ قَالَ: هَلْ تَدْرُونَ مَا الْكَوْثَرُ قُلْنَا

: اللَّهُ وَرَسُولُهُ اَعْلَمُ. قَالَ : فَإِنَّهُ نَهْرٌ وَعَدَنِيهِ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ خَيْرٌ كَثِيرٌ هُوَ حَوْضٌ تَرِدُ عَلَيْهِ أُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ آنِيَتُهُ عَدَدُ النُّجُومِ فَيُخْتَلَجُ الْعَبْدُ مِنْهُمْ فَأَقُولُ:

رَبِّ إِنَّهُ مِنْ أُمَّتِي فَيَقُولُ : مَا تَدْرِى مَا أَحْدَثَتْ بَعْدَكَ

আনাস উবনু মালিক ﷺ বলেন, " আল্লাহর রছূল ﷺ মাসজিদে আমাদের সাথেই অবস্থান করেছিলেন। এসময় তিনি কিছুটা তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েন, এরপর তিনি মুচকি হাসা অবস্থায় মাথা উঠালেন। আমরা বল্লাম, হে আল্লাহর রছূল! আপনার হাসার কারণ কি? তিনি বললেন, " এইমাত্র আমার উপর একটি সূরহ নাযিল হলো।" অতঃপর তিনি পাঠ করলেন:

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اِنَّآ اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ, فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ, اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ

অর্থঃ " আল্লাহর নামে শুরু করছি, যিনি পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু। নিশ্চয়ই আমি আপনাকে কাওসার (প্রচুর কল্যাণ/জান্নাতের নদী) দান করেছি। অতএব আপনার রবের উদ্দেশ্যে ছলাত আদায় করুন ও কুরবানী করুন। নিশ্চয়ই আপনার শত্রু লেজকাটা বা নির্বংশ)।"

এরপর তিনি ﷺ সাহাবীদের জিজ্ঞাসা করলেন, " তোমরা কি জানো কাউসার কী? " সাহাবীগণ বললেন, " আল্লাহ ও তাঁর রসূলই ভালো জানেন।" তিনি বললেন, " এটি জান্নাতের একটি নদী, যা আমার রব আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এতে প্রচুর কল্যাণ রয়েছে। এটি এমন একটি হাউজ, যেখানে কেয়ামতের দিন আমার উম্মতেরা আসবে। এর পানপাত্রের সংখ্যা তারকারাজির মতো।" (মুসলিম, হা: নং: ৪০০; নাসাঈ, হা: নং: ৯০৪, কিতাবুল উযহিয়্যাহ, পৃঃ ৩৩-৩৪)

১০৯। সূরহ আল-কাফিরুন

আয়াত - ৬, রুকু - ১, সূরহ টি মাক্কী

আলোচনাঃ

সূরহ আল কাফিরুন হলো মাক্কী সূরহ। এতে মতপার্থক্য করার সুযোগ নেই।

ইবনুল জাওজি ﵀ বলেন, একবার ওয়ালিদ ইবনে মুগিরা, আস ইবনে ওয়ালে, আসওয়াদ ইবনে আব্দে ইয়াগুছ সহ কুরাইশদের কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি আল্লাহর রসূল ﷺ এর চাচা আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিবের কাছে গিয়ে বলল, হে আবুল ফজল। আপনার ভ্রাতৃষপুত্র যদি আমাদের ধর্মের কিছু বিষয় মেনে নেন তবে আমরাও তাঁর ধর্মের বিষয়গুলো মেনে নিতাম এবং তাঁর ইলাহকেও মেনে নিতাম। কুরাইশদের এই প্রস্তাব নিয়ে আব্বাস ﵁ আল্লাহর রসূল ﷺ এর নিকট এলেন। কিন্তু আল্লাহর রসূল ﷺ কিছু বলার আগেই আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ থেকে কাফেরদের জবাব প্রদানের জন্য সুরহটি নাযিল হয়। (তাফসীরে যাদুল মাসির, খন্ডঃ ৯, পৃঃ ২৫২)

আল্লামা ইবনে তায়মিয়্যাহ ﵀ বলেন, নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তি বা ধর্মের ব্যাপারে নয় বরং গোটা কাফের, মুশরিক ও বেদ্বীন এবং ইসলাম ব্যতীত সকল বাতিল ধর্মের সাথে সম্পর্ক ছিন্নতার জন্যই সূরহ টি নাযিল হয়েছে। একারণেই যাদের নাম উল্লেখ করা হয়, তারা মারা যাওয়ার পরও আল্লাহর রসূল ﷺ মাদিনায় সুরহটি তিলাওয়াত করেছেন, সুরহটি মানসুখ হয়নি বরং কুরআনে কিয়ামত পর্যন্ত সময়ের জন্য তা বিদ্যমান থাকবে। ইকরামা ﵀ বলেন, আলোচ্য সুরহটি নাযিল করে আল্লাহ তা'য়ালা সকল প্রকার মূর্তিপূজা এবং কাফিরদের সকল পালিত ধর্ম থেকে ইসলামকে পবিত্র করেছেন। এজন্যই এই সুরহ'র এক নাম المقشقشة। তথা শিরক থেকে পবিত্রতা দানকারী।

আল্লাহর রসূল সাঃ নাওফাল ﵁ কে বলেছিলেন, শয্যাগ্রহণ করার সময় সূরহ কাফিরূন তিলাওয়াত করে ঘুমাবে। কেননা সূরহ টি শিরক থেকে মুক্তি দান করে। (মাজমায়ে ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়্যাহ, খন্ডঃ ৪, পৃঃ ৪৬৮)

১১০। সূরহ আন-নাছ্বর

আয়াত - ৩, রুকু - ১, সূরহ টি মাদানী

আলোচনাঃ

সূরহ আন নাছ্বর হলো মাদানী সূরহ। এবং সূরহ নাছ্বরই হলো একত্রে

নাযিল হওয়া সর্বশেষ ছোট সূরহ।

ইমাম নাসাঈ ﵀ বলেন, পর্যায়ক্রমে মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল ইবনে ইবরাহীম জা'ফর, আবুল ওমায়স, (অন্য সূত্রে) আহমদ ইবনে সোলায়মান, জা'ফর ইবনে আওন, আবুল ওমায়স, আবদুল মাজীদ

ইবনে সুহাইল ﵀ এর সূত্রে ওবায়দুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উতবা ﵀ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সাহাবী ইবনে আব্বাস ﵁ একদিন আমাকে বললেন, হে ইবনে উতবা! তুমি কি জানো, কুরআনের কোন সূরহ টি সর্বশেষে নাযিল হয়েছে? আমি বললাম, হাঁ, জানি, সূরহ নাসর সর্বশেষে নাযিল হয়েছে। শুনে ইবনে আব্বাস ﵁ বললেন, তুমি ঠিকই বলেছো। (তাফসীরে ইবনে কাসীর, খন্ডঃ ৮, পৃঃ ৬৪২)

ইবনে আব্বাস এবং ইবনে জুবাইর ﵁ বলেন, নিশ্চয়ই সূরহ আন নাছর মাদিনায় নাযিল হয়েছে। (আদ দুররুল মানসুর, ইবনে মারদুওয়াইহ ﵀ , খন্ডঃ ৮, পৃঃ ৬৫৯)

১১১। সূরহ আল-লাহাব

আয়াত - ৫, রুকু - ১, সূরহ টি মাক্কী

আলোচনাঃ

সূরহ আল লাহাব হলো মাক্কী সূরহ। এতে কোনো মতপার্থক্য নেই।

ইমাম বুখারী ﵀ বলেন, পর্যায়ক্রমে মুহাম্মাদ ইবনে সালাম, আবু মুয়াবিয়া, আমাশ, আমর ইবনে মুররা, সাঈদ ইবনে জুবায়ের ﵀ এর সূত্রে ইবনে আব্বাস ﵁ থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ 'বাতহায়' গিয়ে এক পাহাড়ে আরোহণ করে উচ্চ স্বরে يا صباحاء এটা ত্বরিত জনসমাবেশ ঘটানোর জন্যে সবাইকে আহ্বান করার সংক্ষিপ্ত একটি বাক্য) বলে ডাক দিলে কুরাইশের লোকজন তাঁর কাছে সমবেত হয়। উপস্থিত জনতার উদ্দেশে আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, আচ্ছা, আমি যদি বলি, এ সকালে বা বিকালে দুর্ধর্ষ শত্রুবাহিনী তোমাদের ওপর আক্রমণ করবে, তোমরা কি আমার এ কথা বিশ্বাস করবে? সকলে বললো, হ্যাঁ, আমরা আপনার কথা বিশ্বাস করবো। এবার আল্লাহর

রসূল ﷺ বললেন, শোনো, আমি তোমাদের আল্লাহর কঠোর আযাব সম্পর্কে সতর্ক করছি। এ কথা শুনে আবু লাহাব বললো, ألهذا جمعتنا تبالك - তুমি কি আমাদের শুধু এ জন্যেই ডেকেছো? তুমি ধ্বংস হও। তখন আল্লাহ তা'য়ালা تَبَّتْ يَدَآ اَبِىْ لَهَبٍ وَّتَبَّ সূরহ নাযিল করেন।

ইবনে আব্বাস ﷺ, ইবনে জুবাইর ﷺ এবং আয়িশা ﷺ বলেছেন, সূরহ আবী লাহাব মাক্কায় নাযিল হয়েছে। (আদ দুররুল মানসুর, ইবনে মারদুওয়াইহ ﷺ , খন্ডঃ ৮, পৃঃ ৬৬৫)

১১২। সূরহ আল-ইখলাস

আয়াত - ৪, রুকু - ১, সূরহ টি মাক্কী

আলোচনাঃ

সূরহ আল ইখলাস হলো মাক্কী সূরহ। এতে কোনো মতবিরোধ নেই।

ইমাম আহমদ ﷺ বলেন, পর্যায়ক্রমে আবু সা'দ মুহাম্মাদ ইবনে মুইয়াস্সার আছ সাগানী, আবু জা'ফর আর রাযী, রবী' ইবনে আনাস, আবুল আলিয়া ﷺ এর সূত্রে উবাই ইবনে কা'ব ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, মুশরিকরা একবার আল্লাহর রসূল ﷺ কে বললো, হে মুহাম্মাদ! আমাদের তোমার রবের বংশ তালিকা একটু শোনাও দেখি। তাদের এই অহেতুক অনর্থক প্রশ্নের জবাবে আল্লাহ তা'য়ালা সূরহ ইখলাস নাযিল করেন। (তাফসীরে ইবনে কাসীর, খন্ডঃ ৮, পৃঃ ৬৫৫)

[জানা প্রয়োজনঃ অত্র সূরহ তে মহান আল্লাহ তা'য়ালার পূর্ণাঙ্গ পরিচয় থাকাতে সূরহ টিকে **সূরহ আত-তাওহীদ** ও বলা হয়।]

১১৩। সূরহ আল-ফালাক

আয়াত - ৫, রুকু - ১, সূরহ টি মাদানী

আলোচনাঃ

সূরহ আল ফালাক হলো মাদানী সূরহ। এতে মতবিরোধ করার কোনরূপ সুযোগ নেই।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : سَحَرَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ

مِنْ بَنِي زُرَيْقٍ يُقَالُ لَهُ لَبِيْدُ بْنُ الْأَعْصَمِ حَتَّى كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخَيَّلُ اِلَيْهِ اَنَّهُ كَانَ يَفْعَلُ الشَّيْءَ وَمَا فَعَلَهُ حَتَّى اِذَا كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ اَوْ ذَاتَ لَيْلَةٍ وَهُوَ عِنْدِى لَكِنَّهُ دَعَا وَدَعَا ثُمَّ قَالَ : يَا عَائِشَةُ اَشَعَرْتِ اَنَّ اللهَ اَفْتَانِيْ فِيْمَا اسْتَفْتَيْتُهُ فِيْهِ اَتَانِيْ رَجُلَانِ فَقَعَدَ اَحَدُهُمَا عِنْدَ رَاْسِيْ وَالْآخَرُ عِنْدَ رِجْلَيَّ فَقَالَ اَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ : مَا وَجَعُ الرَّجُلِ فَقَالَ : مَطْبُوْبٌ قَالَ: مَنْ طَبَّهُ قَالَ : لَبِيْدُ بْنُ الْأَعْصَمِ قَالَ : فِيْ اَيِّ شَيْءٍ قَالَ : فِيْ مُشْطٍ وَمُشَاطَةٍ وَجُفِّ طَلْعِ نَخْلَةٍ ذَكَرٍ قَالَ : وَاَيْنَ هُوَ قَالَ : فِيْ بِئْرِ ذَرْوَانَ . فَاَتَاهَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ نَاسٍ مِنْ اَصْحَابِهِ فَجَاءَ فَقَالَ : يَا عَائِشَةُ كَاَنَّ مَاءَهَا نُقَاعَةُ الْحِنَّاءِ اَوْ كَاَنَّ رُؤُوْسَ نَخْلِهَا رُؤُوْسُ الشَّيَاطِيْنِ قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللهِ اَفَلَا اسْتَخْرَجْتَهُ قَالَ : قَدْ عَافَانِيَ اللهُ فَكَرِهْتُ اَنْ اُثِيْرَ عَلَى النَّاسِ فِيْهِ شَرًّا فَاَمَرَ بِهَا فَدُفِنَتْ

উম্মুল মুমিনীন আয়িশা ﵂ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, লাবীদ ইবনু আ'সাম নামে বনু জুরায়ক গোত্রের এক ইহুদি আল্লাহর রসূল ﷺ কে যাদু করল। তিনি বলেন, এ যাদুর ক্রিয়ায় এমনও হতো যে, আল্লাহর রসূল ﷺ এর খেয়াল হতো যে, কোনো (পার্থিব) বিষয় তিনি করছেন, অথচ (বাস্তবে) তিনি তা করছিলেন না। অবশেষে একদিনে অথবা এক রাতে আল্লাহর রসূল ﷺ দু'য়া করলেন; পুনরায় দু'য়া করলেন এবং পুনরায় দু'য়া করলেন। এরপর বললেন, হে আয়িশা! তুমি কি বুঝতে পেরেছো যে, আল্লাহ আমাকে সে বিষয়ে সমাধান দিয়েছেন, যে বিষয়ে আমি তার কাছে সমাধান চেয়েছিলাম? (তা এভাবে যে) (দুজন ফিরিশতা) দু'ব্যক্তি (রূপে) আমার কাছে এলো। তাদের একজন আমার মাথার কাছে এবং অন্যজন আমার পায়ের কাছে বসল। তারপর আমার মাথার কাছের ব্যক্তি পায়ের কাছের ব্যক্তিকে কিংবা আমার পায়ের কাছের লোকটি আমার মাথার কাছের লোকটিকে বলল, লোকটির রোগ কী? অপরজন বলল, যাদুগ্রস্ত। (প্রথমজন) বলল, কে তাকে যাদু করেছে? (দ্বিতীয়জন) বলল, লাবীদ ইবনু আসাম। (প্রথমজন) বলল, কোন জিনিসে? (দ্বিতীয়জন) বলল (ভাঙ্গা) চিরুনী (আঁচড়ানোকালে চিরুনির সাথে) উঠা চুল, (আরও) বলল, নর খেজুরের ফুলের আবরণীতে। (প্রথমজন) বলল, তা কোথায়? (দ্বিতীয়জন) বলল, 'যী-আরওয়ান নামক কূপে।'

আয়িশা ﵂ বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ তাঁর সাহাবীগণের কয়েকজনকে সাথে নিয়ে সেখানে গেলেন। এরপর (ফিরে এসে) বললেন, হে আয়িশা, আল্লাহর কসম! সে (কূপের) পানি যেন মেহেদীপাতা ভিজানো, (পানি)। আর সেখানকার খেজুর গাছ যেন শয়তানের মাথা। তিনি বলেন, তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল ﷺ । তাহলে আপনি তা (জনসমক্ষে) পুড়ে ফেললেন না কেন? তিনি বললেন, না, (আমি তা সমীচীন মনে করিনি)। কারণ আমাকে তো আল্লাহ আরোগ্য করেছেন আর মানুষকে কোনো অকল্যাণে উত্তেজিত করা আমি অপছন্দ করি। আমি সে বিষয়ে হুকুম দিলে তা দাফন করে দেওয়া হয়েছে।

আল্লাহর রসূল ﷺ কে যাদু করার এই ঘটনার প্রেক্ষিতে সূরহ ফালাক ও নাস নাযিল হয় এবং দুটি সূরহ এগারটি আয়াতের প্রতিটি আয়াত তিলাওয়াত করে যাদুকৃত সুতাতে ফুঁ দেয়া হয় এবং প্রতিটি ফুঁ প্রদানের পর আল্লাহর রসূল ﷺ আস্তে আস্তে সুস্থ হয়ে ওঠেন। (সহিহ বুখারী, হাঃ ৩২৬৮, সহিহ মুসলিম, হাঃ ৫৮৩২)

১১৪। সূরহ আন-নাস

আয়াত - ৬, রুকু - ১, সূরহ টি মাদানী

আলোচনাঃ

সূরহ আন নাস হলো মাদানী সূরহ। এতে মতপার্থক্য করার কোনরূপ সুযোগ নেই।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : سَحَرَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ مِنْ بَنِى زُرَيْقٍ يُقَالُ لَهُ لَبِيْدُ بْنُ الْأَعْصَمِ حَتَّى كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخَيَّلُ اِلَيْهِ اَنَّهُ كَانَ يَفْعَلُ الشَّىْءَ وَمَا فَعَلَهُ حَتَّى اِذَا كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ اَوْ ذَاتَ لَيْلَةٍ وَهُوَ عِنْدِى لَكِنَّهُ دَعَا وَدَعَا ثُمَّ قَالَ : يَا عَائِشَةُ اَشَعَرْتِ اَنَّ اللّٰهَ اَفْتَانِىْ فِيْمَا اسْتَفْتَيْتُهُ فِيْهِ اَتَانِىْ رَجُلَانِ فَقَعَدَ اَحَدُهُمَا عِنْدَ رَاْسِىْ وَالْآخَرُ عِنْدَ رِجْلَىَّ فَقَالَ اَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ : مَا وَجَعُ الرَّجُلِ فَقَالَ : مَطْبُوبٌ قَالَ: مَنْ طَبَّهُ قَالَ : لَبِيْدُ بْنُ الْأَعْصَمِ قَالَ : فِىْ اَىِّ شَىْءٍ قَالَ : فِىْ مُشْطٍ وَمُشَاطَةٍ وَجُفِّ طَلْعِ نَخْلَةٍ ذَكَرٍ قَالَ : وَاَيْنَ هُوَ قَالَ : فِىْ بِئْرِ ذَرْوَانَ . فَاَتَاهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى نَاسٍ مِنْ اَصْحَابِهِ

فَجَاءَ فَقَالَ : يَا عَائِشَةُ كَأَنَّ مَاءَهَا نُقَاعَةُ الْحِنَّاءِ اَوْ كَأَنَّ رُؤُوْسَ نَخْلِهَا رُؤُوْسُ الشَّيَاطِيْنِ قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللهِ اَفَلَا اسْتَخْرَجْتَهُ قَالَ : قَدْ عَافَانِي اللهُ فَكَرِهْتُ اَنْ أُثِيْرَ عَلَى النَّاسِ فِيْهِ شَرًّا فَاَمَرَ بِهَا فَدُفِنَتْ

উম্মুল মুমিনীন আয়িশা ﵂ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, লাবীদ ইবনু আ'সাম নামে বনু জুরায়ক গোত্রের এক ইহুদি আল্লাহর রসূল ﷺ কে যাদু করল। তিনি বলেন, এ যাদুর ক্রিয়ায় এমনও হতো যে, আল্লাহর রসূল ﷺ এর খেয়াল হতো যে, কোনো (পার্থিব) বিষয় তিনি করছেন, অথচ (বাস্তবে) তিনি তা করছিলেন না। অবশেষে একদিনে অথবা এক রাতে আল্লাহর রসূল ﷺ দু'য়া করলেন; পুনরায় দু'য়া করলেন এবং পুনরায় দু'য়া করলেন। এরপর বললেন, হে আয়িশা! তুমি কি বুঝতে পেরেছো যে, আল্লাহ আমাকে সে বিষয়ে সমাধান দিয়েছেন, যে বিষয়ে আমি তার কাছে সমাধান চেয়েছিলাম? (তা এভাবে যে) (দুজন ফিরিশতা) দু'ব্যক্তি (রূপে) আমার কাছে এলো। তাদের একজন আমার মাথার কাছে এবং অন্যজন আমার পায়ের কাছে বসল। তারপর আমার মাথার কাছের ব্যক্তি পায়ের কাছের ব্যক্তিকে কিংবা আমার পায়ের কাছের লোকটি আমার মাথার কাছের লোকটিকে বলল, লোকটির রোগ কী? অপরজন বলল, যাদুগ্রস্ত। (প্রথমজন) বলল, কে তাকে যাদু করেছে? (দ্বিতীয়জন) বলল, লাবীদ ইবনু আসাম। (প্রথমজন) বলল, কোন জিনিসে? (দ্বিতীয়জন) বলল (ভাঙ্গা) চিরুনী (আঁচড়ানোকালে চিরুনির সাথে) উঠা চুল, (আরও) বলল, নর খেজুরের ফুলের আবরণীতে। (প্রথমজন) বলল, তা কোথায়? (দ্বিতীয়জন) বলল, 'যী-আরওয়ান নামক কূপে।'

আয়িশা ﵂ বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ তাঁর সাহাবীগণের কয়েকজনকে সাথে নিয়ে সেখানে গেলেন। এরপর (ফিরে এসে) বললেন, হে আয়িশা, আল্লাহর কসম! সে (কূপের) পানি যেন মেহেদীপাতা ভিজানো, (পানি)। আর সেখানকার খেজুর গাছ যেন শয়তানের মাথা। তিনি বলেন, তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল ﷺ । তাহলে আপনি তা (জনসমক্ষে) পুড়ে ফেললেন না কেন? তিনি বললেন, না, (আমি তা সমীচিন মনে করিনি)। কারণ আমাকে তো আল্লাহ আরোগ্য

করেছেন আর মানুষকে কোনো অকল্যাণে উত্তেজিত করা আমি অপছন্দ করি। আমি সে বিষয়ে হুকুম দিলে তা দাফন করে দেওয়া হয়েছে।

আল্লাহর রসূল ﷺ কে যাদু করার এই ঘটনার প্রেক্ষিতে সূরহ ফালাক ও নাস নাযিল হয় এবং দুটি সূরহ এগারটি আয়াতের প্রতিটি আয়াত তিলাওয়াত করে করে যাদুকৃত সুতাতে ফুঁ দেয়া হয় এবং প্রতিটি ফুঁ প্রদানের পর আল্লাহর রসূল ﷺ আস্তে আস্তে সুস্থ হয়ে ওঠেন। (সহিহ বুখারী, হাঃ ৩২৬৮, সহিহ মুসলিম, হাঃ ৫৮৩২)

[বিঃ দ্রঃ আমি অবগত হয়েছি যে, কোনো মৃত ব্যক্তির ক্ষেত্রে হযরত শব্দ ব্যবহার করা শরিয়ত সম্মত নয়, বরং তা শিরকের দ্বার উন্মুক্ত করে। কেননা হযরত শব্দের মূল অর্থ- হাজির বা উপস্থিত থাকা। আর মৃত ব্যক্তির ক্ষেত্রে হযরত শব্দের দ্বারা এই দাঁড়ায় যে, সেই মৃত ব্যক্তি হাজির-নাযির। যা একটি শিরকপূর্ণ আক্বিদা।

আরবী অভিধানে এর অর্থ আছে উপস্থিতি, সান্নিধ্য, নিকটতা। একই সঙ্গে এটি কোনো মর্যাদাবান ব্যক্তিকে সম্মান করে সম্বোধনের সম্মানসূচক উপাধি হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। কায়রোর আরবি ভাষা একাডেমির অভিধানে "الحضرة" সম্পর্কে বলা হয়েছে, এটি উপস্থিতি/নিকটতা বোঝায় এবং রূপকভাবে মর্যাদাবান ব্যক্তির জন্যও ব্যবহৃত হয়। (مجمع اللغة العربية بالقاهرة) অর্থাৎ, হযরত অমুক = সম্মানিত/মর্যাদাবান অমুক আর তা জীবিতদের জন্যই বেশি উপযুক্ত উপাধি। মৃতদের জন্য নয়। উদাহরণ হিসেবে প্রাচীন ঐতিহাসিক/সাহিত্যিক উৎসে এমন ব্যবহার পাওয়া যায়; তাতে একটি গবেষণা-উৎসে প্রথম তিন শতকের ঘটনাবলির বক্তব্যের ক্ষেত্রে লেখা হয়েছে :

قالها فى حضرة أبى بكر الصديق

অর্থ : "তিনি এই বক্তব্যটি আবু বকর সিদ্দিকের উপস্থিতিতে বলেছিলেন।"

এখানে حضرة أبي بكر - এর অর্থ 'হযরত আবু বকর' নয়; বরং 'আবু বকরের উপস্থিতিতে' অর্থ আসে।

আর সাহাবায়ে কেরাম ও সালফে সালেহীনের নাম উল্লেখ করার ক্ষেত্রে তাঁদের প্রচলিত পদ্ধতি ছিল সাধারণত নামের সঙ্গে "রদিয়াল্লহু আনহু/আনহা" ইত্যাদি বলা; নামের পূর্বে 'হযরত', 'সাইয়্যিদ' বা 'সাইয়্যিদুনা' ইত্যাদি শব্দকে একটি নিয়মিত রীতি হিসেবে ব্যবহার করা তাঁদের প্রচলিত পদ্ধতি ছিল না। এমনকি জীবিত অবস্থায়ও তারা ব্যবহার করেনি।

IslamQA - এর ২০১৩ সালের একটি ফতোয়াতে ও এ বিষয়টি উল্লেখ করে বলা হয়েছে :

الذى جرى عليه عمل الناس - وهو ما عليه أهل الرواية قاطبة - هو الترضى عن الصحابة رضى الله عنهم ذكرانا وإناثا صغارا وكبارا دون أن يسبق اسم الواحد منهم لفظ تعظيم وتفخيم مثل حضرة أو السيد أو سيدنا ونحو ذلك

অর্থ : "মানুষের যে প্রচলিত আমল চলে আসছে এবং সকল বর্ণনাকারীর (আহলে রেওয়ায়েতের) পদ্ধতিও যা তা হলো পুরুষ-নারী, ছোট-বড় সকল সাহাবির জন্য 'রদিয়াল্লহু আনহু/আনহা' বলা; তাঁদের কারও নামের আগে 'হযরত', 'সাইয়্যিদ', 'সাইয়্যিদুনা' ইত্যাদি সম্মান ও মর্যাদা প্রকাশকারী শব্দ না বসানো।"

এরপর একই ফতোয়ায় উদাহরণ হিসেবে বলা হয়েছে :

أبو بكر رضى الله عنه أبو سعيد الخدرى رضى الله ع عائشة رضى الله عنها

অর্থাৎ, আবু বকর রদিয়াল্লহু আনহু, আবু সাঈদ খুদরি রদিয়াল্লহু আনহু, আয়িশা রদিয়াল্লহু আনহা। ফতোয়াটিতে আরও বলা হয়েছে :

فإن كان لأحدهم لقب متعارف عليه بين السلف فاعتماده لا حرج فيه كأن يقال أبو بكر الصديق عمر الفاروق عائشة أم المؤمنين ونحو ذلك

অর্থ: "তাঁদের কারও এমন কোনো উপাধি থাকলে যা সালাফদের মধ্যে প্রসিদ্ধ ও প্রচলিত ছিল, তা ব্যবহার করতে কোনো অসুবিধা

নেই। যেমন- আবু বকর আস-সিদ্দীক, উমর আল-ফারুক, আয়িশা উম্মুল মুমিনীন ইত্যাদি।"

সুতরাং বিষয়টির ভারসাম্যপূর্ণ কথা হলো : সাহাবিদের নামের আগে 'হযরত' ব্যবহার করা সালাফদের প্রতিষ্ঠিত ও প্রচলিত পদ্ধতি ছিল না; বরং এটি পরবর্তী সময়ের একটি সম্মানসূচক প্রচলন হিসেবে দেখা যায়। তাই এটিকে দ্বীনের নির্ধারিত নিয়ম বা আবশ্যক আদব মনে করা কোন ভাবেই উচিত নয়। সালাফদের অনুসরণ করতে চাইলে "অমুক রদিয়াল্লাহু আনহু/আনহা" বলাই অধিক উপযুক্ত। (রেফারেন্স : https://islamqa.info/ar/answers/201351)

কাজেই আমি বিষয়টি অবগত হওয়ার পরপরই আমার উল্লেখিত কিতাব থেকে নাবী ও সাহাবীগণের নামের পূর্বে হযরত শব্দ ব্যবহার থেকে বিরত থেকেছি। এবং আমার লিখিত পূর্ববর্তী কিতাবগুলো থেকে মৃত ব্যক্তির নামের পূর্বে হযরত শব্দ পরবর্তী সংস্করণে বাদ দেয়া হবে ইংশাআল্লহ।]

আলহামদুলিল্লাহ

সমাপ্ত

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ

‘হে আল্লাহ! আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করছি এবং আপনার প্রশংসা করছি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। আমি আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং আপনার দিকেই ফিরে আসছি (তাওবা করছি)।’

(সুনানে আবু দাউদ, হাঃ ৪৮৫৯)

নোটঃ

হাবীবুল্লাহ মাহমুদ হাফিজাহুল্লাহ এর লিখিত বই সমূহঃ

১। সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক আল্লাহ
২। তা'লিমুত তাওহীদ
৩। তাওহীদ আল ইবাদাহ
৪। ইসলামের বুনিয়াদ শিক্ষা
৫। রসূল ﷺ এর শিখানো ছলাত
৬। ইসলাম পালনের মূলনীতি
৭। আপনার যাকাতে যাদের হক রয়েছে
৮। মাসজিদে যিরার (লিখিত বক্তব্য)
৯। বিচার দিবস
১০। ইসলামে ব্যক্তিজীবন
১১। ইসলামে পারিবারিক জীবন
১২। ইসলামে সামাজিক জীবন
১৩। মুক্তির পয়গাম
১৪। তোমার লক্ষ্য যেন হয় জান্নাত
১৫। দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজে নারীদের ভূমিকা
১৬। ইসলামে মৃত ব্যক্তিদের সম্পদ বন্টন নীতি
১৭। আল্লাহর পথের পথিক
১৮। গাজওয়াতুল হিন্দের সংক্ষিপ্ত আলোচনা
১৯। সীরতে মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ আল আরাবী ﷺ
২০। তরজমায়ে সূরহ মুহাম্মাদ ﷺ (১ম পর্ব)
২১। আমরা কি চাই, কেন চাই, কিভাবে চাই
২২। সংক্ষিপ্ত দৈনন্দিন সুন্নাহ
২৩। কিতাবুল উযহিয়্যাহ
২৪। তালিমুল আদাব
২৫। কিতাবুত তাজউইদ
২৬। নুযূলু সুওয়ারিল কুরআন



অন্তিম প্রকাশনী